ন্যায়মঞ্জরী

জয়ন্তভট্ট-কৃত

ন্যায়মঞ্জরী

(বিশদ বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী-সমেত)

দ্বিতীয় খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ-
কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৪১

সূচী

দ্বিতীয় খণ্ড

'সুখ জ্ঞান হইতে অনতিরিক্ত' এই বৌদ্ধমতে আশঙ্কা ও তাহার পরিহার ৪০-৫৫

সূত্রের অব্যপদেশ্যপদের বিশদ আলোচনা ৫৫-৯৫

বিষয় — পৃষ্ঠা

সূত্রস্থ অব্যভিচারি-পদের আবশ্যকতা-বিচার ৯৫-১০৯

বৌদ্ধমতে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ যে অর্থজন্য নহে ইহার প্রতিপাদন ১১৪-১২৬

সবিকল্পক-জ্ঞানের অপ্রামাণ্য-নিরাস ১২৬-১৩৯

ভূমিকা

জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরীর দ্বিতীয় আহ্নিক এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল। এই আহ্নিকের প্রধান বিচার্য্য বিষয় গৌতমের প্রত্যক্ষসূত্র। গঙ্গেশ উপাধ্যায় গৌতম-প্রণীত প্রত্যক্ষলক্ষণ বহুদোষে দুষ্ট দেখাইয়া নূতন প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গৌতমের প্রত্যক্ষলক্ষণের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি এত বিশদভাবে বিচার করিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র ভূমিকায় তাঁহার ধী-শক্তির শতাংশের এক অংশেরও পরিচয় দেওয়া সুকঠিন। এই ভূমিকা শুধু দিগ্‌দর্শনের কার্য্য করিবে।

জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরীতে বহুল বিষয়ের উল্লেখ থাকিলেও নব্য-নৈয়ায়িকের মত যুক্তির সুতীক্ষ্ণতা নাই। বাচস্পতি মিশ্র প্রত্যক্ষলক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করিয়াও নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি নূতন যুগপ্রবর্ত্তক। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও মথুরানাথ তর্কবাগীশের গ্রন্থে প্রত্যক্ষলক্ষণের চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। এই ক্রমোন্নতি সংঘর্ষের ফল। জয়ন্তভট্ট পূর্ব্বকালবর্ত্তী। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল দার্শনিকের মত খণ্ডন করিয়া ন্যায়মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকের চিন্তার অভিনব পদ্ধতি তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট না হইলেও তিনিও যে একজন যুগপ্রবর্ত্তক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে ভাবে প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের মতের সমালোচনা করিয়া অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাও ধীরভাবে লক্ষ্য করা উচিত। জয়ন্তের বৌদ্ধমত-খণ্ডনের ও ন্যায়সিদ্ধান্ত-সংরক্ষণের রীতি অপূর্ব্ব। তিনি বিজ্ঞান- ও ক্ষণিকত্ব-বাদের অপরাজেয় শত্রু। দৃশ্যমান জগৎ মনঃকল্পিত নয়। দ্রব্য, গুণ,

কর্ম্ম, সামান্য, সম্বন্ধ, অভাব প্রভৃতি সব পদার্থই সত্য। প্রত্যক্ষের দ্বারা সত্য জগৎই দৃষ্ট হয়। মিথ্যাজ্ঞান যে নাই এমন কথা জয়ন্ত বলেন না। তবে মিথ্যাজ্ঞান আছে বলিয়া সমস্ত জ্ঞানই যে মিথ্যা এ কথাও জয়ন্ত বলেন না।

জয়ন্তভট্ট দুই প্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। তাঁহার নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকদিগের মত নয়। এই নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের অতীন্দ্রিয়ত্ব-সম্বন্ধে তিনি কোথাও বলেন নাই। তাঁহার সবিকল্পক-প্রত্যক্ষও সম্বন্ধবিষয়ক নহে। তিনি বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পকের মতই প্রমাণ। অগৃহীতগ্রাহী না হইলে যে প্রমাজ্ঞান হয় না তিনি এই মতে বিশ্বাস করেন না।

অলৌকিক-সন্নিকর্ষ-জন্য প্রত্যক্ষকে জয়ন্ত মানস-প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন নৈয়ায়িকই এই মত স্বীকার করেন না। জয়ন্তের স্বীয় মত স্থাপনের জন্য বিশদভাবে বিচার করা উচিত ছিল।

ধর্ম্মকীর্ত্তির মতখণ্ডন এই খণ্ডের অপর একটী আকর্ষণীয় বিচার। জয়ন্ত নিপুণভাবে ধর্ম্মকীর্ত্তির মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের কোনরূপ বিষয়ই নির্ণীত হয় না। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যক্ষলক্ষণ-ঘটক পদদ্বয় নিরর্থক। তৎকালে ধর্ম্মকীর্ত্তিই নৈয়ায়িক-দিগের প্রবল শত্রু ছিলেন। এইজন্য অতিযত্ন-সহকারে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধদের অপর একটী মতও সযত্নে খণ্ডিত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন যে সুখদুঃখপ্রভৃতি জ্ঞানস্বরূপ। এই মতের নিরাসপ্রসঙ্গে তিনি অপূর্ব্ব ধীমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সুখদুঃখ প্রভৃতি জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত।

জয়ন্তভট্ট ষড়্বিধ সন্নিকর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থে সন্নিকর্ষবাদের যেরূপ বিস্তৃত বিবরণ আমরা দেখিতে পাই সেইরূপ কোন বিচারই জয়ন্তের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এই সন্নিকর্ষবাদকে আমরা অপ্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া ত্যাগ করিতে পারি না। কারণ, এই সন্নিকর্ষ-বাদের উপরই নৈয়ায়িকসম্মত প্রত্যক্ষের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করিতেছে।

এই প্রত্যক্ষ আহ্নিকে জয়ন্ত প্রসঙ্গক্রমে যোগিপ্রত্যক্ষের নিরূপণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মীমাংসক-মত খণ্ডন করিয়াছেন। মীমাংসক কুমারিলের সর্ব্বজ্ঞতা-নিরাস দুর্ভেদ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি অতি নিপুণভাবে সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত করিয়া নৈয়ায়িক-সমাজকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাতিভজ্ঞানের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রাতিভজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া স্বীয় মৌলিকচিন্তার পরিচয় দিয়াছেন।

জয়ন্ত অন্যান্য দার্শনিকের প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডন করিয়া ন্যায়মতবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভূমিকায় অতি বিস্তৃতভাবে জয়ন্তের মতের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ন্যায়মঞ্জরী

দ্বিতীয় আহ্নিক

মূল

এবং প্রমাণানাং সামান্যলক্ষণে বিভাগে চ নির্ণীতে সতি অধুনা বিশেষ-লক্ষণবর্ণনাবসর ইতি সকলপ্রমাণমূলভূতত্বেন পূর্ব্বপঠিতত্বেন চ জ্যেষ্ঠত্বাৎ প্রথমং প্রত্যক্ষস্য লক্ষণং প্রতিপাদয়িতুমাহ—

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ*মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ ।৪।

প্রত্যক্ষমিতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ, ইতরল্লক্ষণম্। সমানাসমানজাতীয়-ব্যবচ্ছেদো লক্ষণার্থঃ। সমানজাতীয়ং প্রমাণতয়া অনুমানাদি বিজাতীয়ং প্রমেয়াদি ততো ব্যবচ্ছিন্নং প্রত্যক্ষস্য লক্ষণমনেন সূত্রেণোপপাদ্যতে।

অত্র চোদয়ন্তি। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নত্বাদি-বিশেষণৈঃ স্বরূপং বা বিশিষ্যতে সামগ্রী বা ফলং বা। তত্র স্বরূপবিশেষণপক্ষে যদেবং স্বরূপং জ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষমিতি তৎস্বরূপস্য বিশেষিতত্বাৎ ফলবিশেষণানুপাদানাচ্চ লক্ষণমব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তিভ্যামুপহতং স্যাৎ। অব্যাপ্তিস্তাবদতথাবিধস্বরূপস্য বোধস্যেন্দ্রিয়াদেশ্চ নির্ম্মলফলজনকতয়া লব্ধপ্রমাণভাবস্যাপি প্রামাণ্যং নোক্তং ভবেৎ। অতিব্যাপ্তিশ্চ তথাবিধস্বরূপস্যাপি জ্ঞানস্যাকারকস্য বা সংস্কার-কারিণো বা স্মৃতিং জনয়তো বা সংশয়মাদধানস্য বা বিপর্য্যয়মুৎপাদয়তো বা প্রমাণত্বং প্রাপ্নোতি ফলস্যাবিশেষিতত্বাৎ। তদ্বিশেষণাভিধানে পুনরশ্রুত-সূত্রান্তরাধ্যাহারপ্রসক্তিঃ, অব্যাপ্তিশ্চ তদবস্থেতি ন স্বরূপবিশেষণপক্ষঃ।

* অব্যপদেশ্যমিতি ভাষ্যাদৌ পাঠঃ। অত্র দ্বিতয়মপি দৃশ্যতে।

নাপি সামগ্রীবিশেষণপক্ষঃ। তত্র হীন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নমিতি ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোপপন্নং সামগ্র্যমিতি ব্যাখ্যাতব্যম্। অব্যপদেশমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানমিতি চ তজ্জনকত্বাত্তদুপচারেণ তথা সাকল্যং বর্ণনীয়মিতি ক্লিষ্টকল্পনাঃ ফলবিশেষণপক্ষোঽপি ন সঙ্গচ্ছতে। জ্ঞানপ্রত্যক্ষয়োঃ ফলকরণ-বাচিনোঃ সামানাধিকরণ্য-প্রসঙ্গাৎ। প্রমাণলক্ষণ-প্রস্তাবাৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণমুচ্যতে. তচ্চ করণমিতি বর্ণিতম্। জ্ঞানন্তু তদুপজনিতং ফলমিতি কথমৈকাধিকরণ্যং তস্মাৎ পক্ষত্রয়স্যাপ্যযুক্তিযুক্তত্বাৎ পক্ষান্তরস্যাপ্যসম্ভবাদযুক্তং সূত্রমিতি।

অনুবাদ

এইরূপে প্রমাণগুলির সামান্যলক্ষণ এবং বিভাগ নির্ণীত হইবার পর এখন তাহাদের বিশেষলক্ষণ বলিবার অবসর হইয়াছে, অতএব প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সকল প্রমাণের মূলভূত এবং উদ্দেশসূত্রে সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত এই উভয় কারণে তাহার জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন প্রথমে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণ প্রতিপাদন করিবার জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—ইন্দ্রিয় এবং গ্রাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যে জ্ঞান জ্ঞেয়-বিষয়ের সংজ্ঞাকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন হয় না, যে জ্ঞান বিষয়ব্যভিচারী নহে [অর্থাৎ ভ্রম-ভিন্ন] যে জ্ঞান নিশ্চয়স্বভাব, তাহা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ এই শব্দটীর উল্লেখের প্রয়োজন লক্ষ্যনির্দ্দেশ [অর্থাৎ লক্ষ্যনির্দ্দেশের জন্য প্রত্যক্ষ এই শব্দটীর উল্লেখ হইয়াছে], অপর অংশগুলি লক্ষণ। সজাতীয় এবং বিজাতীয়-গুলিকে ব্যাবর্ত্তন করাই লক্ষণের কার্য্য। প্রমাণস্বরূপে সজাতীয় অনুমান-প্রভৃতি এবং বিজাতীয় প্রমেয়প্রভৃতি হইতে প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ ব্যাবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। এই সূত্রের দ্বারা সেই লক্ষণের উপপাদন করা হইতেছে।

এই বিষয়ে অপরে এইরূপ ভাবে পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করেন যে, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নত্ব প্রভৃতি বিশেষণগুলি কাহার? এই বিশেষণগুলি কি প্রত্যক্ষস্বরূপের, বা প্রত্যক্ষপ্রমাণভূত সামগ্রীর, অথবা প্রত্যক্ষপ্রমাণ-ফলের? যদি বল যে, স্বরূপের বিশেষণ, তাহা হইলে তদুত্তরে ইহা

বক্তব্য যে, যে জ্ঞানটীর স্বরূপ এতাদৃশ তাহা প্রত্যক্ষ এই কথা বলায় প্রত্যক্ষস্বরূপটী বিশেষিত হওয়ায় এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফলগত বৈশিষ্ট্যের খ্যাপন না করায় এই লক্ষণটী অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তিদোষে দূষিত হইয়া পড়ে। অব্যাপ্তিদোষের কারণ এই যে, প্রত্যক্ষটীর স্বরূপ এতাদৃশ নহে, (সবিকল্পক প্রত্যক্ষ অব্যপদেশ নহে, এবং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ নিশ্চয়স্বভাব নহে। কারণ—নিশ্চয়মাত্রই বিশেষ্য-বিশেষণভাব-বিষয়ক। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বিশেষ্য-বিশেষণভাবাবিষয়ক।) তাদৃশ প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি (সন্নিকর্ষ প্রভৃতিপদগ্রাহ্য) প্রমিতি-সম্পাদনদ্বারা প্রমাণ হইলেও তাহাদিগকে প্রমাণ বলা যায় না। [অর্থাৎ তাহারা যদিও প্রমিতি সম্পাদন করিতেছে, তথাপি প্রত্যক্ষ-স্বরূপের লক্ষণ তাহাদের না থাকায় তাহারা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতে পারিবে না। সুতরাং অব্যাপ্তি হইল।] এবং অতিব্যাপ্তির কারণ এই যে, যদি কোন প্রত্যক্ষের স্বরূপ তাদৃশ হয়, তাহা হইলেও সেই প্রত্যক্ষ যদি প্রমিতি সম্পাদন না করে, কিংবা যদি সে (প্রমিতির পরিবর্ত্তে) সংস্কাররূপ কার্য্যের সম্পাদন করে, অথবা যদি স্মৃতির সাধক হয়, কিংবা যদি সংশয় বা ভ্রমের উৎপাদক হয় তাহা হইলেও তাহাকে প্রমাণ বলিতে হয়। কারণ,—তাহার ফলের পক্ষে কোন বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নি। [অর্থাৎ তোমরা ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া (ফলঘটিত লক্ষণ না করিয়া) প্রত্যক্ষপ্রমাণের স্বরূপ-লক্ষণ করায় তাদৃশ লক্ষণ ফলাজনক প্রত্যক্ষেও থাকায় অতিব্যাপ্তি হইতেছে। অথচ প্রমিতির অজনক প্রত্যক্ষকে কেহ প্রমাণ বলেন না।] ঐ সকল বিশেষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপের পক্ষে প্রযুক্ত করিয়া ফলের পক্ষেও যদি প্রযুক্ত কর, তাহা হইলে ফলের পক্ষেও এই জাতীয় সূত্র আরব্ধব্য বলিয়া অথচ তাদৃশ দ্বিতীয় সূত্র পঠিত না হওয়ায় অশ্রুত তাদৃশ অন্য সূত্রের উহের প্রসক্তি হয়। এবং অব্যাপ্তিদোষ পূর্ব্বের মতই [অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রত্যক্ষে এবং ইন্দ্রিয়াদিরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের স্বরূপলক্ষণ না যাওয়ায় অব্যাপ্তি-দোষ হয়।]

অতএব স্বরূপ-বিশেষণ-পক্ষ অসঙ্গত। সামগ্রী-বিশেষণ-পক্ষও সঙ্গত নহে। [অর্থাৎ উক্ত বিশেষণগুলি সামগ্রীরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের পক্ষেও

অন্বিত হইতে পারে না] কারণ—সেই পক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন এই বিশেষণটার পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোপপন্ন এই প্রকার বিশেষণ দিতে হয় ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের দ্বারা সামগ্রীভাবটা পূর্ণ হয় এই প্রকার ব্যাখ্যা করার আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষও সামগ্রীর অন্তঃপাতী ব্যক্তিবিশেষ। উহাকেও লইয়া সামগ্রী গঠন করিতে হয়। একের অভাবে সামগ্রী-গঠন হয় না। সুতরাং তাদৃশ সন্নিকর্ষের দ্বারা ঐ সামগ্রী গঠিত।] এবং অব্যপদেশ্য অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকজ্ঞান শব্দ হইতে লক্ষণা করিয়া তাদৃশ-জ্ঞান-জনক সামগ্রী এইরূপ বর্ণনা আবশ্যক হইবে। সুতরাং (সামগ্রী-বিশেষণ-পক্ষে) ক্লিষ্ট কল্পনা হয়। ফল-বিশেষণ-পক্ষও অসঙ্গত। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-ফল-প্রমিতির সহিত তথাকথিতসূত্রপ্রদর্শিত বিশেষণগুলির অন্বয়ও অনুচিত।] কারণ—ফল এবং করণ-বাচক (ফল এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বাচক) জ্ঞান-শব্দ এবং প্রত্যক্ষ-শব্দের সামানাধিকরণ্যের আপত্তি হয়। [অর্থাৎ অভেদে বিশেষ্য-বিশেষণভাব-বোধকত্বের আপত্তি হয়।] প্রমাণ-লক্ষণের প্রস্তাব আরব্ধ হওয়ায় অত্রত্য প্রত্যক্ষ-শব্দটা প্রমাণ-পর বলা হইতেছে। এবং সেই প্রমাণটা করণ-ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু জ্ঞানটা তজ্জনিত ফল। অতএব তাহাদের সামানাধিকরণ্য সম্ভবপর নহে। সুতরাং উপসংহারে আমাদের ইহা বক্তব্য যে, কথিত পক্ষত্রয়েরও যুক্তিযুক্ততা না থাকায় অন্যপক্ষও সম্ভবপর নহে বলিয়া সূত্রটি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এই পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পক্ষীয়দের কথা।

মূল

অত্রোচ্যতে—স্বরূপ-সামগ্রীবিশেষণপক্ষৌ তাবদ্ যথোক্ত-দোষোপ-হতত্বান্নাভ্যুপগম্যেতে। ফল-বিশেষণপক্ষমেব সংমন্যামহে। তত্র চ যদ্ বৈয়ধিকরণ্যং চোদিতং তদ্ যতঃ শব্দাধ্যাহারেণ পরিহরিষ্যামঃ। যত এবং যদ্‌বিশেষণ-বিশিষ্টং জ্ঞানাখ্যং ফলং ভবতি, তৎ প্রত্যক্ষমিতি সূত্রার্থঃ। ইত্থঞ্চ ন কচিদব্যাপ্তিরতিব্যাপ্তির্বা, ন কাচিৎ ক্লিষ্টকল্পনা,

যতঃ শব্দাধ্যাহারমাত্রেণ নিরবদ্য-লক্ষণোপবর্ণন-সমর্থ-সূত্রপদসঙ্গতিসম্ভবাৎ। নম্ন সামানাধিকরণে এব জ্ঞানপ্রত্যক্ষপদে কথং ন ব্যাখ্যায়েতে, কিং যতঃ শব্দাধ্যাহারেণ। উক্তমত্র করণস্য প্রমাণত্বাজ্ জ্ঞানস্য চ তৎ-ফলত্বাৎ ফলকরণয়োশ্চ স্বরূপ-ভেদস্য সিদ্ধত্বাৎ।

তদত্র,

প্রমাণতায়াং সামগ্র্যাস্তজ্জ্ঞানং ফলমিষ্যতে।
তস্য প্রমাণভাবে তু ফলং হানাদিবুদ্ধয়ঃ ॥ *

অনুবাদ

এই বিষয়ে যাহা আমাদের সিদ্ধান্ত, তাহা বলিতেছি। স্বরূপ-বিশেষণ-পক্ষ এবং সামগ্রী-বিশেষণ-পক্ষ এই দুইটী পক্ষ প্রাগুক্ত দোষের দ্বারা দূষিত বলিয়া আমরা তাহা স্বীকার করি না। আমরা ফল-বিশেষণ-পক্ষই স্বীকার করি। এবং সেই পক্ষে যে বৈয়ধিকরণ্যের কথা উত্থাপন করিয়াছ [ফল-করণের সামানাধিকরণ্য অনুপপন্ন, অথচ সূত্রে তাহা প্রদর্শিত আছে—এই কথা যে বলিয়াছ] যতঃ-শব্দের অধ্যাহার করিয়া তাহার প্রতিষেধ করিব।

যাহা হইতে এইরূপ যে বিশেষণ-বিশিষ্ট-জ্ঞাননামক ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, ইহা সূত্রের অর্থ; এবং এইরূপ হইলে কোনস্থলে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে না; এবং কোন ক্লিষ্ট কল্পনাও হইবে না। (লক্ষণা-স্বীকারপূর্ব্বক গৌরবপূর্ণ কল্পনাই ক্লিষ্টকল্পনা।) কারণ কেবলমাত্র 'যতঃ' এই শব্দটীর অধ্যাহার-দ্বারাই নির্দ্দোষলক্ষণ-বর্ণনার অনুকূল সূত্রপদের সঙ্গতি সম্ভবপর হয়।

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যথাশ্রুত জ্ঞানপদ এবং প্রত্যক্ষপদ এই দুইটীর সামানাধিকরণ্য ব্যাখ্যাত হয় না কেন? 'যতঃ' এই শব্দটীর অধ্যাহার করিবার প্রয়োজন কি?

* আদর্শপুস্তকেষু 'ফলহানাদিবুদ্ধয়ঃ' এব পাঠো ন শোভনঃ।

এই বিষয়ে উত্তর দিয়াছি। [অর্থাৎ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত নহে] কারণ—করণ প্রমাণ হইয়া থাকে, জ্ঞান তাহার ফল, এবং ফল ও করণ দুইটা পরস্পর ভিন্ন। সেইজন্য এইক্ষেত্রে, সামগ্রী প্রমাণ হইলে সেই জ্ঞানকে (সূত্র-প্রতিপাদ্য জ্ঞানকে) আমরা ফল বলিয়া থাকি। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে তাহার ফল বলিয়া থাকি।] কিন্তু সেই জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) প্রমাণতা স্বীকার যদি কর, তাহা হইলে হানাদিবুদ্ধি (হান, উপাদান এবং উপেক্ষা-বুদ্ধি) তাহার ফল হইবে।

মূল

নন্‌ স্মৃত্যাদ্যনেকবুদ্ধি-ব্যবধানসম্ভবাৎ কামমিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন-মালোচনাজ্ঞানং হানাদিফলং ভবেৎ। তথা হি কপিত্থাদিজাতীয়-মর্থমিন্দ্রিয়ঞ্চসন্নিকর্ষাদি-সামগ্রীত* উপলভ্য তদ্গতং সুখসাধনত্বমনুস্মরতি, এবং-জাতীয়কেন মম পূর্ব্বং সুখমুপজনিতমভূদিতি। ততঃ† পরামর্শজ্ঞান-মস্যোপজায়তে, অয়ঞ্চ কপিত্থজাতীয় ইতি। পরামর্শানন্তরং সুখ-সাধনত্বনিশ্চয়ো ভবতি, তস্মাদেষ সুখসাধনমিতি। তত উপাদেয়জ্ঞান-মুৎপদ্যতে। যত এষ সুখসাধনং কপিত্থাদিজাতীয়ঃ পদার্থস্তস্মাদুপাদেয় ইতি। অত্রান্তরে প্রথমস্যেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্মনঃ কপিত্থালোচনজ্ঞানস্য নামাপি নাবশিষ্যতে ইতি কথমস্য তৎফলত্বমিতি।

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সন্নিকর্ষের দ্বারা যে আলোচনা-জ্ঞান (সবিকল্পক প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয়, তাহার পর স্মৃতি প্রভৃতি অনেক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় তাহার দ্বারা ঐ আলোচনা-জ্ঞান ব্যবহিত হইয়া পড়ে বলিয়া হানাদি-জ্ঞান তাহার ফল কেমন করিয়া হয়? ঐ ব্যবধান কেমন করিয়া হয়, তাহা

* আদর্শপুস্তকস্থঃ 'ইন্দ্রিয়াদি-সন্নিকর্ষাদি-সামগ্রীতঃ' এষ পাঠো ন শোভনঃ।

† 'ততঃ স্মৃত্যানন্তরম্'ইত্যাদর্শপুস্তকস্থঃ পাঠো ন শোভনঃ। স্মৃত্যনন্তরমিতি তু ততঃ শব্দস্য ব্যাখ্যা।

দেখাইতেছি। শুন, দ্রষ্টা কপিত্থাদি-জাতীয় অর্থকে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষপ্রভৃতি সামগ্রী হইতে উপলব্ধি করিয়া এইজাতীয় বস্তুর দ্বারা আমার পূর্ব্বে সুখ উৎপন্ন হইয়াছিল এইরূপে তাহাকে সুখসাধন বলিয়া স্মরণ করে। তাহার পর [অর্থাৎ স্মৃতির পর] দৃশ্যমান সম্মুখীন বস্তুটা কপিত্থজাতীয় এইরূপে এই দ্রষ্টার পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরামর্শের পর সেইজন্য (কপিত্থজাতীয় বলিয়া) 'এই বস্তুটা সুখের সাধন' এইরূপে সুখসাধনত্বের নিশ্চয় হইয়া থাকে। তাহার পর উপাদেয়তা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেহেতু কপিত্থজাতীয় পদার্থ সুখের সাধন, সেই হেতু উপাদেয়, এইরূপে উপাদেয়তা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন প্রথম কপিত্থদর্শনের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। অতএব হানাদি-বুদ্ধি ইহার ফল কেমন করিয়া হইতে পারে ?

মূল

অত্রাচার্য্যাস্তাবদাচক্ষতে। * সাধু চোদিতং সত্যমীদৃশ এবায়ং জ্ঞানানাং ক্রমঃ। ন বয়ং প্রথমালোচনজ্ঞানস্য উপাদানাদিষু প্রমাণতাং ব্রূমঃ। তথা হি প্রথমমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নমালোচনজ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদি-সামগ্রীস্বভাবস্য প্রত্যক্ষস্য প্রমাণস্য ফলমেব, ন তু স্বয়ং প্রমাণতাং প্রতিলভতে স্মৃতিজনকত্বাৎ। তদনন্তরং হি সুখসাধনত্বস্মৃতির্ভবতীতি সেয়মনুস্মৃতিরপ্রমাণফলমপি সতী প্রত্যক্ষপ্রমাণং সম্পদ্যতে। তথায়ং কপিত্থাদিজাতীয় ইতীন্দ্রিয়বিশেষপরামর্শোৎপত্তৌ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষেণ সহ ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ। স পুনঃ পরামর্শপ্রত্যয়ঃ প্রত্যক্ষজনিতো ধূমজ্ঞানবদনুমানং প্রমাণমুচ্যতে। পরোক্ষস্যাগ্নেরিব সুখসাধনে সামর্থ্যস্য ততোঽবগতেঃ। যদ্যপি ন কাচিদতীন্দ্রিয়া শক্তিরস্মন্মতে বিদ্যতে, তথাপি স্বরূপসহকার্য্যাদি-দৃষ্টাদৃষ্টকারণসমূহ-সন্নিধানস্বভাবমপি সামর্থ্যমতীন্দ্রিয়মেব। তস্মাদেষ কপিত্থাদিজাতীয়োঽর্থঃ সুখসাধনমিতি বহ্নিমৎপর্ব্বতপ্রতীতিবৎ তজ্জাতীয়ত্ব-

* ন্যায়বার্ত্তিকটীকায়াং বাচস্পতিমিশ্রাঃ।

লিঙ্গকমানুমানিকমিদং জ্ঞানং তদিদমনুমানফলমপি সুখসাধনত্বনিশ্চয়াত্মকং জ্ঞানমিন্দ্রিয়বিষয়ে কপিত্থাদাবুপাদেয়জ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষেণ সহ জনয়ৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণং ভবতি। তদেব চ হৃদি ব্যবস্থাপ্য ভাষ্যকৃদ্ বভাষে *। যদা জ্ঞানং বৃত্তিস্তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ † প্রমিতিরিতি।

অনুবাদ

এই বিষয়ে পূজনীয় আচার্য্য সমাধান করেন—তোমরা ভালই প্রতিবাদ করিয়াছ, সত্যই জ্ঞানের ক্রম এইরূপ। (যাহা তোমরা বলিয়াছ) আমরা প্রথম প্রত্যক্ষকে উপাদান-জ্ঞানাদি-কার্য্যে প্রমাণ বলি না; নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছি। অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জনিত প্রথম প্রত্যক্ষটী অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষপ্রভৃতি কারণসমূহরূপসামগ্রীস্বরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কিন্তু ঐ প্রথম প্রত্যক্ষ স্বয়ং প্রমাণ হয় না। কারণ—উহা স্মৃতির জনক। (প্রাচীনগণের মতে স্মৃতি প্রমিতি নহে, সুতরাং স্মৃতিজনক-প্রমাণ হয় না।) কারণ—প্রথম প্রত্যক্ষের পর এইজাতীয় বস্তু সুখের সাধন হয়, এই প্রকার স্মৃতি হয়। সেই প্রথম প্রত্যক্ষের পরবর্ত্তী স্মৃতিটী প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফলভূত না হইলেও প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতে পারে। কারণ—'পরিদৃশ্যমান বস্তুটী পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় কপিত্থাদিজাতীয়' এই প্রকার পরামর্শটী ইন্দ্রিয়-বিশেষের সাহায্যে উৎপন্ন হওয়ায় তাদৃশ প্রত্যক্ষাত্মক পরামর্শের পক্ষে ঐ স্মৃতি ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের সহিত ব্যাপৃত হইতেছে। কিন্তু সেই পরামর্শটী প্রত্যক্ষ-প্রমাণজনিত হইয়া ধূমজ্ঞানের ন্যায় অনুমান-প্রমাণ এই কথা বলা হয়। কারণ—ধূমজ্ঞান হইতে পরোক্ষ বহ্নির জ্ঞান যেরূপ হয়, তদ্রূপ সেই পরামর্শ হইতে সুখসাধন সামর্থ্যের জ্ঞান (অনুমিতি) হয়। যদিও আমাদের মতে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি নাই, তাহা হইলেও স্বরূপ, (মুখ্য কারণের স্বরূপ), সহকারিপ্রভৃতি দৃষ্ট

* ন্যায়ভাষ্যে অ. ১ আ. ১ সূ. ৩।

† আদর্শপুস্তকস্থঃ 'হানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ' ইতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

এবং অদৃষ্ট কারণসমূহের সমবধানস্বরূপ সামর্থ্যও অতীন্দ্রিয় ইহাতে আমাদের মতভেদ নাই। [কেবল দৃষ্টবস্তুর সহযোগিতা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, কিন্তু কতকগুলি দৃষ্ট আর কতকগুলি অদৃষ্ট, এইরূপ বস্তুগুলির সহযোগিতারূপ সামর্থ্য প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না।] সেইজন্য পরিদৃশ্যমান বস্তুটী কপিত্থাদিজাতীয় বলিয়া সুখের সাধন এই জ্ঞানটী পর্ব্বতে বহ্নির জ্ঞানের মত তজ্জাতীয়ত্বলিঙ্গকানুমান-জন্য। সেই এই জ্ঞানটী অনুমানের ফল হইলেও সুখসাধনত্বের নিশ্চয়স্বভাব হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-কপিত্থাদি বস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের সাহায্যে উপাদেয়তাজ্ঞান সম্পাদন করিয়া প্রত্যক্ষ-প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতেছে। এবং তাহাই মনে মনে স্থির করিয়া ভাষ্যকার (বাৎস্যায়ন) বলিয়াছেন যে, যখন জ্ঞান ব্যাপার হইবে, তখন হান, উপাদান এবং উপেক্ষাবিষয়ক বুদ্ধিগুলি প্রমিতি হইবে। ইহাই ভাষ্যকারের উক্তি।

মূল

ব্যাখ্যাতারস্তু ব্রুবতে। নায়মীদৃশো জ্ঞানানাং ক্রমঃ, আত্মমালোচনা-জ্ঞানং সুখসাধনত্বানুস্মৃতিমুপজনয়তীতি সত্যম্। স্মৃত্যা চ তস্য বিনশ্যন্তা-বিনশ্যদবস্থয়োরিন্দ্রিয়বিষয়ে কপিত্থাদৌ সুখসাধনত্বনিশ্চয়মাদধাতি, সুখসাধনত্ব-জ্ঞানমেব চোপাদেয়জ্ঞানমুচ্যতে নান্যৎ। পরামর্শস্তু ন কশ্চিদন্তরালে, ইতি কিমসংবেদ্যমান-জ্ঞানকল্পনা-কল্পনেনেতি। নন্বু পরামর্শজ্ঞানমনুভূয়ত এব ন তু কল্প্যতে, ধূমজ্ঞানানন্তরমবিনাভাবং যত্র ধূমস্তত্রাগ্নি'রিত্যনুস্মৃত্য পরামৃশতি, তথা চায়ম্ * ইতি। অসতি তু পরামর্শে ন লিঙ্গজ্ঞানং লিঙ্গিনি প্রমাণতাং প্রতিপদ্যেত, স্মরণপূর্ব্বকং হি তৎ। ন চ স্মৃতিজনকং প্রমাণমিষ্যতে। স্মরণানন্তরঞ্চ লিঙ্গিপ্রতীতির্ভবন্তী নোপলভ্যানুবাদেন ভবেদয়মগ্নিমান্ ইতি। অপি চ তথা চ কৃতকঃ শব্দ ইতি যদুপনয়নবচন-মবয়বেষু পঠ্যতে, তস্য কিং বাচ্যং ভবিষ্যতি পরামর্শাপলাপবাদিনাম্।

* 'তথা চায়ং ধূম' ইতি পাঠস্তু ন সমীচীনস্তথা প্রতিভাতি মে।

স্ব-প্রতিপত্তিবচ্চ পরা প্রতিপত্তিরবশ্যবৈর্জ্জন্যতে ইতি বক্ষ্যামঃ। তস্মাদ প্রত্যাখ্যেয়ঃ পরামর্শ ইতি। অত্র বদন্তি—

ন তাবদন্তরা কশ্চিৎ পরামর্শোঽনুভূয়তে।
অনুমেয়মিতেঃ পূর্ব্বমূৰ্দ্ধ নিয়ম-স্মৃতেঃ॥ *
অত এবার্থমালোক্য বিনৈব হি দবীয়সা।
বিলম্বেন ব্যবস্যন্তি গ্রহণাদিষু লৌকিকাঃ॥

অনুবাদ

কোন ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যানকর্ত্তা বলেন—তোমরা জ্ঞানের ক্রম যেরূপ বলিয়াছ, তাহা ঈদৃশ নহে। প্রথমদর্শন 'এই জাতীয় বস্তু সুখের সাধন' এইরূপ স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহা সত্য কথা। এবং ঐ স্মরণের পরই সেই প্রথমদর্শনের বিনাশ ঘটে। এবং উহা বিনাশোন্মুখ হইয়া [অর্থাৎ উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে অবস্থিত হইয়া] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কপিথাদি বস্তুর প্রতি সুখসাধনত্বের নিশ্চয় করাইয়া দেয়। এবং ঐ সুখসাধনত্ব-নিশ্চয়কেই উপাদেয়তা-জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। উপাদেয়তা-জ্ঞানটী তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে। কিন্তু প্রথমদর্শন এবং উপাদেয়তা-জ্ঞানের মধ্যে কোন পরামর্শ হয় না, অতএব লোকের অনুভূতির অগোচর অনাবশ্যক কতকগুলি জ্ঞানের কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাই তাঁহার কথা। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, (ঐ স্থলে) পরামর্শ হয়, ইহাতে সকলের অনুভবই সাক্ষী, কিন্তু পরামর্শের কল্পনা করা হয় না। লোক ধূম-প্রত্যক্ষের পর ব্যাপ্তি [যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে বহ্নি আছে এইরূপে] স্মরণ করিয়া পরে এই পর্ব্বতে বহ্নি-ব্যাপ্য ধূম আছে এই বলিয়া পরামর্শ করে। কিন্তু পরামর্শ না হইলে কেবলমাত্র লিঙ্গজ্ঞান সাধ্যানুমিতির পক্ষে প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ—তাহা কেবলমাত্র স্মৃতির জনক হইয়া পড়ে, এবং স্মৃতির জনককে কেহ প্রমাণ বলেন না। দ্বিতীয়তঃ স্মরণের পর [ব্যাপ্তি স্মরণের পর

* আদর্শপুস্তকস্থঃ 'নিয়মে স্মৃতেঃ' ইতি পাঠস্তু ন শোভনঃ।

মধ্যে পরামর্শ স্বীকার না করিয়া] অব্যবহিতভাবে সাধ্যের অনুমিতি স্বীকার করিলে পর্ব্বতে বহ্নি আছে ইত্যাকার ঐ অনুমিতি উপলভ্য অংশে অনুবাদরূপে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। [অর্থাৎ পরামর্শ স্বীকার করিলে তোমাদের মতে অনুমিতি সাধ্যাংশে গৃহীতগ্রাহী হইতে পারে। পরামর্শের অপলাপ করিলে বিশেষ জ্ঞাতব্য সাধ্যরূপ অংশে অনুমিতির গৃহীতগ্রাহিত্বের সমর্থন করিতে পার না।] *

আরও এক কথা। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মধ্যে 'যে যে ভাব-বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা তাহা অনিত্য দেখা যায়; এবং শব্দও সেইরূপ উৎপত্তিশীল' এইপ্রকার উপনয়-বাক্য পঠিত হইয়া থাকে। যাঁহারা পরামর্শ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে সেই উপনয়-বাক্যের প্রতিপাদ্য কি হইবে? [অর্থাৎ পরামৃশ্যমান বিষয় এবং উপনয়-বাক্য-প্রতিপাদ্য বিষয় একই।] আর স্বীয় জ্ঞানের মত পরকীয় জ্ঞান অবয়বগুলির দ্বারা সম্পাদিত হয়—এই কথা পরে বলিব। [অর্থাৎ সকল অবয়বের আবশ্যকতা নাই, এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—নিজের জ্ঞানের ন্যায় পরের জ্ঞান অবয়বগুলির দ্বারা সম্পাদিত হয়। অনুমান-ক্ষেত্রে অবয়ব-বিশেষকে বাদ দিলে অনুমান-কার্য্য সম্পন্ন হয় না।]

সুতরাং পরামর্শের অপলাপ করা চলে না। এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা। এই বিষয়ে (পরামর্শানঙ্গীকার-পক্ষে) অপরে প্রতিবাদ করেন। অনুমিতির পূর্ব্বে এবং ব্যাপ্তি-জ্ঞানের পর মধ্যে কোন পরামর্শ অনুভূত হয় না। অতএব সাধারণ লোক কোন বিষয় দেখিয়া অধিকবিলম্বব্যতিরেকে [অর্থাৎ পরামর্শাদির অনুষ্ঠান-জন্য বিলম্ব না করিয়া] উপাদানাদিকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকে।

* ভট্টের মতে ধর্ম্মবিশিষ্ট (সাধ্যবিশিষ্ট) ধর্ম্মী অনুমেয়। কেবল ধর্ম্মকে অনুমেয় বলিলে তদংশে অনুমান গৃহীতগ্রাহী হইয়া পড়ে। কুমারিল বলিয়াছেন—

"ন ধর্ম্মমাত্রং সিদ্ধত্বাৎ তথা ধর্ম্মী তথোভয়ম্।
স্বতন্ত্রং বাঽপি সমস্তং বা ব্যাপ্তত্বান্নানুমীয়তে ॥"

অনুমান-পরিচ্ছেদে ২৮ কারিকা।

"তস্মাদ্ ধর্ম্মবিশিষ্টস্য ধর্ম্মিণঃ স্যাৎ প্রমেয়তা ॥"

অনুমান-পরিচ্ছেদে ৪৭ কারিকা।

মূল

লিঙ্গজ্ঞানঞ্চ বিনশ্যদবস্থমনুমেয়-প্রতীতৌ ব্যাপ্রিয়মাণং প্রমাণতাং প্রতিপৎস্যতে। তৎকৃতৈবোপলভ্যানুবাদেন লিঙ্গিবুদ্ধির্ভবিষ্যতি। তস্মাৎ কপিত্থাদি-পদার্থদর্শনস্য পরামর্শ-সোপানমনারোহত এবোপাদেয়-জ্ঞানফলতা বক্তুং যুক্তেতি। অপি চ—অনুমেয়বিষয়ে বহ্ন্যাদৌ সুখসাধনত্বা-নুস্মৃতিকৃতমুপাদেয়তাজ্ঞানং তত্র ন সমস্ত্যেব। ততশ্চ তত্রাপি তথা চায়ং জ্বলনজাতীয় ইতি পরামর্শো ভবতাভ্যুপেয় এব। স চ কিংকরণক ইতি নিরূপণীয়ম্। ন তাবদিন্দ্রিয়দ্বারকঃ, পাবকস্য পরোক্ষত্বাৎ। শব্দোপমানে দ্বাশঙ্কিতুমপি তত্র ন যুক্তে। ধূমাখ্যাল্লিঙ্গাদেব স উৎপদ্যতে ইতি চেন্ন, লিঙ্গস্য পরামর্শাবিষয়ীকৃতস্যানুমেয়মিতিজনন-নৈপুণ্যানভ্যুপগমাৎ। ধূমাব-মর্শস্য চ তদানীমতিক্রান্তত্বাৎ। তথা হি প্রথমং লিঙ্গজ্ঞানং ততো ব্যাপ্তি-স্মরণং ততো ধূমপরামর্শস্ততো বহ্নিজ্ঞানং তেন ধূমপরামর্শস্য বিনশ্যত্তা ততোঽগ্নৌ সুখসাধনত্বানুস্মরণং তদা চ ধূমপরামর্শস্য বিনাশ এবেতি, তস্মিন্ বিনষ্টে ন কেবলো ধূমস্তদানীমনল-পরামর্শং জনয়িতুমুৎসহতে। অগ্নৌ সুখসাধনত্বানুস্মরণানন্তরং পুনর্ধূমজ্ঞানমিন্দ্রিয়াদুৎপদ্যত ইতি চেন্নৈবম্; অননুভবাৎ।

অনুবাদ

লিঙ্গজ্ঞান বিনাশোন্মুখ হইয়া [অর্থাৎ স্ববিনাশকালে] অনুমিতি-কার্য্যে ব্যাপার-যোগে প্রমাণ হইবে। তাহার দ্বারা যে সাধ্যা-নুমিতি হয়, তাহা সাধ্যাংশে গৃহীতগ্রাহী হইবে। (আমরা তদ্‌বিষয়ে গৃহীতগ্রাহিতা স্বীকার করি।) সেইজন্য কপিত্থপ্রভৃতি পদার্থের সাক্ষাৎকার পরামর্শের সাহায্য না লইয়াই উপাদেয়তা-জ্ঞান সম্পাদন করে, ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত। (প্রত্যক্ষকালে প্রত্যক্ষ-বিষয়ভূত বস্তুর প্রতি উপাদেয়তা-জ্ঞান-প্রযোজক-সুখসাধনত্বস্মরণ-সহকৃত প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুটী সুখসাধন-কপিত্থাদিজাতীয় এইপ্রকার প্রত্যক্ষাত্মক পরামর্শ বরং সম্ভবপর,

কিন্তু অনুমিতিকালে অনুমেয় বস্তুর পক্ষে তাদৃশ পরামর্শ সম্ভবপর নহে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।)

আরও এক কথা। অনুমিতিকালে অনুমিতি-বিষয়ভূত বস্তুর পক্ষে সুখ সাধনত্ব-স্মরণকৃত উপাদেয়তা জ্ঞান (পরামর্শবাদী) তোমার মতে সম্ভবপর হয় না. এবং সেইজন্য সেই বিষয়েও পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুটী যেরূপ জ্বলনজাতীয়, এই অনুমিতির বিষয়ভূত বস্তুটীও তদ্রূপ জ্বলনজাতীয় এই প্রকার পরামর্শ স্বীকার তোমার করিতেই হইবে। এবং সেই পরামর্শের পক্ষে কি করণ তাহার নির্দ্ধারণ আবশ্যক। ঐ পরামর্শটীর পক্ষে ইন্দ্রিয় করণ ইহা হইতে পারে না, কারণ—তৎকালে বহ্নি পরোক্ষ। শব্দ এবং উপমানরূপ করণের আশঙ্কাও যুক্তিযুক্ত নহে।

যদি বল যে, পরোক্ষ বস্তুর পক্ষে উপাদেয়তা-জ্ঞানের কারণভূত সেই পরামর্শটী ধূমরূপ লিঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে. [অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ-জন্য] তাহাও বলিতে পার না। কারণ—যে লিঙ্গ পরামর্শের বিষয় হয় নাই. সেইরূপ লিঙ্গের অনুমেয়-বিষয়ের অনুমিতি-কার্য্য-সম্পাদনের পক্ষে নৈপুণ্য স্বীকার করাও হয় না। (বহ্নির অনুমিতির জন্য যে পরামর্শ পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল, উপাদেয়তা-জ্ঞানের প্রাক্‌কালে ধূম সেই পরামর্শের বিষয় হইয়াও তথাবিধ অনুমিতিস্বরূপ 'অয়ং জ্বলন-জাতীয়ঃ' এইপ্রকার অপর পরামর্শ উৎপন্ন করিতে পারে না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন) আর ধূমপরামর্শ (প্রাক্‌কালীন) সেই সময়ে (উপাদেয়তা-জ্ঞানের প্রাক্‌কালে) বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাই বিশদ করিয়া বলিতেছি, শুন। প্রথমে লিঙ্গ-জ্ঞান হয়, তাহার পর ব্যাপ্তিস্মরণ, তাহার পর ধূমপরামর্শ, তাহার পর বহ্নির অনুমিতি হয়। সেই অনুমিতির দ্বারা [অর্থাৎ সেই অনুমিতির পরক্ষণেই] ধূমপরামর্শের বিনাশ হয়। তাহার পর (পূর্ব্বদৃষ্ট) বহ্নির প্রতি সুখ-সাধনত্বের স্মরণ হয়, এবং তৎকালে ধূমপরামর্শ বিনষ্ট হইয়াছে. ইহা বলিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। সেই পরামর্শ বিনষ্ট হইলে কেবল ধূম [অর্থাৎ অজ্ঞায়মান ধূম] অনল-বিষয়ক পরামর্শ (অনুমিতি-বিষয়ভূত 'এই বহ্নি সুখসাধন' দৃষ্টপূর্ব্ব-বহ্নিজাতীয় এইপ্রকার পরামর্শ)

সম্পাদন করিতে পারে না। যদি বল যে, সুখসাধনত্বের স্মরণের অনন্তর ইন্দ্রিয় হইতে পুনরায় ধূম-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়—এই কথাও বলিতে পার না, কারণ—পুনরায় ধূমপ্রত্যক্ষ অনুভববিরুদ্ধ।

মূল

ভবতু বা ধূমজ্ঞানং তথাপি ধূমজ্ঞানানন্তরং পুনর্ব্যাপ্তিস্মৃতিঃ, পুন-ধূমপরামর্শশ্চাবশ্যং ভবেদ্ ইত্যত্রান্তরে হুতভুজি সুখসাধনত্বানুস্মৃতিরতিক্রান্তেতি তৎসহায়-পরামর্শজ্ঞানজন্য-সুখসাধনত্বনিশ্চয়োৎপাদো ন স্যাৎ। সুখসাধনত্বানুস্মরণেন হি বিনশ্যদবস্থেন জন্যমানঃ প্রত্যক্ষবিষয়েঽসৌ দৃষ্ট ইতি। অথ মন্যসে ন তদানীং পুনর্ধূমজ্ঞানং ব্যাপ্তিস্মরণ-তৎপরামর্শোৎ-পাদাদিজ্ঞানশৃঙ্খলাভ্যুপেয়তে, কিন্তু প্রাক্তন এব ধূমপরামর্শঃ কৃশানৌ সুখসাধনত্বানুস্মরণানন্তরং স্মরিষ্যতে, তেন স্মৃতিবিষয়বর্ত্তিনা সতা তথা চায়মগ্নিজাতীয় ইতি জ্বলনপরামর্শো জনয়িষ্যতে ইতি, এতদপ্যযুক্তম্। অগ্নিজ্ঞানানন্তরং যুগপৎস্মরণদ্বয়প্রসঙ্গাৎ। তদৈব সুখসাধনতানুস্মৃতিঃ তদৈব ধূমপরামর্শস্মৃতিরিতি। ন হি ক্রমোৎপাদে কিঞ্চিৎ কারণমস্তি জ্ঞানযৌগপদ্যঞ্চ শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধম্। ভবতু বা ক্রমোৎপাদঃ, তথাপি স্মরণদ্বয়-সমনন্তরমুপজায়মানঃ পাবকপরামর্শো নোপলম্ভানুবাদেন জায়তে, ক্রমপক্ষেঽপি চ বহ্নিজ্ঞানানন্তরং তদ্গত-সুখসাধনত্বানুস্মরণমেব পূর্ব্বং ভবেৎ ততো ধূমপরামর্শস্মরণম্, তেন তস্য বিনশ্যত্তা, ততোঽগ্নৌ তজ্জাতীয়ত্ব পরামর্শস্তেন সুখসাধনত্বস্মৃতের্বিনাশ এবেতি পুনরপি সা বিনষ্টা সতী সুখসাধনত্বানুস্মৃতি[*]নিশ্চয়জন্মনি ন ব্যাপ্রিয়েতেতি। ন চ ধূমলিঙ্গানুমিত-বহ্নিজ্ঞানানন্তরং ধূম[†]-পরামর্শস্মরণমুচিতম্, অনলমুপলভ্য হি তদ্গত সুখ-সাধনত্বমনুস্মরতি লোকো ন ধূম[‡]পরামর্শমিতি।

তেনানুমানবিষয়ে পরামর্শোঽতিদুর্ঘটঃ।
প্রত্যক্ষবিষয়েঽপ্যেবং কিমনেন শিখণ্ডিনা।

* 'সুখসাধনত্বানুস্মৃতেঃ' ইত্যাদর্শপুস্তকস্থপাঠস্তু ন সঙ্গচ্ছতে।
† 'ধূমস্মরণম্' ইত্যাদর্শপুস্তক-পাঠো ন শোভনঃ।
‡ 'ধূমমিতি' ইত্যাদর্শপুস্তক-পাঠো ন শোভনঃ।

অনুবাদ

অথবা, ধূমের প্রত্যক্ষ হোক, তাহা হইলেও ধূম-প্রত্যক্ষের পর পুনরায় ব্যাপ্তিস্মরণ, এবং পুনরায় ধূমের পরামর্শ অবশ্যই হওয়া উচিত। ইহার মধ্যে (দৃষ্টপূর্ব্ব-বহ্নির প্রতি সুখসাধনত্বের স্মৃতি অতিক্রান্ত হইয়া গেল। অতএব সুখসাধনত্বের স্মৃতি-সহকৃত পরামর্শ হইতে সুখসাধনত্বের নিশ্চয় [অর্থাৎ উপাদেয়ত্বজ্ঞান] উৎপন্ন হইতে পারে না। [অর্থাৎ অনুমেয়স্থলে সুখসাধনত্বস্মৃতির সহিত পরামর্শের সহযোগিতা দুর্ঘট বলিয়া তাদৃশস্থলে উপাদেয়ত্ব-নিশ্চয় অসম্ভব।] কারণ—প্রত্যক্ষ-বিষয়বস্তুর পক্ষে সুখসাধনত্বের বিনাশোন্মুখ স্মরণের দ্বারা [অর্থাৎ ঐপ্রকার স্মৃতির নাশক্ষণে] ঐপ্রকার নিশ্চয় উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-বিষয়স্থলে সুখসাধনত্বস্মৃতি এবং এই বস্তুটী কপিত্থাদি-জাতীয় এইপ্রকার পরামর্শের সহযোগিতা ঘটে, কারণ—তথাকথিত স্মৃতির পরই ঐপ্রকার পরামর্শ হইয়া থাকে। তাহার পর উক্ত স্মৃতির বিনাশ এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুর প্রতি সুখসাধনত্ব-নিশ্চয়রূপ উপাদেয়তা-জ্ঞান হয়। *] যদি মনে কর যে, সেই সময়ে পুনরায় ধূমজ্ঞান-ব্যাপ্তিস্মরণ এবং ধূমপরামর্শের উৎপাদ-নিবন্ধন জ্ঞানধারা স্বীকার করি না, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ধূমপরামর্শেরই বহ্নিগত সুখসাধনত্বের স্মরণের পর স্মরণ হইবে; সেই ধূমপরামর্শের স্মরণের দ্বারাই অনুমানের বিষয়ভূত বহ্নির প্রতি এই বহ্নিটী (দৃষ্টপূর্ব্ব-সুখসাধন-বহ্নির ন্যায়) বহ্নিজাতীয় এইপ্রকার পরামর্শ (পৃথক্-পরামর্শ) উৎপাদিত হইবে—ইহা আমরা বলি। ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ—বহ্নিবিষয়ক অনুমানের পর স্মরণদ্বয়ের উৎপত্তির আপত্তি হয়। (স্মরণদ্বয়ের উৎপত্তির আপত্তি কেন হয়? তাহা বলিতেছেন) সেই সময়েই সুখসাধনতার স্মৃতি, সেই সময়েই

* ন্যায়কারের মতে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুর পক্ষে 'অয়ং কপিত্থ-জাতীয়ঃ' এইপ্রকার পরামর্শ (প্রত্যক্ষাত্মক) উপাদান-বুদ্ধি। উপাদান-স্বরূপবুদ্ধিঃ উপাদান-বুদ্ধি, 'উপাদীয়তে অনেন' এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি লইয়া অর্থবোধ বিধেয়। তাহাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ফল। এবং ইহার প্রতিই উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু সুখসাধনত্ব-নিশ্চয়টী অনুমিতিস্বরূপ। অন্ততঃ আলোচনা-দৃষ্টে ইহাই আমার মনে হয়।

ধূমপরামর্শের স্মৃতি হয়। [অর্থাৎ একই সময়ে তথাকথিত স্মরণদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়া পড়ে।] কারণ—ক্রমিকভাবে স্মরণদ্বয়ের উৎপত্তির পক্ষে কারণ নাই, অথচ জ্ঞানদ্বয়ের এককালে উৎপত্তি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। অথবা ক্রমিকভাবে স্মরণদ্বয়ের উৎপত্তি হোক। তাহা হইলেও পূর্ব্বাপর স্মরণদ্বয়ের উৎপত্তির অব্যবহিত পরে উৎপদ্যমান বহ্নি-পরামর্শটী উপলভ্য-অংশে অনুবাদরূপে পরিণত হইতে পারে না, (কারণ—এই বহ্নিটী পূর্ব্বে অজ্ঞাত) এবং ক্রমিকতা-পক্ষেও বহ্নি-বিষয়ক অনুমানের অনন্তর বহ্নিগত সুখসাধনত্বের স্মরণই পূর্ব্বে হয়। তাহার পর ধূমপরামর্শের স্মরণ হইতে পারে, সেই ধূমপরামর্শ-স্মরণের দ্বারা সুখসাধনত্বস্মৃতির বিনাশ হইবে। সেই ধূমপরামর্শের স্মরণের পর বহ্নিতে তজ্জাতীয়তার পরামর্শ হয়। সুতরাং তজ্জাতীয়তার পরামর্শ যখন হইল, তখন সেই সুখসাধনতার স্মৃতিটী নষ্ট হইল, এইকথা অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব সেই সুখসাধনতার স্মৃতিটী বিনষ্ট হইয়া কেমন করিয়া উপাদেয়ত্ব-নিশ্চয়ের উৎপাদনের পক্ষে ব্যাপৃত হইতে পারে? [অর্থাৎ পরামর্শের সহিত সুখসাধনতাস্মৃতির সহযোগিতা পূর্ব্ববৎ অসম্ভবই থাকিল।] ইহাই আমাদের কথা। এবং ধূমরূপ লিঙ্গের দ্বারা বহ্নিকে অনুমান করিবার পর ধূমপরামর্শের স্মরণ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ—লোকের ইহাই স্বভাব যে, বহ্নিকে উপলব্ধি করিয়া তদ্‌গতসুখসাধনত্বের স্মরণ করে, ধূম-পরামর্শের স্মরণ করে না। সেইজন্য অনুমান-বিষয়ভূত বস্তুর প্রতি পরামর্শ (তজ্জাতীয়তার পরামর্শ) সম্ভবপর নহে। প্রত্যক্ষবিষয়ভূত বস্তুর পক্ষেও এইরূপ। অতএব অনাবশ্যক এই বস্তুটীর [অর্থাৎ তজ্জাতীয়তা-পরামর্শের] স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

মূল

যৎ পুনরুপনয়বচনমভিধেয়রহিতমপ্রয়োজকং প্রসজ্যতে ইতি পরিচোদিতং তদবয়বপ্রসঙ্গ এব নিরূপয়িষ্যামঃ। তস্মাদন্তরাবর্ত্তিনঃ পরামর্শজ্ঞানস্যাভাবাদাদ্যমালোচনাজ্ঞানমেব হেয়াদিজ্ঞানফলং যথোক্তরীত্যা ভবিষ্যতীতি।

নন্বু চ প্রত্যক্ষফলমিহ মীমাংস্যং বর্ত্ততে, স চায়ং সুখসাধনত্বনিশ্চয়ঃ তজ্জাতীয়ত্বাল্লিঙ্গাদুদগম্যমান আনুমানিক ইতি ন প্রত্যক্ষফলতামবলম্বতে। সত্যমেতৎ। কিন্তু সম্বন্ধগ্রহণ-সময়ে সুখসাধনত্বনিশ্চয়ঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানতোহপি সমস্তি, যতোঽনুমানং প্রবর্ত্ততে মহানসাদৌ ধূমাগ্নিদর্শনবৎ। অতঃ সম্বন্ধগ্রহণকালভাবিনং সুখসাধনত্বনিশ্চয়ং চেতসি নিধায় ভাষ্যকারস্তৎ ফলং প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বর্ণিতবানিতি।

অনুবাদ

পরামর্শস্বীকার না করিলে উপনয়বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় না থাকায় (অভিধেয় অর্থ না থাকায়) তাহার প্রয়োগ অসঙ্গত হইয়া পড়ে—এই কথাটি পূর্ব্বপক্ষরূপে যে উত্থাপন করিয়াছ, তাহা অবয়বের আলোচনার অবসরেই মীমাংসিত হইবে। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, মধ্যে পরামর্শ-নামে খ্যাত জ্ঞানের অভাববশতঃ প্রথম প্রত্যক্ষ হইতেই হেয়াদি-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। [এই পর্য্যন্ত পরামর্শানঙ্গীকারবাদীর মত।] আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, এইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের কি ফল, তাহা বিচার্য্য হইতেছে, এবং সেই সুখসাধনত্বনিশ্চয় (যাহা তোমাদের মতে প্রত্যক্ষফল) তজ্জাতীয়ত্বরূপ লিঙ্গ হইতে উৎপদ্যমান বলিয়া অনুমানের ফল। সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষের ফল হইতে পারে না। (উত্তর) হাঁ, ঠিক কথা বটে, কিন্তু সুখসাধনত্বনিশ্চয় যেরূপ অনুমানের ফল, সেরূপ প্রত্যক্ষের ফলও আছে, ব্যাপ্তিগ্রহণকালীন [অর্থাৎ তজ্জাতীয়ত্বরূপ লিঙ্গে সুখসাধনত্বের ব্যাপ্তিগ্রহণকালীন] যে সুখসাধনত্বনিশ্চয়, তাহা প্রত্যক্ষজনিত। যেরূপ বহ্নি-ধূমের ব্যাপ্তিগ্রহণকালে মহানস-প্রভৃতি স্থানে বহ্নি-ধূমের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব ব্যাপ্তিগ্রহণ-কালীন সুখসাধনত্বের নিশ্চয় মনে মনে স্থির করিয়া ভাষ্যকার (বাৎস্যায়ন) তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা।

মূল

নন্থ সম্বন্ধগ্রহণকালেঽপি সুখসাধনত্বশক্তেরতীন্দ্রিয়ত্বাৎ কথং প্রত্যক্ষগম্যতা ? তজ্জাতীয়ত্বাল্লিঙ্গাদেব তদাঽপি তদ্‌গ্রহণে ইষ্যমাণে ততঃ পুনঃ সম্বন্ধগ্রহণাদনবস্থা। সুখাদেব কার্য্যাৎ তদা তদবগম ইতি চেৎ, তদাপি নাজ্ঞাতসম্বন্ধমবগতি-জননসমর্থমিতি তৎসম্বন্ধগ্রহণবেলায়ামপি শক্তিগ্রহণে প্রত্যক্ষস্যাক্ষমত্বাদনুমানান্তরাপেক্ষায়ামনবস্থা তদবস্থা।

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্যাপ্তিগ্রহণকালেও সুখসম্পাদনশক্তি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণবোধ্য হয় কিরূপে ? [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা তাহার বোধ হয় কিরূপে ? তজ্জাতীয়ত্বরূপ লিঙ্গ হইতেই সেই সময়েও (ব্যাপ্তিগ্রহণসময়েও) সুখসাধনত্বের নিশ্চয় হয় ইহা ইচ্ছা করিলে সেই অনুমান হইতে পুনরায় ব্যাপ্তিগ্রহণ হওয়ায় অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে। যদি বল যে, ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সুখরূপ কার্য্য হইতেই সুখসাধনত্বের নিশ্চয় হয়, তাহা হইলেও ব্যাপ্তি যাহাতে গৃহীত হয় নাই, এইরূপ বস্তু সুখসাধনত্বের নিশ্চয়-সম্পাদনে সমর্থ নহে, অতএব সেই ব্যাপ্তির গ্রহণসময়েও শক্তিগ্রহণ-কার্য্যে (সুখসম্পাদকত্বরূপ সুখসাধনত্বের গ্রহণ-কার্য্যে) প্রত্যক্ষপ্রমাণের সামর্থ্য না থাকায় অন্য অনুমানের অপেক্ষা হইলে অনবস্থা-দোষ পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া গেল। (সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রহণকালীন সুখসাধনত্বনিশ্চয়টী অনুমানের ফল নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফল।)

মূল

উচ্যতে—

ন খল্বতীন্দ্রিয়া শক্তিরস্মাভিরুপগম্যতে।
যয়া সহ ন কার্য্যস্য সম্বন্ধজ্ঞানসম্ভবঃ ॥

স্বরূপসহকারিসন্নিধানমেব শক্তিঃ, সা চ সুগমৈব ননু সহকারিণাং মধ্যেঽদৃষ্টমপ্যনুপ্রবিষ্টম্ ন চ তৎ প্রত্যক্ষগম্যম্, অতীন্দ্রিয়ত্বাদ্ ধর্ম্মস্যেতি, সাপি ন সুগমা শক্তিঃ। নৈতৎ। ন ধর্ম্মাদি শক্তিত্বাদতীন্দ্রিয়ম্ অপি তু তন্নৈসর্গিকমেব, জগদ্বৈচিত্র্যেণ চ তদনুমানং বক্ষ্যামঃ। তদেবং তদিতর-সহকারিস্বরূপ-সন্নিধানাত্মিকায়াঃ শক্তেঃ প্রত্যক্ষগ্রাহ্যত্ব-সম্ভবাদুপপন্নং তজ্জাতীয়ত্বলিঙ্গস্য সম্বন্ধগ্রহণম্। ননু কপিত্থাদি-কার্য্যস্য সুখস্যেদানীং ন চক্ষুর্গ্রাহ্যত্বমিতি সম্বন্ধিগ্রহণাভাবাৎ কথং চাক্ষুষপ্রত্যয়গম্যঃ সম্বন্ধঃ? ন চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষগম্যঃ সম্বন্ধঃ, কিন্তু মানস-প্রত্যক্ষগম্যঃ।

> সুখাদি মনসা বুদ্ধা কপিত্থাদি চ চক্ষুষা।
> তস্য কারণতা তত্র মনসৈবাবগম্যতে॥

ননু চ মনসা কপিত্থাদেঃ সুখসাধনত্বগ্রহণাভ্যুপগমে বাহ্যবিষয়প্রমিতিষু মন এব নিরঙ্কুশং করণমিদানীং সংবৃত্তমিতি কৃতং চক্ষুরাদিভিঃ। অতশ্চ ন কশ্চিদন্ধো বধিরো বা স্যাৎ। নৈষ দোষঃ। প্রথমপ্রবৃত্ত-সমনস্ক-বাহ্যেন্দ্রিয়জনিত-বিজ্ঞানবিষয়ীকৃতবপুষো বাহ্যস্য বস্তুনো মনোগ্রাহ্যত্বাভ্যুপ-গমাৎ। তস্যৈব নিয়ামকত্বান্নাশৃঙ্খলমন্তঃকরণং বাহ্যবিষয়ে প্রবর্ত্ততে।

অনুবাদ

আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলিতেছি। আমরা অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্বতন্ত্রশক্তি মানি না, যাহার সহিত কার্য্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভবপর হয়। কারণের স্বরূপ এবং সহকারী কারণগুলির একত্রাবস্থান ইহারই স্বরূপ-শক্তি। [অর্থাৎ ন্যায়মতে বিশেষতঃ তাৎপর্য্য-টীকাকারের মতে শক্তি দ্বিবিধ। একটী কারণেরই স্বরূপ, এবং দ্বিতীয়টী সহকারী কারণগুলির একত্র অবস্থান। এবং উক্ত দ্বিবিধ শক্তিরই প্রত্যক্ষ অনিবার্য্য। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, সহকারী কারণগুলির মধ্যে অদৃষ্টও প্রবিষ্ট আছে, এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ অদৃষ্ট অতীন্দ্রিয়, অতএব সেই শক্তিরও প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথা বলিতে পার না। অদৃষ্ট শক্তি বলিয়া অতীন্দ্রিয় নহে, তাহা স্বভাবতঃ

অতীন্দ্রিয়, এবং জগতের বৈচিত্র্যের দ্বারা অদৃষ্টের অনুমানের কথা পরে বলিব। সেইজন্য এইপ্রকারে (বক্ষ্যমাণ প্রকারে) অদৃষ্টভিন্ন অপর সহকারী কারণগুলির স্বরূপ-শক্তি এবং একত্রাবস্থানরূপ-শক্তির প্রত্যক্ষ সম্ভবপর বলিয়া তজ্জাতীয়তারূপ লিঙ্গের পক্ষে (সুখসাধনত্বের) ব্যাপ্তি-গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হয়।

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কপিত্থাদির কার্য্যভূত সুখের এখন (ব্যাপ্তি-গ্রহণকালে) চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ হইতে পারে না বলিয়া সম্বন্ধীর গ্রহণ না হওয়ায় [অর্থাৎ সম্বন্ধী দুইটী—একটী সুখসাধনত্ব, অপরটী তজ্জাতীয়ত্ব, এই দুইটীর মধ্যে সুখের চাক্ষুষ না হওয়ায় অন্যতর সম্বন্ধী সুখসাধনত্বের চাক্ষুষ হইল না। সুতরাং] ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধটী কেমন করিয়া চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে ?—এইকথা বলিতে পার না। কারণ—সুখকারণত্বের সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, কিন্তু মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। (রসাদির আস্বাদন-জন্য) সুখাদির প্রত্যক্ষ মনের দ্বারা করিয়া এবং কপিত্থ-প্রভৃতিকে চোখের দ্বারা দেখিয়া সেই কপিত্থপ্রভৃতি যে সুখাদির কারণ, তাহাও মনের দ্বারাই জ্ঞাত হইয়া থাকে।

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কপিত্থ-প্রভৃতিগত সুখ-কারণতার মানস-প্রত্যক্ষ হয় ইহা স্বীকার করিলে বাহ্যবিষয়মাত্রের বিভিন্ন প্রমিতির পক্ষে একমাত্র মনই নির্ব্বাধকরণ এখন হইতে পারে, সুতরাং চক্ষুঃপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় মানিবার প্রয়োজন কি ? এবং এইজন্য (সকল বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য মনের দ্বারা সম্পাদ্য হইতে পারে বলিয়া) কোন লোকেরই অন্ধ বা বধির হইবার সম্ভাবনা নাই। (উত্তর) এই কথা বলিতে পার না। কারণ—(সকল বহিরিন্দ্রিয়ের অধিনায়ক) মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া বহিরিন্দ্রিয় যখন স্বীয় কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত বাহ্য বস্তু মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। সেই বাহ্য-বস্তুই মনকে একাগ্র করে বলিয়া মন অসংযতভাবে বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। [অর্থাৎ মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও নিজ-স্থৈর্য্যসাধক বহিরিন্দ্রিয়-দ্বারা

বাহ্যবিষয়-বিশেষে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং এক মনের দ্বারা সকল বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য স্বীকার করিলে মন যখন-তখন সকল কার্য করিতে পারে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে।]

মূল

নন্বু চ সম্বন্ধগ্রহণকালে যদি মানসেন প্রত্যক্ষেণ সুখসাধনত্বাবধারণং তর্হি তৎকাল ইব ব্যবহারকালেঽপি মানস-প্রত্যক্ষ এব সুখসাধনত্ব-নিশ্চয়োঽস্তু, কিং তজ্জাতীয়ত্বলিঙ্গাপেক্ষণেনেতি। নৈবম্। শব্দলিঙ্গে-ন্দ্রিয়াদ্যপরতৌ কেবলমন্তঃকরণং করণং কল্প্যতে, পরিদৃশ্যমানায়াঃ প্রতীতে-রপহ্নোতুমশক্যত্বাৎ। লিঙ্গাদ্যুপায়ান্তরসম্ভবে তু যদি মন এব কেবলং কারণমুচ্যতে, তন্মানসমেবৈকং প্রমাণং স্যান্ন চত্বারি প্রমাণানি ভবেয়ু-রিত্যলং প্রসঙ্গেন।

তস্মাৎ সম্বন্ধ-গ্রহণকালে যৎ তৎ কপিত্থাদিবিষয়মক্ষজং জ্ঞানং তদুপা-দেয়াদিজ্ঞানফলমিতি ভাষ্যকৃতঃ চেতসি স্থিতম্। সুখসাধনত্ব-জ্ঞান-মেবোপাদেয়াদি-জ্ঞানমিত্যুক্তম। আহ—কিমর্থময়মীদৃশঃ ক্লেশ আশ্রীয়তে? প্রমাণাদভিন্নমেব ফলমস্তু, তদেব চক্ষুরাদিজনিতং কপিত্থাদিপদার্থ-দর্শনং বিষয়প্রকাশেন ব্যাপ্রিয়মাণমিবাভাতীতি করণমুচ্যতাম্। তদেব বিষয়া-নুভবস্বভাবত্বাৎ ফলমিতি কথ্যতাম্। ইত্থঞ্চ প্রমাণফলে ন ভিন্নাধিকরণে ভবিষ্যতঃ।

অন্যত্র প্রমাণমন্যত্র ফলমিতি। তদুক্তম্। সব্যাপারপ্রতীতত্বাৎ প্রমাণং ফলমেব সদিতি।* তদিদমনুপপন্নম্। প্রমাণস্য স্বরূপহানি-প্রসঙ্গাৎ।

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আবার জিজ্ঞাস্য এই যে—যদি মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা সুখসাধনত্বের নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে যেরূপ

* প্রমাণত্বোপচারস্তু নির্ব্যাপারে ন বিদ্যতে। এষ তু উদ্ধৃতশ্লোকস্যার্দ্ধাংশঃ। দিঙ্নাগপ্রবর্ত্তিত-প্রমাণসমুচ্চয়গ্রন্থে উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। ৯ কারিকা। সব্যাপারপ্রতীতত্বাদিত্যেব পাঠঃ প্রমাণসমুচ্চয়-গ্রন্থে বর্ত্ততে।

ব্যাপ্তি-গ্রহণের সময়ে সুখসাধনত্বের নিশ্চয়টা মানস-প্রত্যক্ষ-স্বরূপ হয়, তদ্রূপ ব্যবহার-কালেও (সুখসাধন বলিয়া ব্যবহার করিবার সময়েও) সুখ-সাধনত্বের নিশ্চয় মানস প্রত্যক্ষস্বরূপ হোক। তজ্জাতীয়স্বরূপ লিঙ্গের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি ? এই পর্য্যন্ত আমাদের জিজ্ঞাসা। (উত্তর) এই কথা বলিও না। কারণ—শব্দ, লিঙ্গ এবং বহিরিন্দ্রিয় প্রভৃতি করণ যখন নির্ব্যাপার তখন কেবল মনকে করণ বলা হইয়া থাকে। যে প্রতীতির যেভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে [অর্থাৎ বাহ্য-প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলিয়া, অনুমানকে অনুমান বলিয়া এবং শাব্দবোধকে শাব্দবোধ বলিয়া যে প্রতীতি হয়] তাহার অপলাপ করা যায় না। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা বা অনুমানকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না।] কিন্তু লিঙ্গ প্রভৃতি [অর্থাৎ অনুমান প্রভৃতি অন্য প্রমাণের] সম্ভাবনা থাকিলে যদি একমাত্র মনকে কারণ বলা হয় তাহা হইলে একমাত্র মানস-প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিতে হয়। চতুর্ব্বিধ প্রমাণ সম্ভবপর হয় না। অতএব অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। সেইজন্য ব্যাপ্তিগ্রহণের সময়ে সেই কপিত্থ প্রভৃতিকে বিষয় করিয়া ইন্দ্রিয়-জন্য যে জ্ঞান হয়, তাহার ফল উপাদেয়াদিজ্ঞান ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মনে উদিত হইয়াছিল। সুখসাধনত্বজ্ঞানই উপাদেয়াদিজ্ঞান এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেহ বলিয়াছেন, কিজন্য এই ক্লেশস্বীকার করিতেছ ? প্রমাণ এবং তাহার ফল একই হোক, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জনিত সেই কপিত্থাদির প্রত্যক্ষই যেন বিষয়প্রকাশ-দ্বারা ব্যাপারবান্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অতএব তাহাকে (কপিত্থাদির প্রত্যক্ষকে) প্রমাণ বলে। তাহাই বিষয়ের অনুভূতিস্বরূপ বলিয়া ফলের স্বরূপ ইহাও বলে। এবং ইহা হইলে প্রমাণ ও ফলের অধিকরণ অন্যত্র প্রমাণ এবং অন্যত্র ফল এইরূপে ভিন্ন হইবে না। সেই কথা বৌদ্ধদার্শনিক দিঙ্নাগাচার্য্য বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি-ব্যাপারের সহিত (বিষয়-প্রকাশরূপ ব্যাপারের সহিত) প্রতীত হওয়ায় প্রমাণ হইয়া থাকে, এবং তাহা সত্য ফলের স্বরূপই। এই পর্য্যন্ত দিঙ্নাগের কথা। (উত্তর) সেই কথাটী যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ—প্রমাণের স্বরূপহানির আপত্তি হয়। (প্রমাণের স্বরূপ কি তাহা পরে বলিতেছেন।)

মূল

করণং হি প্রমাণমুচ্যতে প্রমীয়তে চানেনেতি। ন চ ক্রিয়ৈব কচিৎ করণং হি ভবতি, ক্রিয়ায়াং সাধ্যায়াং কারকং কিমপি করণমুচ্যতে। তত্র যথা দাত্রেণ চৈত্রঃ শালিস্তম্বং লুনাতীতি কর্ত্তৃকর্ম্মকরণানি ক্রিয়াতো ভিন্নান্যুপলভ্যন্তে, তথেহাপি চক্ষুষা ঘটং পশ্যতীতি দর্শনক্রিয়াতঃ পৃথগ্‌ভাব এব তেষাং যুক্তো ন দর্শনং করণমেবেতি। প্রমা প্রমাণমিতি তু ফলে প্রমাণশব্দস্য সাধুত্বাখ্যানমাত্রং কৃতিঃ করণমিতিবৎ। যত্তু ন ভিন্নাধিকরণে প্রমাণফলে ইত্থং ভবিষ্যত ইতি সেয়মপূর্ব্ববাচোযুক্তিঃ, কিমত্রাধিকরণং বিবক্ষিতম্? যদি তাবদ্বিষয়স্তদন্যোবৈকবিষয়ত্বম্। যদ্বিষয়ং হি দর্শনং স এব চক্ষুরাদেঃ করণস্য বিষয়ঃ আশ্রয়োঽধিকরণমিতি বৌদ্ধগৃহে তাবদবাচকো গ্রন্থঃ। ক্ষণিকত্বেন সর্ব্বকার্য্যাণাং নিরাধারত্বাৎ। অস্মৎপক্ষে তু ভিন্নাশ্রয়য়োরপি ফলকরণভাবঃ পাককাষ্ঠয়োর্দৃষ্টঃ, তথা চক্ষুর্জ্ঞানয়োরপি ভবিষ্যতীতি।

অনুবাদ

করণ—ইহার দ্বারা প্রমিত হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে করণবাচ্যে প্রমাণ-শব্দটী নিষ্পন্ন হওয়ায় তাহা করণবাচ্য ইহা বলা হইয়া থাকে। কোন স্থলে ক্রিয়াই করণ হয় না। সম্পাদনীয় ক্রিয়ার পক্ষে কোন বস্তুকে করণকারক বলা হইয়া থাকে। সেইপক্ষে যেরূপ কাটারির দ্বারা চৈত্র শালিগুচ্ছ ছেদন করে বলিয়া কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং করণ ক্রিয়া হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই স্থলেও চক্ষুর দ্বারা ঘট দেখে বলিয়া দর্শন-ক্রিয়া হইতে তাহাদের পার্থক্যই যুক্তিযুক্ত। দর্শনটী করণই হইতে পারে না। [অর্থাৎ যখন দর্শন সম্পাদ্য ক্রিয়া বলিয়া ব্যবহৃত, তখন তাহা ক্রিয়া এবং করণ এই উভয় রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।] কিন্তু (ফলভূত) প্রমারূপ অর্থে প্রমাণ-শব্দের ব্যবহারটী দোষাবহ নহে; যেরূপ কৃতিরূপ অর্থে করণ-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। [অর্থাৎ প্রমারূপ অর্থে প্রমাণ-শব্দের প্রয়োগ ভাববাচ্যে 'অনট্'-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃতিরূপ অর্থে করণ-শব্দের

প্রয়োগও ভাববাচ্যে 'ক্তিন্'-প্রত্যয়যোগে করণ-শব্দটী নিষ্পন্ন যেরূপ দেখা যায়] "এইরূপ করিলে [অর্থাৎ একই জ্ঞানকে প্রমাণ এবং প্রমিতি বলিলে] প্রমাণ এবং ফলের অধিকরণ ভিন্ন হইবে না।"— এই যুক্তি যে দেখাইয়াছ, সেই যুক্তিটী প্রমাণবিরুদ্ধ এইস্থলে অধিকরণ-শব্দের কীদৃশ অর্থ তোমাদের অভিমত ? যদি অধিকরণ-শব্দের অর্থ বিষয় হয়, তাহা হইলে (প্রমাণ এবং ফল ভিন্ন হইলেও) তাহাদের একবিষয়ত্ব আছেই, অর্থাৎ তাহাদের বিষয় এক হইতেছে, তৎপক্ষে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না।] কারণ—প্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, চক্ষুঃ-প্রভৃতি-প্রমাণেরও তাহা বিষয়। যদি বল যে, অধিকরণ শব্দের অর্থ বিষয় নহে, অধিকরণশব্দের অর্থ আশ্রয়। তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, বৌদ্ধদিগের মতে গ্রন্থের ব্যাখ্যা ঐরূপ হইতে পারে না। কারণ— সকল কার্য্য ক্ষণিক বলিয়া তাহাদের আশ্রয় থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের মতে পাক এবং কাষ্ঠ এই উভয়ের আশ্রয় ভিন্ন হইলেও তাহারা (যথাক্রমে) ফল এবং করণ হয়, ইহা দেখা গিয়াছে। তদ্রূপ চক্ষু এবং জ্ঞানের পক্ষেও হইবে। এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা। [অর্থাৎ চক্ষু এবং তাহার ফল-জ্ঞান উভয়ে বিভিন্ন আশ্রয়ে থাকিলেও তাহাদের মধ্যে চক্ষু প্রমাণ এবং জ্ঞান তাহার ফল হইয়া থাকে]

মূল

ক্বচিত্ত ভিন্নয়োরপি জ্ঞানয়োঃ ফলকরণত্বেন স্থিতয়োর্লিঙ্গলিঙ্গিজ্ঞান-য়োরিব বিশেষণবিশেষ্যজ্ঞানয়োরিব চৈকাত্ম্যাশ্রয়ত্বমস্তি*। ন ত্বনেন সমানাশ্রয়ত্বেন প্রয়োজনং চক্ষুরাদাবনির্বহণাৎ। অথৈকফলনিষ্পত্তৌ ব্যাপারঃ সমানাশ্রয়ত্বমুচ্যতে, তদপি ভবতু কারকান্তরাণাং ন তু ফলস্বভাবস্য জ্ঞানস্য ফলনিষ্পত্তৌ সব্যাপারত্বমুপপদ্যতে; অপি তু পৃথগ্ভূতফলনির্বৃত্তা-বেবেতি। ননু বস্তুস্থিত্যা ফলমেব জ্ঞানমুচ্যতে ন তু বিষয়ানুভবঃ বিষয়ানুভবে সব্যাপারো ভবতি। অথ মন্যসে। বিষয়াধিগমাভিমানস্তস্মিন্ সতি ভবতীতি। কোঽয়মভিমানো নাম ? বিষয়ানুভবাদ্ ভিন্নঃ, অভিন্নো

* একাত্মাশ্রয়ত্বমিতি যুক্তঃ পাঠঃ।

বা। অভেদে সতি তস্মিন্ সতি ভবতীত্যসঙ্গতা বাচোযুক্তিঃ। ভেদে স্বপ্নমতানুপ্রবেশঃ। অপি চ জ্ঞানং বিষয়াধিগমে ব্যাপৃতমিতি কৃত্বা বিষয়াধিগমাভিমানমুপজনয়ত্যুত বিষয়াধিগমস্বভাবত্বাদেবেতি বিচারে বিষয়াধিগমাৎ পৃথগ্ভূতস্য তত্র ব্যাপ্রিয়মাণস্যানুপলম্ভাদ্ বিষয়াধিগমস্বভাবমেব জ্ঞানমবধার্য্যতে; তৎকৃতশ্চাভিমান ইতি ফলমেব জ্ঞানমবকল্পতে ন করণমিতি। তথা চ লোকঃ ফলত্বমেব জ্ঞানস্যানুমন্যতে ন করণত্বম্। তথা হ্যেবং বদতি—চক্ষুষা পশ্যামি, লিঙ্গেন জানামীতি, ন তু জ্ঞানেন জানামীত্যেবং ব্যপদিশন্ কশ্চিদ্ দৃশ্যতে।

অনুবাদ

কিন্তু কোন স্থলে ফল-করণভাবে অবস্থিত জ্ঞানদ্বয়ের পরস্পর ভেদ থাকিলেও লিঙ্গজ্ঞান এবং সাধ্যজ্ঞানের মত বিশেষণজ্ঞান এবং বিশেষ্যজ্ঞানের মত একই আত্মা-রূপ আশ্রয়ে অবস্থিতি আছে। কিন্তু এই প্রকার তুল্যাধিকরণতার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ—চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রমাণের পক্ষে তুল্যাধিকরণতার নির্ব্বাহ হয় না। যদি বল যে, করণ হইতে করণের একজাতীয় ফল যখন নিষ্পন্ন হইবে, তখন ফলের সহিত করণের তুল্যাধিকরণতাকে ব্যাপার বলে। (জ্ঞান ও জ্ঞানফল অন্যজ্ঞানের তাদৃশ তুল্যাধিকরণতা থাকায় জ্ঞানকে ব্যাপারবৎ কারণরূপ করণ বলা যাইতে পারে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর আশয়।) (উত্তর) তথাকথিত ব্যাপারটী জ্ঞান-ভিন্ন অন্যান্য করণগুলির পক্ষে সম্ভবপর হোক, কিন্তু ফলস্বভাব জ্ঞান হইতে ফলের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহার পক্ষে ব্যাপার যুক্তিযুক্ত হয় না। [অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই ফলস্বভাব। সুতরাং তাহার কোন মতে কারণত্ব থাকিলেও করণত্ব স্বীকার করি না। কারণ—যে করণ হইবে, তাহার ব্যাপার থাকা আবশ্যক। যাহা ফলস্বভাব, সেই জ্ঞানের পক্ষে ব্যাপারের কথা বলা অন্যায়। কিন্তু বিজাতীয় ফলের উৎপাদনকার্য্যেই করণব্যবহার হইয়া থাকে। [অর্থাৎ করণ ও তাহার কার্য্য একজাতীয় হয় না।] ননু-শব্দের অর্থ প্রত্যুক্তি, অর্থাৎ তোমাদের কথার

প্রতিবাদ; বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানকে ফলই বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কোন বিষয়ের অনুভব বিষয়ান্তরের অনুভবকার্য্যে ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না। [অর্থাৎ করণ হয় না।] যদি মনে কর যে, বিষয়ানুভব হইলে বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছে এই প্রকার অভিমান হয়, [অর্থাৎ এই অভিমান-কার্য্যের পক্ষে উহা ব্যাপৃত।] (উত্তর) এই অভিমান কাহাকে বলে? বিষয়ানুভব হইতে অভিমান ভিন্ন বা অভিন্ন? যদি অভেদস্বীকার কর, তাহা হইলে বিষয়ানুভব হইতে অভিমান হয়, এই প্রকার বাক্যের যুক্তিটা সঙ্গত নহে। কিন্তু ভেদস্বীকার করিলে আমাদের মতেই আসিতে হইবে। [অর্থাৎ ফলস্বভাব জ্ঞানের করণত্ব সম্ভবপর নহে।] আরও এক কথা যে, জ্ঞান বিষয়জ্ঞানে ব্যাপৃত বলিয়া বিষয় পরিজ্ঞাত এই প্রকার অভিমানকে উৎপন্ন করে [অর্থাৎ জ্ঞান করণ, বিষয়জ্ঞান কার্য্য উক্ত অভিমান ব্যাপার।] কিংবা জ্ঞান বিষয়জ্ঞান-স্বভাব বলিয়াই উক্ত অভিমান উৎপন্ন করে? এই প্রকার বিচার উপস্থিত হইলে বিষয়জ্ঞান হইতে পৃথক্ এবং বিষয়জ্ঞান-ব্যাপৃত স্বতন্ত্র কোন জ্ঞান আছে— ইহা উপলব্ধ হয় না বলিয়া জ্ঞানটী বিষয়জ্ঞান-স্বরূপ ইহাই অবধারিত হইয়া থাকে। এবং অভিমান তাহার একটী কার্য্য, অতএব জ্ঞানটী ফলস্বরূপই হইয়া থাকে, করণ হয় না। [অর্থাৎ অভিমানও অন্যতর কার্য্য, ব্যাপার নহে।] ইহাই আমাদের কথা। এবং সাধারণ লোক সেই ভাবে জ্ঞানের ফলত্বই অনুমোদন করে, করণত্বের অনুমোদন করে না। তাহারই সমর্থক উদাহরণ দেখাইতেছি। সাধারণ লোকে এই কথা বলে যে, চোখের দ্বারা দেখিতেছি, লিঙ্গের দ্বারা জানিতেছি, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিতেছি এইরূপ বলিতে কাহাকেও দেখি না।

মূল

ননু চ* সৎস্বপি চক্ষুরাদিষু বিষয়জ্ঞানমনুপজনয়ৎসু ন করণতাং ব্যপদিশতি লোকঃ, জনয়ৎসু চ ব্যপদিশতীতি লোকে করণোৎপাদক-

* নমু চেতি বিরোধোক্তৌ।

ত্বাদেব তেষাং করণত্বব্যপদেশো ন সাক্ষাৎ করণত্বাদিতি। তদযুক্তম্। চক্ষুরাদ্যেব করণং ন তু তেনান্যৎকরণমুপজন্যতে কিং হি তদন্যৎকরণম্? জ্ঞানমিতি চেৎ কস্যাং ক্রিয়ায়াং তৎকরণমিতি পরীক্ষ্যতামেতৎ। ন হ্যান্যস্যেব কিঞ্চিৎ করণং করণং ভবতীতি। যত্তু জ্ঞানমজনয়তি চক্ষুরাদৌ ন করণতামাচষ্টে লোকস্তদযুক্তমেব। ন হি ক্রিয়োৎপত্তাববাপ্রিয়মাণং করণং কারকং ভবতি, তেন চক্ষুরাদের্জ্ঞানক্রিয়ামুপজনয়তঃ করণত্বং জ্ঞানস্য ফলত্বমেবেতি যুক্তস্তথাব্যপদেশঃ।

প্রমাণস্য প্রমাণত্বং তস্মাদভ্যুপগচ্ছতাম্।
ভিন্নং ফলমুপেতব্যমেকত্বে তদসম্ভবাৎ॥

যস্তু মূঢ়তরঃ প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারমেকত্রৈব জ্ঞানাত্মনি নির্ব্বাহয়িতুমুৎসহতে।

যদাভাসং প্রমেয়ং তৎ প্রমাণফলতে পুনঃ।
গ্রাহকাকার-সংবিত্ত্যোস্ত্রয়ং নাতঃ পৃথক্কৃতম্॥ ইতি।*

তমপবর্গাহ্নিকে জ্ঞানাদ্বৈতদলনপ্রসঙ্গেন দুরাচারং নির্ভৎসয়িষ্যামহ ইত্যলং বিস্তরেণ। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং যদা জ্ঞানং প্রমাণং তদা হানাদিবুদ্ধয়ঃ ফলমিতি।

অনুবাদ

বিরোধীদিগের প্রতিবাদ। চক্ষুঃ প্রভৃতি থাকিলেও তাহারা যতক্ষণ বিষয়জ্ঞান সম্পাদন করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহাদিগকে করণ বলিয়া সাধারণলোক উল্লেখ করে না। কিন্তু বিষয়জ্ঞান সম্পাদন করিলে

* যদাভাসং প্রমেয়ং তৎ প্রমাণমথ তৎফলম্।
গ্রাহকাকার-সংবিত্তী ত্রয়ং নাতঃ পৃথক্কৃতম্॥ ইতি প্রমাণসমুচ্চয়ঃ ১১ কাঃ।

যদাভাসং প্রমেয়ং তৎ প্রমাণফলয়োঃ পুনঃ।
গ্রাহকাকার-সংবিত্ত্যোস্ত্রয়ং নাতঃ পৃথক্কৃতম্॥

যোগাচার-মতে তু অয়ং পাঠো বর্ত্ততে। অয়ন্তু পাঠঃ প্রমাণসমুচ্চয়গ্রন্থে উদ্ধৃতঃ।

তাহারা করণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। অতএব লোকের নিকট জ্ঞানই প্রকৃত করণ, চক্ষুঃপ্রভৃতি তাহার উৎপাদক হয় বলিয়াই করণ বলিয়া কথিত হয়, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাহারা করণ নহে। [অর্থাৎ তাহারা পরম্পরায় করণ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে করণ নহে।] এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের কথা। উত্তর—তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ—চক্ষুঃ প্রভৃতিই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে করণ, কিন্তু সেই চক্ষুঃপ্রভৃতি দ্বারা অন্য করণ উৎপন্ন হয় না। কারণ—সেই অন্য করণ কি? যদি বল যে, জ্ঞানই সেই অন্য করণ, (উত্তর) কোন্ ক্রিয়াতে তাহা করণ, ইহা বিচার্য্য। কারণ—নিজের প্রতিই কোন করণ করণ হয় না। ইহাই যুক্তি। জ্ঞান সম্পাদন না করিলে চক্ষুঃপ্রভৃতিকে লোকে যে করণ বলে না, তাহা যুক্তিযুক্ত। কারণ—যাহা ক্রিয়ার উৎপাদনে ব্যাপৃত নহে, তাহা করণকারক হয় না। সুতরাং চক্ষুঃপ্রভৃতির দ্বারা যখন জ্ঞান-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তখন তাহারা করণ, আর জ্ঞানটী ফলভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব চক্ষুঃপ্রভৃতির করণত্ব-কথন যুক্তিসঙ্গত। উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের প্রমাণ ও তাহার ফল ভিন্ন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ—একজ্ঞানে প্রমাণত্ব এবং ফলত্ব উভয়ই সম্ভবপর নহে। কিন্তু অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তি একই জ্ঞানে প্রমাণ প্রমেয় এবং ফল এই তিনেরই সমাবেশ করিতে উদ্‌যোক্তা। জ্ঞানগত কল্পিত গ্রাহ্য অংশটী প্রমেয়। এবং জ্ঞানগত গ্রাহকাকার [অর্থাৎ জ্ঞানগত প্রকাশকত্ব-রূপ] অংশটী প্রমাণ ও জ্ঞানাংশটী ফলভূত প্রমিতি। অতএব উক্ত তিনটী পরস্পর পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত করা হয় নাই। ইহাই তাঁহার মত। সেই দুর্বৃত্তকে অপবর্গাহ্নিকে ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ-নিরাকরণ-প্রসঙ্গে তিরস্কার করিব। অতএব এখন বিস্তারপূর্ব্বক বলিবার প্রয়োজন নাই। সেইজন্য ভাষ্যকার ঠিকই বলিয়াছেন—যখন জ্ঞান প্রমাণ হইবে, তখন হানাদিবুদ্ধি ফল হইবে। (একই জ্ঞান প্রমাণ-প্রমিতি হইলে, ভাষ্যকারের উক্তির সামঞ্জস্য থাকিত না।) ইহাই ভাষ্যকারের উক্তি।

মূল

তদেবং ফলবিশেষণপক্ষে যতঃ শব্দাধ্যাহারেণ বাচকং সূত্রম্, যত ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নত্বাদি-বিশেষণবিশেষিতং জ্ঞানাখ্যং ফলং ভবতি তৎ প্রত্যক্ষমিতি। তত্রেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নপদমর্থানপেক্ষজন্মনঃ স্মৃত্যাদি-জ্ঞানস্যার্থজনিতস্যাপি চ পরোক্ষবিষয়স্যানুমানাদিজ্ঞানস্য ব্যবচ্ছেদার্থম্। অতস্তজ্জনকস্য ন প্রত্যক্ষতা প্রসজ্যতে। নম্বিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন-মিন্দ্রিয়গত্যনুমানমপ্যস্তি, তদ্ধীন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষেণ লিঙ্গভূতেন জন্যতে, দেশান্তরপ্রাপ্ত্যেব তপনগমনানুমানমিতি কথমনেন পদেনানুমান-মপাক্রিয়তে? নৈতদেবম্। ইন্দ্রিয়েণ স্ববিষয়সন্নিকৃষ্টেন সতা তত্রৈব যদ্বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নমিহ ব্রূমহে; ন চেদৃশ-মিন্দ্রিয়গত্যনুমানম্। কুতো বিশেষ-প্রতিলম্ভ ইতি চেদুৎপন্নগ্রহণাদিতি ব্রূমঃ। উৎপন্নগ্রহণেন হি সন্নিকর্ষস্য কারকত্বং খ্যাপ্যতে, তচ্চাপীন্দ্রিয়-বিষয়েঽর্থে জ্ঞানমুৎপাদয়তো নির্বহতি। ইন্দ্রিয়গত্যনুমানে তু ন সন্নিকর্ষং কারকমাত্রপি তু জ্ঞাপকম্। অতএব স্বগ্রহণসাপেক্ষস্তদনুমানেঽসৌ ব্যাপ্রিয়তে, ন রূপাদি-প্রমিতাবিবেতর-নিরপেক্ষ ইতি।

অনুবাদ

সেইজন্য এইভাবে (কথিত প্রকারে) ফলীভূত জ্ঞানের পক্ষে ঐগুলি বিশেষণ ইহা সূত্র বুঝাইতেছে, কারণ—যতঃ-শব্দের অধ্যাহারবশতঃ সূত্রের অর্থ ঐরূপ। যাহা হইতে স্বীয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ উৎপন্নত্ব প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত জ্ঞাননামক ফল সম্ভবপর হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। সেই বিশেষণগুলির মধ্যে 'অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন' এই বিশেষণবোধক পদটী অর্থাজন্যস্মরণপ্রভৃতি জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তন এবং *অর্থজন্য হইলেও প্রত্যক্ষের অবিষয়ভূত বিষয়কে লইয়া

* এই কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

প্রবৃত্ত অনুমিতিপ্রভৃতি জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব স্মরণ ও অনুমিতিপ্রভৃতি জ্ঞানের যাহা জনক, তাহাতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয় না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-দ্বারা উৎপন্ন ইন্দ্রিয়ের গতি-বিষয়ক অনুমানও আছে, তাহা অবশ্যই অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-রূপ হেতুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেরূপ দেশান্তর-প্রাপ্তির দ্বারা সূর্য্যের গতি-বিষয়ক অনুমান হইয়া থাকে। অতএব এই পদের দ্বারা কেমন করিয়া উক্ত অনুমানের ব্যাবর্ত্তন সম্ভবপর হয়? (উত্তর) এই কথা বলিতে পার না। কারণ—ইন্দ্রিয় স্বীয় বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়া সেই বিষয়েই যে জ্ঞান উৎপন্ন করে, তাহাই অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন ইহা আমরা বলিয়া থাকি। পক্ষান্তরে এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের গতি-বিষয়ক অনুমানটী [অর্থাৎ 'যেহেতু ইন্দ্রিয় স্বীয় বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট, সেই হেতু ইন্দ্রিয়ের গতি আছে' এই প্রকার অনুমানটী] অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজাত নহে ইহাও বলিয়া থাকি। (পূর্ব্বপক্ষ) কেমন করিয়া উহাদের পার্থক্য উপলব্ধ হয়? এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে ইহা আমরা বলিয়া থাকি যে, উৎপন্ন এই বিশেষণটী গ্রহণ করায় পার্থক্যের উপলব্ধি হয়। কারণ 'উৎপন্ন' এই বিশেষণটী গ্রহণ করার জন্য সন্নিকর্ষ যে প্রত্যক্ষের সম্পাদক, ইহা খ্যাপিত হইতেছে। এবং ঐ সন্নিকর্ষ কারক কেন? তাহার প্রমাণ এই যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে ঐ ইন্দ্রিয়ের গোচর বিষয়ে প্রত্যক্ষের নির্ব্বাহ হয়, [অর্থাৎ সন্নিকর্ষ হইলেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, প্রত্যক্ষ-নির্ব্বাহের জন্য উক্ত সন্নিকর্ষকে জানিবার প্রয়োজন হয় না।] কিন্তু ইন্দ্রিয়ের গতির অনুমান করিতে হইলে সন্নিকর্ষকে কেহ নিষ্পাদক বলে না, পরন্তু তাহাকে জ্ঞাপক হেতু বলে। অতএব তাহার অনুমান করিতে হইলে ঐ সন্নিকর্ষের জ্ঞান অপেক্ষিত হয়, ঐ সন্নিকর্ষ জ্ঞাত হইয়াই তাহার অনুমানে নিযুক্ত হয়। যেরূপ রূপাদির প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সন্নিকর্ষের জ্ঞান অনাবশ্যক হয়, তদ্রূপ নহে। ইহাই আমাদের কথা।

মূল

ইন্দ্রিয়াণি ঘ্রাণরসননয়নস্পর্শনশ্রোত্রাণি পৃথিব্যাদিভূতপঞ্চকপ্রকৃতীনি বক্ষ্যন্তে অর্থাস্তু গন্ধরস*-রূপস্পর্শশব্দা† গন্ধত্বাদি-স্বজাত্যবচ্ছিন্নাস্তদধিকরণানি পৃথিব্যপ্তেজাংসি দ্রব্যাণি তদধিষ্ঠানাঃ সংখ্যাদয়ো গুণা উৎক্ষেপণাদীনি কর্ম্মাণি তদ্বৃত্তীনি সামান্যানি। যেষাং স্পর্শনেন চক্ষুষা গ্রহণং কণব্রতমতে‡ নিরূপিতং তেঽর্থাঃ। প্রাগুক্তশ্চাভাবোঽপ্যর্থ এব বিচার্য্য গম্যমানত্বাৎ। সন্নিকর্ষস্ত্বিন্দ্রিয়াণামর্থৈঃ সহ ষট্প্রকারঃ। তত্র দ্রব্যং চক্ষুষা ত্বগিন্দ্রিয়েণ বা সংযোগাদ্ গৃহ্যতে তদ্গতো রূপাদিগুণঃ সংযুক্ত-সমবায়াৎ। রূপত্বাদি সামান্যানি সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়াৎ গৃহ্যন্তে।

চক্ষুষা সংযুক্তং দ্রব্যং তত্র সমবেতং রূপং রূপে চ সমবেতং রূপত্বমিতি। সমবায়াচ্ছব্দো গৃহ্যতে। শ্রোত্রমাকাশদ্রব্যং তত্র সমবেতঃ শব্দঃ। শব্দত্বং সমবেত-সমবায়াদ্ গৃহ্যতে। শ্রোত্রাকাশ-সমবেতে শব্দে তদ্ধি সমবেতমিতি। সংযুক্ত-বিশেষণ-ভাবাদভাবগ্রহণং ব্যাখ্যাতমিহ ঘটো নাস্তীতি। চক্ষুষা সংযুক্তো ভূপ্রদেশস্তদ্বিশেষণীভূতশ্চাভাব ইতি।

অনুবাদ

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, এবং শ্রোত্র ইহারা বহিরিন্দ্রিয়, এবং ইহারা পৃথিবীপ্রভৃতিপঞ্চভূতস্বভাব, এই কথা পরে বলিব। কিন্তু গন্ধত্বপ্রভৃতি নিজ নিজ জাতি-বিশেষিত গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এবং তাহাদের আশ্রয় § পৃথিবী, জল ও তেজঃস্বরূপ দ্রব্য এবং তদাশ্রিত সংখ্যাপ্রভৃতি

* আদর্শপুস্তকদ্বয়ে গন্ধরূপরসেত্যাদিপাঠো ন শোভনঃ, ইন্দ্রিয়পরিচয়ে ঘ্রাণানন্তরং রসনেন্দ্রিয়োল্লেখাৎ।

† আদর্শপুস্তকদ্বয়ে রূপস্পর্শশব্দেতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

‡ কণাদমতে বৈশেষিকদর্শন ইতি যাবৎ।

§ যদিও গন্ধাদি প্রত্যেক গুণ পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে নাই, তথাপি ইহাদের অন্যতমের অধিকরণই তদধিকরণ-শব্দের অর্থ। তাদৃশ অধিকরণ বায়ু এবং আকাশও হইতে পারে, সুতরাং তাদৃশ অন্যতম কেবলমাত্র গন্ধ রূপ রস হইবে। ইহাই আমার মনে হয়। কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের কথা বলা হইল, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

গুণ ও উৎক্ষেপণ প্রভৃতি কর্ম্ম এবং তৎস্থিত জাতি অর্থ-শব্দের প্রতিপাদ্য। (গন্ধপ্রভৃতিবিশেষগুণব্যতিরিক্ত গুণ-বিশেষ ক্রিয়া এবং দ্রব্য-বিশেষ যে নিয়মে অর্থশব্দ-প্রতিপাদ্য, বৈশেষিক-সম্মত সেই নিয়মটী মঞ্জরীকার দেখাইতেছেন। যদিও বৈশেষিক-দর্শন-মতে দ্রব্যমাত্র, গুণমাত্র এবং ক্রিয়ামাত্রই অর্থশব্দ-প্রতিপাদ্য, তথাপি মঞ্জরীকার-প্রদর্শিত অর্থমধ্যে গণনার সাধকীভূত নিয়মটী অপর কোন বৈশেষিক-গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য ইহা আমার মনে হয়।)

যাহাদের ত্বক্ এবং চক্ষুঃ এই উভয় বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহারা অর্থ ইহা কণাদমতে নিরূপিত আছে। [অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চগুণ-ভিন্ন গুণমাত্রই যে অর্থশব্দ-প্রতিপাদ্য, তাহা নহে, এবং দ্রব্যমাত্র বা ক্রিয়ামাত্রই অর্থশব্দ-প্রতিপাদ্য নহে, গন্ধপ্রভৃতি পঞ্চগুণ এবং যাহাদের ত্বক্ ও চক্ষুঃ এই উভয় ইন্দ্রিয়-দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহারা অর্থশব্দ-প্রতিপাদ্য। গন্ধাদিব্যতিরিক্ত তাদৃশ উভয়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়, এবং গন্ধাদি পঞ্চগুণ, অর্থশব্দ-প্রতিপাদ্য এখন বলা হইল। মনোগ্রাহ্যবিষয়ও অর্থশব্দ-প্রতিপাদ্য এই কথা পরে আলোচিত হইবে।] এবং পূর্ব্বকথিত অভাবও অর্থশব্দ-প্রতিপাদ্য, কারণ—তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু বিভিন্ন অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার।

তাহার মধ্যে কেবলমাত্র দ্রব্য চক্ষুরিন্দ্রিয় বা ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা সংযোগ-রূপ সন্নিকর্ষের সাহায্যে গৃহীত হয়। তৎসমবেত রূপাদি গুণ সংযুক্ত-সমবায়রূপ সন্নিকর্ষের সাহায্যে গৃহীত হয়। তৎসমবেত রূপত্বপ্রভৃতি জাতি সংযুক্ত-সমবেত সমবায়স্বরূপ সন্নিকর্ষের সাহায্যে গৃহীত হইয়া থাকে। কারণ—প্রথমে চক্ষুর সহিত দ্রব্য সংযুক্ত হয়, রূপ তাহাতে সমবেত, এবং রূপত্ব জাতি সেই রূপে সমবেত। সমবায়রূপ সন্নিকর্ষ-বশতঃ শব্দ গৃহীত হইয়া থাকে। কারণ—শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশদ্রব্য, শব্দ তাহাতে সমবেত। শব্দত্বের সমবেত-সমবায়রূপ সন্নিকর্ষের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কারণ—সেই শব্দত্ব শ্রোত্রাকাশ-সমবেত শব্দে সমবেত।

চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত ভূতলাদির বিশেষণত্ববশতঃ অভাবের প্রত্যক্ষের কথা বলা হইয়াছে এই স্থানে ঘট নাই এই কথা বলিয়া। কারণ—প্রথমে চক্ষুর সহিত ভূতলের সংযোগ হয়, তাহার পর সেই ভূতল চক্ষুঃসংযুক্ত হয়, এবং অভাব সেই সংযুক্ত ভূতলের বিশেষণ-ভাবে অবস্থান করে।

টিপ্পনী

অর্থশব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ লইয়া নানা আলোচনা দেখা যায়। বৈশেষিক-দর্শনে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম অর্থশব্দের অভিধেয়, ইহা দেখা যায়। প্রশস্তদেবও সেই মতের অনুগামী দেখা যায়। শিবাচার্য্যও ব্যোমবতীটীকায় ঐ মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন দেখা যায়। উদয়নও কিরণাবলী-গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "নিরুপপদেনার্থশব্দেন দ্রব্যাদয়স্ত্রয় এবাভিধীয়ন্তে, নাপরে, এষ এব স্ব-সময়ো বৈশেষিকাণাং স্বশাস্ত্রে ব্যবহারলাঘবায়।" অর্থাৎ অর্থান্তর-বোধকশব্দান্তরের যোগ না থাকিলে সাধারণতঃ অর্থশব্দ হইতে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম এই ত্রিবিধ অর্থই বোধিত হইয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ অর্থেই অর্থশব্দের শক্তি। বৈশেষিকগণ অর্থবোধের সৌকর্য্য-বিধানার্থ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। সূত্রকারও বলিয়াছেন, "অর্থ ইতি দ্রব্যগুণকর্ম্মসু"; মহর্ষি গৌতম এই পরিভাষা স্বীকার করেন নাই। তিনি "রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ" এই সূত্রে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি পঞ্চগুণকে অর্থশব্দের পারিভাষিক অর্থ এবং "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্" এই সূত্রে সুখদুঃখকে অর্থশব্দের পারিভাষিক অর্থ বলিলেও প্রত্যক্ষলক্ষণে সন্নিবিষ্ট অর্থশব্দের ঐগুলিমাত্র অর্থশব্দের পারিভাষিক অর্থ বলিতে পারেন না। বলিলে জাত্যাদির প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তিদোষ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাঁহার মতে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং মনোগ্রাহ্য সকলবিষয়ই অর্থশব্দের প্রতিপাদ্য। জয়ন্ত এই অভিপ্রায়েই আপাততঃ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে লইয়া অর্থশব্দের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। জয়ন্ত কোন বৈশেষিকের মত উদ্ধৃত করিয়া দ্রব্য,

গুণ এবং কর্ম্মমাত্রই অর্থশব্দের অভিধেয় এই মতের উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। জয়ন্তের উদ্ধৃত বৈশেষিকমতে দ্রব্যমাত্রই অর্থশব্দের অভিধেয় নহে; পরন্তু চক্ষুঃ এবং ত্বক্ এই উভয়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য অর্থশব্দের অভিধেয়। পৃথিবী, জল এবং তেজই তাদৃশ দ্রব্য। এইজন্য জয়ন্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দকে অর্থশব্দের অভিধেয় বলিয়া পরে পৃথিব্যাদি দ্রব্যকে এবং অন্যান্য গুণকে অর্থশব্দের অভিধেয় বলিয়াছেন। যদি তিনি পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যকে এবং তাহাদের গুণকে অর্থশব্দের অভিধেয় বলিয়া উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে শব্দকে অর্থশব্দের অভিধেয় বলিয়া ধরা যাইত না। বৈশেষিকগণের পরস্পর-বিরুদ্ধ মত উদ্ধৃত করিয়া জয়ন্ত ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় যে, দ্রব্যগুণকর্ম্মপর্য্যাপ্ত অর্থশব্দের অভিধেয়তাবাদ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তও নহে।

জয়ন্ত আপাততঃ প্রত্যক্ষলক্ষণে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে অর্থ-শব্দের অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরে মনোগ্রাহ্য বিষয়গুলিকেও অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিবেন।

মূল

নমু সন্নিকর্ষাবগমে কিং প্রমাণম্? ব্যবহিতানুপলব্ধিরিতি ব্রূমঃ। যদি হ্যসন্নিকৃষ্টমপি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়মর্থং গৃহ্ণীয়াদ্ ব্যবহিতোঽপি ততোঽর্থ উপলভ্যেত ন চোপলভ্যতে, তস্মাদস্তি সন্নিকর্ষঃ। নম্বব্যবধানমেবাস্তু কিং সন্নিকর্ষেণ? মৈবম্। ইন্দ্রিয়াণাং কারকত্বেন প্রাপ্যকারিত্বাৎ। সংসৃষ্টঞ্চ কারকং ফলায় কল্পতে ইতি কল্পনীয়ঃ সংসর্গঃ। এতচ্চেন্দ্রিয়-পরীক্ষাসংসর্গে* নিপুণং নির্ণেষ্যতে ইতি নেহ বিবিচ্যতে। রসনস্পর্শনয়োশ্চ স্পষ্টং প্রাপ্যকারিত্বমুপলভ্যতে ইতি তৎসামান্যাদিন্দ্রিয়ান্তরেম্বপি কল্পনীয়মিতি। নম্বেবং সতি অর্থাক্ষিপ্তঃ কারকত্বাদেব সন্নিকর্ষ ইতি স্বকণ্ঠেন কস্মাদুচ্যতে। ষড়্বিধত্বজ্ঞাপনার্থমিত্যুক্তম্। উৎপন্নগ্রহণেন

* প্রসঙ্গ ইতি যুক্তঃ পাঠঃ।

ইন্দ্রিয়ার্থয়োর্জ্ঞানজনকত্বম্ অর্থস্ত্ব কর্ম্মত্বেন। নন্বর্থস্য জ্ঞানজনকত্বং কুতোঽবগম্যতে ? তদ্বিষয়জ্ঞানোৎপাদাদেবমাকারস্ত নিরাকৃতত্বাৎ প্রকারান্তরেণ প্রতিকর্ম্মব্যবস্থায়া অসিদ্ধেশ্চ।* নন্থ প্রয়োজনমেতৎ প্রমাণং পৃষ্টোঽসি, তদ্ব্রূহি উচ্যতে। এতদেব প্রমাণম্। অন্যস্যাপি বীরণাদেঃ কর্ম্মকারকস্য কটাদিকার্য্যোৎপত্তৌ প্রত্যক্ষানুপলম্ভ-প্রতিপন্নাভ্যামন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যথা কারণত্বমবধার্য্যতে, তথাঽর্থস্যাপি জ্ঞানোৎপত্তৌ। যথা হি দেবদত্তার্থী কশ্চিৎ তদ্গৃহং গতঃ তত্রাসন্নিহিতং ন পশ্যতি দেবদত্তম্, ক্ষণান্তরে চৈনমায়াতং পশ্যতি তত্রান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দেবদত্তসদসত্ত্বানুবর্ত্তিনৌ জ্ঞানোৎপাদানুৎপাদাববধার্য্য মানসেন প্রত্যক্ষেণ চন্দনসুখবদস্য তৎকারণতাং প্রতিপদ্যতে।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ যে হয়, ইহা জানা যায় কোন্ প্রমাণের বলে ? ব্যবহিতের অনুপলব্ধি সন্নিকর্ষজ্ঞাপক এই কথা আমরা বলি। কারণ—যদি চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অসন্নিকৃষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারিত, তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয় হইতে ব্যবহিত বস্তুও গৃহীত হইত ; কিন্তু তাহার উপলব্ধি হয় না, সুতরাং সন্নিকর্ষ হয়। আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের অব্যবধানই থাক, সন্নিকর্ষ-স্বীকারের প্রয়োজন নাই [অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের অব্যবধান থাকিলেই প্রত্যক্ষ হইবে, প্রত্যক্ষের জন্য স্বতন্ত্র সন্নিকর্ষ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই]—এই কথা বলিতে পার না। কারণ—প্রত্যক্ষের পক্ষে ইন্দ্রিয়গুলি যখন করণ-কারক, তখন তাহারা প্রাপ্যকারী। কারকমাত্রই সংস্পৃষ্ট হইয়া ফলসম্পাদন করে। অতএব ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে বিচার-প্রসঙ্গে ইহা ভাল করিয়া নির্ণীত হইবে। এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিচার করিলাম না। এবং রসনেন্দ্রিয় এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব স্পষ্টই

* অসিদ্ধেরিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন শোভনঃ।

পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে বলিয়া তত্তুলনায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও প্রাপ্যকারিত্ব কল্পনীয়।

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, সংসর্গ-ব্যতিরেকে কারকত্ব হয় না, সুতরাং প্রত্যক্ষরূপ কার্য্যের পক্ষে ইন্দ্রিয় যখন করণ-কারক, তখন তাহার সম্বন্ধ (সন্নিকর্ষ) কারকত্বরূপ হেতুর দ্বারা অনুমিত হইতে পারিবে। অতএব বাক্যের দ্বারা সন্নিকর্ষ-খ্যাপন কেন করিতেছ? (উত্তর) সন্নিকর্ষ ষড়্‌বিধ ইহা জানাইবার জন্য ইহা বলা হইয়াছে। 'উৎপন্ন' এই পদটীর গ্রহণ করায় ইন্দ্রিয় এবং অর্থ (বিষয়) উভয়ই প্রত্যক্ষজনক, কিন্তু বিষয় প্রত্যক্ষের কর্ম্ম-কারক বলিয়া কারণ। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিষয় প্রত্যক্ষের কারণ হয়—ইহা কেমন করিয়া জান? (উত্তর) বিষয়-বিশেষকে লইয়া প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় বলিয়া এইরূপ আকার অন্যবিষয়ক প্রত্যক্ষে থাকে না বলিয়া এবং প্রত্যক্ষের পক্ষে বিষয়কে কারণ না বলিলে প্রত্যক্ষের বিষয়-বিশেষ-নিয়ন্ত্রিতত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়কে কারণ বলি, যদিও অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় আছে, কিন্তু তাহা অনুমিতিপ্রভৃতির প্রতি কারণ নহে। কারণ স্বীকার করিলে অতীত প্রভৃতির অনুমান হইত না। কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রতি প্রত্যক্ষের বিষয় কারণ হয় কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহার ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য অনুমিতি হয়, তাহাই অনুমিতির বিষয় হয়, এবং পদজ্ঞানাদি-কারণবশতঃ শাব্দ-বোধের বিষয় ঘটিয়া থাকে। এইরূপ নিয়ম তাহাদের পক্ষে আছে, সুতরাং অতীত এবং অনাগত প্রভৃতিও তাহাদের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষস্থলে বিষয় না থাকিলে প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয় কারণ।

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়কে কারণ বলিবার ইহা প্রয়োজন বলিয়াছ, কিন্তু আমরা প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই; তোমাকে 'প্রমাণ কি?' ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহা বল। (উত্তর) তাহা বলিতেছি। ইহাই প্রমাণ। বীরণ প্রভৃতি অন্য কর্ম্মকারকের ও কটাদিকার্য্যের উৎপত্তির পক্ষে প্রত্যক্ষ এবং

অনুপলব্ধির দ্বারা গৃহীত অন্বয় এবং ব্যতিরেকের দ্বারা কারণত্ব যেরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রত্যক্ষের উৎপত্তির পক্ষে অর্থেরও কারণত্ব অবধারিত হইয়া থাকে।

[অর্থাৎ বীরণ-প্রভৃতি তৃণবিশেষ কট-প্রভৃতি কার্য্যের পক্ষে কর্ম্ম-কারক। কারণ—তাদৃশ তৃণাদিকেই লোকসকল কটাদি করিয়া থাকে। 'কাশান্ কটং করোতি' ইহা সর্ব্বজনসিদ্ধ প্রয়োগ। তাদৃশ তৃণাদি তাদৃশ কার্য্যের পক্ষে উপাদান-কারণ। যখন তাদৃশ তৃণাদির বাস্তবিক প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাদৃশ তৃণাদির সত্তা আছেই। যখন প্রত্যক্ষ হয় না, তখন তাহারা নাই, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। এবং যখন তাদৃশ তৃণাদির সত্তা থাকে, তখন কটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়, এবং যখন তাহারা থাকে না, তখন ঐ কার্য্য হয় না সুতরাং প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ অন্বয় এবং প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি-সহকৃত প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত ব্যতিরেকের দ্বারা উক্ত তৃণাদির সহিত কটাদি-কার্য্যের কার্য্যকারণভাব গৃহীত হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়েরও কারণত্ব গৃহীত হইয়া থাকে।] ইহার উদাহরণ—দেবদত্তকে চাহিতেছে এরূপ কোন লোক গৃহে গমন করিয়া সেই গৃহে দেবদত্ত না থাকিলে তাহাকে দেখিতে পায় না, এবং অন্যক্ষণে ঐ দেবদত্ত গৃহে আসিলে উহাকে দেখিয়া থাকে। তাহা হইলে দেবদত্তের সত্তায় প্রত্যক্ষ এবং তাহার অসত্তায় প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি ইহা অবধারণ করিয়া মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা চন্দনজন্য সুখের ন্যায় প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়গত কারণতার জ্ঞান করিয়া থাকে। [অর্থাৎ যেরূপ চন্দনের লৌকিক চাক্ষুষ হইবার পর সুখের প্রতি চন্দনের কারণত্ব উপনীত মানস-প্রত্যক্ষের গোচর হয়, তদ্রূপ দেবদত্তের সত্তা এবং অসত্তা উভয়-প্রত্যক্ষের পর দেবদত্তের প্রত্যক্ষের প্রতি দেবদত্ত কারণ ইহা উপনীত মানস-প্রত্যক্ষের গোচর হইয়া থাকে।

মূল

নন্বু বীরণকটয়োঃ পৃথগুপলম্ভাদ্ যুক্ত এষ ন্যায়ঃ, অর্থো জ্ঞানাৎ পৃথঙ্ ন কদাচিদুপলভ্যতে ইতি দুর্গমৌ তত্রান্বয়ব্যতিরেকৌ। উচ্যতে—অয়মেব

পৃথগুপলম্ভো যদসন্নিহিতেঽর্থে ন তদ্বিষয়মবাধিতং জ্ঞানমুৎপদ্যতে ইতি। তদলমস্মিন্নবসরে জ্ঞানবাদগর্ভচোদ্যোদ্বিভাবয়িষয়া, ভবিষ্যত্যেতদবসর ইতি। যথা চেন্দ্রিয়াণাং কারণানামন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং জ্ঞানকারণত্বমেবমর্থস্য করণেঽপীত্যুৎপন্নগ্রহণেন দর্শিতম্। নন্বিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নপদেন সুখাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং ন সংগৃহীতং ন ন সংগৃহীতম্। মনস ইন্দ্রিয়ত্বাৎ সুখাদেরর্থস্য তদ্গ্রাহ্যত্বাৎ। ভৌতিকঘ্রাণাদীন্দ্রিয়ধর্ম্মবৈলক্ষণ্যাত্তু মনসস্তদ্বর্গে পরিগণনং ন কৃতমিতি। তচ্চেদং প্রত্যক্ষং চতুষ্টয়-ত্রয়-দ্বয়-সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে। তত্র বাহ্যে রূপাদৌ বিষয়ে চতুষ্টয়-সন্নিকর্ষাৎ জ্ঞানমুৎপদ্যতে ; আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি। সুখাদৌ তু * দ্বয়সন্নিকর্ষাজ্ জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তত্র চক্ষুরাদিব্যাপারাভাবাৎ আত্মনি তু যোগিনো দ্বয়োরাত্মমনসোরেব সংযোগাজ্ জ্ঞানমুপজায়তে তৃতীয়স্য গ্রাহ্যস্য গ্রাহকস্য তত্রাভাবাৎ। তস্মাৎ সুখাদিজ্ঞানসংগ্রহাদিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নমিতি যুক্তমুক্তম্। আত্মমনসোস্তু সদপি জ্ঞানজনকত্বমিহ ন সূত্রিতং সর্ব্বপ্রমাণসাধারণত্বাদিতি।

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের প্রতিবাদ এই যে, বীরণ এবং কটের পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া সেই স্থলে এই যুক্তিটা যুক্তিযুক্ত ; [অর্থাৎ তাহাদের কার্য্যকারণভাব সঙ্গত।] কিন্তু অর্থ জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ভাবে কখনও উপলব্ধ হয় না [অর্থাৎ কটকে ছাড়িয়া বীরণের পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি হয়, কিন্তু অর্থকে ছাড়িয়া জ্ঞানের পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি হয় না], অতএব জ্ঞান এবং অর্থের পক্ষে অন্বয় এবং ব্যতিরেকের জ্ঞান অশক্য। ইহার খণ্ডন করিতেছি। ইহাই পৃথক্ উপলব্ধি যে, অর্থ সন্নিহিত না হইলে তাহাকে বিষয় করিয়া নির্বাধভাবে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না—ইহাই আমাদের প্রত্যুত্তর। সেই জন্য এই অবসরে জ্ঞান-

* আদর্শপুস্তকে ত্রয়সন্নিকর্ষাদিতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে ; তত্র সন্নিকর্ষত্রয়স্য দুর্বচত্বাৎ।

বাদকে লইয়া পূর্ব্বপক্ষের উদ্‌ভাবনের ইচ্ছার প্রয়োজন নাই। ইহার অবসর পরে হইবে। এবং প্রত্যক্ষের করণীভূত ইন্দ্রিয়গুলির অন্বয় এবং ব্যতিরেকের দ্বারা প্রত্যক্ষের প্রতি কারণত্ব যেরূপ হয়, এইরূপ অর্থেরও প্রত্যক্ষের প্রতি কারণত্ব হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ-প্রমাণরূপ করণ-লক্ষণের প্রস্তাবেও (লক্ষণের ঘটকীভূত) উৎপন্ন এই পদটীর ইহাই সার্থকতা দেখান হইয়াছে।

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই পদটীর দ্বারা সুখাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষ সংগৃহীত হয় নাই (মনের ইন্দ্রিয়ত্বপ্রতিবাদ-পক্ষে এই আশঙ্কা)। (উত্তর) সংগৃহীত হয় নাই, ইহা নহে। কারণ—মনের ইন্দ্রিয়ত্ব আছে, সুখপ্রভৃতি বিষয় তাহার গ্রাহ্য। কিন্তু ভূতস্বভাব ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অপেক্ষা মনের বিলক্ষণ-ধর্ম্ম থাকায় সেই সকল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনের গণনা করা হয় নাই। এবং এই সেই প্রত্যক্ষ সন্নিকর্ষ-চতুষ্টয়, সন্নিকর্ষত্রয় অথবা সন্নিকর্ষদ্বয় হইতে উৎপন্ন হয়। সেইমতে রূপপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ সন্নিকর্ষ-চতুষ্টয় হইতে হইয়া থাকে। কারণ—আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। (এই স্থলে রূপাদির সহিত চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়-রূপ সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত বলিয়া সন্নিকর্ষ-চতুষ্টয় ঘটে।) কিন্তু সুখপ্রভৃতি মনোগ্রাহ্যবিষয়ের পক্ষে সন্নিকর্ষদ্বয় হইতে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। কারণ—সেই স্থলে চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় নির্ব্যাপার। কিন্তু আত্মার আত্মা এবং মনের সংযোগরূপ এক সন্নিকর্ষ হইতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেই স্থলে আত্মা এবং মন ভিন্ন অন্য কোন গ্রাহ্য এবং গ্রাহক নাই। (এই স্থলে ইহা উপলক্ষণ, কোন কোন স্থলে সন্নিকর্ষ-পঞ্চকও অপেক্ষিত হয়। রূপত্বপ্রভৃতির প্রত্যক্ষস্থলে চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবেত-সমবায়রূপ অপর সন্নিকর্ষও অপেক্ষিত হইয়া থাকে।) সেইজন্য সুখাদির প্রত্যক্ষের সংগ্রহ হওয়ায় 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই কথা বলা সঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু আত্মা এবং মনের প্রত্যেক জ্ঞানের প্রতি জনকতা থাকিলেও প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সূত্রে [অর্থাৎ

প্রমাণ-বিশেষ-সূত্রে] তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ—তাহা সর্ব্বপ্রমাণ-সাধারণ। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সূত্র প্রমাণ-বিশেষ-সূত্র, সেই সূত্রে বিশেষ কার্য্যকারণ-ভাব, যাহা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণের জীবনীশক্তি, তাহারই উল্লেখ আবশ্যক। সর্ব্বপ্রমাণ-সাধারণ কার্য্যকারণ-ভাবের উল্লেখ অনাবশ্যক।]

মূল

জ্ঞানগ্রহণং বিশেষ্য*নির্দ্দেশার্থম্। তস্য হীন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নত্বাদীনি বিশেষণানি, তানি অসতি বিশেষ্যে কস্য বিশেষণানি স্যুরিতি। অথবা সুখাদিব্যাবৃত্ত্যর্থং জ্ঞানপদোপাদানম্। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং হি সুখমপি ভবতি, তত্র তজ্জনকং কারকচক্রং প্রমাণং মা ভূজ্জ্ঞানজনকমেব প্রমাণং যথা স্যাদিতি জ্ঞানগ্রহণম্।

অত্র শাক্যাশ্চোদয়ন্তি। ন জ্ঞানপদেন সুখাদিব্যবচ্ছেদঃ কর্ত্তুং যুক্তঃ শক্যো বা সুখাদীনামপি জ্ঞানস্বভাবত্বাৎ। জ্ঞানস্যৈবামী ভেদাঃ সুখং দুঃখ-মিচ্ছা দ্বেষঃ প্রযত্ন ইতি। কারণাধীনো হি ভাবানাং ভেদো ভবিতুমর্হতি, সমানকারণানামপি তু ভেদেঽভিধীয়মানে ন কারণকৃতং পদার্থানাং নিয়তং রূপমিতি তদাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গঃ। তদুক্তম্—

> তদতদ্রূপিণো ভাবাস্তদতদ্রূপহেতুজাঃ।
> তৎসুখাদি কিমজ্ঞানং বিজ্ঞানাভিন্নহেতুজম্। ইতি।

তস্মাজ্জ্ঞানরূপাঃ সুখাদয়ঃ তদভিন্নহেতুজত্বাদিতি যদিদমনুপপন্নম্। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধত্বাদ্ধেতোঃ। সুখাদি সংবেদ্যমানমানন্দাদিরূপতয়াঽনুভূয়তে, জ্ঞানং বিষয়ানুভবস্বভাবতয়েতি প্রত্যক্ষসিদ্ধভেদত্বাৎ কথমভেদে অনুমানং ক্রমতে ? অতএব ইদমপি ন বচনীয়ম্। এবমেবেদং সংবিদ্রূপং হর্ষ-বিষাদাদ্যনেকাকারবিবর্ত্তং পশ্যামঃ তত্র যথেষ্টং সংজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তামিতি।

* বিশেষনির্দ্দেশার্থমিত্যাদর্শপুস্তকস্থঃ পাঠো ন সমীচীনঃ।

সংবিদো বিষয়ানুভবস্বভাবতয়ৈব প্রতিভাসাৎ সুখাদেশ্চ বা বিষয়ানুভবস্বভাবানুস্যূতস্যাপ্রতিভাসাৎ। জ্ঞানমেব বিষয়গ্রহণরূপং প্রকাশতে ন সুখং দুঃখং বা।

অনুবাদ

বিশেষ্য-নির্দ্দেশের জন্য জ্ঞানপদের গ্রহণ করা হইয়াছে। [অর্থাৎ বিশেষণ-পদ বলিলে বিশেষ্যপদ বলিতে হয়, নচেৎ বাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়ে।]

কারণ—ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নত্বপ্রভৃতি জ্ঞানের বিশেষণ, বিশেষ্য-পদ না থাকিলে সেইগুলি কাহার বিশেষণ হইবে, ইহাই আমাদের কথা। অথবা সুখাদির ব্যাবর্ত্তনের জন্য জ্ঞানপদের উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ—সুখও ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। জ্ঞান-পদের গ্রহণ না করিলে তাদৃশ সুখজনক কারকসমূহ প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা প্রমাণ না হোক, এবং প্রত্যক্ষজনকই হোক প্রত্যক্ষপ্রমাণ ইহা বলিবার জন্য জ্ঞানপদের গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই মতের উপর বৌদ্ধগণ প্রতিবাদ করেন। (প্রতিবাদ) জ্ঞান-পদের দ্বারা সুখাদির ব্যাবর্ত্তন করা সঙ্গত নহে, অথবা ব্যাবর্ত্তন করিতে পারা যায় না। কারণ সুখাদিও জ্ঞানেরই স্বরূপ। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই সকল জ্ঞানেরই অবান্তর। কারণের ভেদ হইলে কার্য্যের ভেদ হইতে পারে, কিন্তু যে সকল কার্য্যের কারণ এক, তাহাদেরও অবান্তরভেদ স্বীকার করিতে হইলে কারণভেদজন্য কার্য্যের ভেদ অবশ্যম্ভাবী এই নিয়মটী থাকিল না। তাহা হইলে কার্য্যভেদ আকস্মিক হইয়া পড়িল। সেই কথা কেহ বলিয়াছেন, তদ্বস্তু এবং তদ্ভিন্ন বস্তু উভয়ে বিভিন্নস্বভাব কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। [অর্থাৎ এক কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না।] সেই সুখ প্রভৃতি বস্তু কি জ্ঞানভিন্ন ? [অর্থাৎ জ্ঞানভিন্ন নহে] কারণ—সেই (সুখাদি এবং জ্ঞান) বিজ্ঞানের যাহা কারণ, সুখাদিরও তাহাই কারণ। এই পর্য্যন্ত তাঁহার কথা।

অতএব উপসংহারে বৌদ্ধ আমাদের বক্তব্য এই যে, সুখ প্রভৃতি জ্ঞান হইতে অভিন্ন, কারণ—জ্ঞানের কারণ এবং সুখাদির কারণ অভিন্ন। এই সেই মতটী যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ—জ্ঞান ও সুখাদির অভেদসাধকহেতু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। কারণ—নিজ নিজ অনুভূতির গোচর সুখাদি আনন্দাদি-স্বরূপে অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে, জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) বিষয়ানুভব-স্বরূপে অনুভূয়মান হয়, অতএব উহাদের পরস্পরভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া তাহাদের অভেদানুমান কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? অতএব (বক্ষ্যমাণ কারণে) এই কথাও বলিতে পার না। এইরূপে সুখ-জ্ঞানের স্বরূপ, বিভিন্নাকারহর্ষবিষাদপ্রভৃতি ইহার বিবর্ত্ত বলিয়া আমরা দেখি। সেই জ্ঞানের পক্ষে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন সংজ্ঞা কর, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। এই সেই কথা! কারণ—জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) বিষয়ানুভবস্বরূপ এই বলিয়াই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এবং সুখপ্রভৃতি বিষয়ানুভবস্বরূপে উপলব্ধির বিষয় হয় না। (ইহাই বক্ষ্যমাণ কারণ।) জ্ঞানই সবিষয়কজ্ঞানরূপে উপলব্ধির গোচর হইয়া থাকে। (জ্ঞান কখনও নির্বিবিষয়ক হয় না।) সুখ বা দুঃখ কখনও সবিষয়ক বলিয়া উপলব্ধির গোচর হয় না।

মূল

যত্তু সুখজ্ঞানং দুঃখজ্ঞানমিতি প্রতিভাসভেদঃ স ন জ্ঞানস্বভাবভেদকৃত এব সংশয়জ্ঞানং বিপর্য্যয়জ্ঞানমিতিবৎ। উক্তমত্র সংশয়বিপর্য্যয়াদৌ বিষয়ানুভবস্বভাবত্বমনুস্যূতমবভাতি, সংশয়ো হি বিষয়গ্রহণাত্মকোঽনুভূয়তে, অনিশ্চিতং তু বিষয়ং গৃহ্নাতি বিপর্য্যয়োঽপি বিষয়গ্রহণাত্মক এব বিপরীত-মসন্তং বা বিষয়ং গৃহ্নাতি, ন তু বিষয়গ্রহণস্বভাবং সুখং দুঃখঞ্চানুভূয়তে। অন্য এবায়ং গ্রাহ্যৈকস্বভাব আন্তরো ধর্ম্মঃ সুখদুঃখাদিরিতি ঘটজ্ঞানবদ্-বিষয়তয়ৈব জ্ঞানং ভিনত্তি, ন স্বভাবভেদেন সংশয়বদিতি। তত্রৈতৎ স্যাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ সুখাদে র্ন গ্রাহ্যৈকস্বভাবত্বম্। অতশ্চ গ্রাহ্যগ্রহণোভয়-স্বভাবত্বাদ্ জ্ঞানমেব তদিতি। নৈবং বোচঃ। প্রকাশত্বং জ্ঞানেঽপি প্রতিক্ষিপ্তুং

প্রতিক্ষেপ্স্যতে, তৎকৃতঃ সুখাদৌ ভবিষ্যতি। ন হি গ্রহণস্বভাবং ক্বচিৎ সুখমনুভবতি জ্ঞানবদিতি। নন্বস্য প্রকাশত্বানভ্যুপগমে সুখাদেরুৎপাদানুৎপাদয়োরবিশেষাৎ সর্ব্বদা সুখিত্বং ন কদাচিদ্বা স্যাদিতি। নৈতদেবম্। উৎপন্নমেব সপদি সুখং গৃহ্যতে জ্ঞানেনেতি কথমনুৎপন্নান্ন বিশিষ্যতে? প্রত্যুত স্বপ্রকাশসুখবাদিনামেব দোষঃ স্বপ্রকাশস্য দীপাদেঃ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ। ক্বচিৎ সন্তানে স্ব-প্রকাশসুখোৎপাদাৎ তেনৈব স্বপ্রকাশেন সুখেনান্যোঽপি সুখী স্যাদ্ যস্যাপি সুখং নোৎপন্নমিতি।

অনুবাদ

কিন্তু সুখজ্ঞান ও দুঃখজ্ঞান বলিয়া যে জ্ঞানের আকারভেদ অনুভূয়মান হয়, তাহা (সেই আকারভেদ) জ্ঞানের স্বরূপভেদকৃত, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। (স্বরূপভেদ বিষয়ভেদকৃত, সুখদুঃখই বিষয়। জ্ঞান স্বয়ং সুখদুঃখস্বরূপ নহে) যেরূপ সংশয়াত্মক জ্ঞান এবং বিপর্য্যয়াত্মক জ্ঞানের আকারভেদ জ্ঞানের স্বরূপভেদকৃত হইয়া থাকে, [অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞানের জ্ঞানরূপে সাম্য থাকিলেও বিষয়ভেদ-নিবন্ধন তাহাদেরও স্বরূপভেদবশতঃ যেরূপ আকারভেদ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুখজ্ঞান দুঃখজ্ঞানেরও ব্যবস্থা।] এই সংশয়-বিপর্য্যয় প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে যে, সংশয়-বিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্ঞান সবিষয়ক অনুভবস্বরূপ, ঐ ভাবটী উহাতে ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ আছে। কারণ—সংশয় সবিষয়ক জ্ঞানরূপে সকলেরই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু বিপর্য্যয় অপেক্ষা সংশয়ের ইহাই পার্থক্য যে, সংশয়ের যাহা বিষয়, তাহা অনিশ্চিত। [অর্থাৎ তদংশে নিশ্চয় হয় না। সংশয়ে দুইটী কোটি থাকে, তন্মধ্যে একটীও স্থিরীকৃত নহে।] ভ্রমস্বরূপ নিশ্চয়ও সবিষয়জ্ঞানভিন্ন আর কিছু নহে, তাহার বিষয় বিপরীত (বাধিত) বা অলীক। কিন্তু সুখ এবং দুঃখ সবিষয়কজ্ঞানস্বরূপে অনুভূত হয় না। এই সুখদুঃখপ্রভৃতি জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত, গ্রাহ্যভূত, আন্তর ধর্ম্ম। অতএব সুখদুঃখ প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য বিষয়গুলি কেবলমাত্র বিষয় বলিয়া (সবিষয়ক নহে বলিয়াই)

জ্ঞান হইতে ভিন্ন, যেরূপ ঘটজ্ঞান হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। [অর্থাৎ ঘটজ্ঞান যেরূপ সবিষয়ক বলিয়া সুখদুঃখাদি তাহা হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ অন্যান্য জ্ঞানও সবিষয়ক বলিয়া সুখদুঃখাদি তাহা হইতেও ভিন্ন। যেরূপ সংশয়ের অন্যান্য জ্ঞান হইতে স্বরূপভেদ আছে, তদ্রূপ সুখদুঃখাদি জ্ঞান-স্বরূপ হইলেও অন্যান্য জ্ঞান হইতে তাহার স্বরূপ-ভেদ আছে, ইহা নহে। ইহা সিদ্ধান্তবাদী আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপক্ষ) সেই মতের উপর ইহা আপত্তি হইতে পারে যে, সুখপ্রভৃতি আন্তরগুণগুলি স্বপ্রকাশ বলিয়া কেবলমাত্র গ্রাহ্যস্বরূপ নহে, অতএব গ্রাহ্য এবং গ্রাহক উভয়স্বভাব বলিয়া তাহারা জ্ঞানেরই স্বরূপ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর বক্তব্য। (উত্তর) ইহা বলিতে পার না। জ্ঞানেরও উপর স্বপ্রকাশত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং প্রতিষিদ্ধ হইবে। তবে কেন সুখাদির উপর স্বপ্রকাশত্ব থাকিবে ? (অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সুখাদিরও উপর থাকিবে না।] কারণ—কেহ জ্ঞানের ন্যায় সুখকে গ্রাহক বলিয়া অনুভব করে না। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, সুখাদিকে স্বপ্রকাশ না বলিলে সুখাদির উৎপত্তি ও অনুৎপত্তির কোন প্রকার বৈষম্য না থাকায় সকল সময়ে জীব সুখী হোক, বা কোন সময়ে সুখী না হোক [অর্থাৎ সুখ স্বপ্রকাশ না হইলে সুখ থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান] এই কথা বলিতে পার না। সুখ উৎপন্ন হইলেই তাহার অনুভূতি হইয়া থাকে, সুতরাং অনুৎপন্ন সুখ হইতে উৎপন্ন সুখের বৈষম্য কেন না হইবে ? পরন্তু স্বপ্রকাশসুখবাদিদের ইহা দোষ (সুখের স্বপ্রকাশত্ববাদ দোষ) কারণ—স্বপ্রকাশদীপপ্রভৃতি সকলের পক্ষে নির্ব্বিশেষ। কোন ধারায় স্বপ্রকাশ সুখের উৎপত্তিবশতঃ স্বপ্রকাশ সেই সুখের দ্বারাই অন্য ধারাভুক্ত লোকও সুখী হোক, যাহার সুখ উৎপন্ন হয় নাই। ক্ষণিক বস্তু সন্তান-বাদী বৌদ্ধের প্রতি ইহা আমাদের কথা।

মূল

কিঞ্চ কিমেকমেব জ্ঞানং সর্ব্বসুখদুঃখাদ্যশেষাকারভূষিতমিষ্যতে, উত কিঞ্চিৎ সুখাত্মকং কিঞ্চিদ্ দুঃখাত্মকং জ্ঞানমিতি। আদ্যে পক্ষে

সর্ব্বাকারখচিত-জ্ঞানোপজননাদেকস্মিন্নেব ক্ষণে পরস্পরবিরুদ্ধ-সুখদুঃখাদি-ধর্ম্ম প্রবন্ধ-বেদনপ্রসঙ্গঃ। উত্তরস্মিংস্ত্র কিঞ্চিৎ সুখজ্ঞানং কিঞ্চিদ্ দুঃখজ্ঞানমিতি যৎকিঞ্চিদসুখদুঃখচিতং বিষয়ানুভবস্বভাবমপি জ্ঞানমনুভূয়-মানমেষিতব্যমেব। তচ্চ ন স্বস্থম্, অপি তু * কিঞ্চিৎ কেনচিদ্ ঘটাদিনা বিষয়েণোপরক্তমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামপরক্তং† ঘটাদ্যুপজননাপায়েঽপি তাদৃশং‡ বোধস্বভাবমনুবর্ত্তমানং প্রতীয়তে। তদিদানীং সুখজ্ঞানমপ্যনুভূয়মানং সুখেন বিষয়ভাবজুষা ঘটাদিনেবোপরজ্যতে ইতি গম্যতে ন স্বরূপেণৈব সুখাত্মকং ততো ভিন্নরূপস্য বোধমাত্রস্বভাবস্য জ্ঞানস্যান্যদাদৃষ্টত্বাদিতি। তস্মান্ন বোধরূপাঃ সুখাদয়ঃ।

অনুবাদ

আরও এক কথা, একটী জ্ঞানই কি সুখদুঃখ প্রভৃতি সকল আন্তর গুণের সর্ব্বপ্রকার আকারে অলঙ্কৃত ইহা বলিয়া থাক [অর্থাৎ এক একটী জ্ঞান সুখদুঃখপ্রভৃতি সকল আন্তরগুণাত্মক ইহা বলিয়া থাক] অথবা কিঞ্চিৎ জ্ঞান সুখাত্মক, অপর কিঞ্চিৎ জ্ঞান দুঃখাত্মক ?—সুখাদির জ্ঞান-রূপত্ববাদী তোমাদের প্রতি ইহা আমাদের জিজ্ঞাস্য। প্রথম মতটী যদি তোমাদের সম্মত হয়, তাহা হইলে তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, একই জ্ঞান সুখদুঃখাদির আকারে ভূষিত বলিয়া (সুখদুঃখাদিস্বরূপ বলিয়া) একই ক্ষণে সুখদুঃখপ্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ সর্ব্ববিধ আন্তর ধর্ম্মগুলির অনুভূতির আপত্তি। কিন্তু দ্বিতীয় মতটী যদি তোমাদের সম্মত হয়, তাহা হইলে তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানবিশেষ সুখাত্মক এবং জ্ঞানবিশেষ দুঃখাত্মক বলিয়া অপর কোন জ্ঞান সুখদুঃখের সহিত সংস্রবশূন্য অথচ সবিষয়ক অনুভবস্বরূপ ও অনুভূয়মান হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এবং সেই জ্ঞানটী নির্বিষয়ক নহে, পরন্তু কিঞ্চিৎ জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) ঘট প্রভৃতি কোন বিষয়ের দ্বারা বিশেষিত,

* আদর্শপুস্তকয়োঃ কেনচিদ্ ঘটাদিনেতি পাঠো ন শোভনঃ।

† আদর্শপুস্তকয়োরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ইতি পাঠো ন শোভনঃ।

‡ আদর্শপুস্তকয়ো ঘটাদ্যুপজননাপায়েঽপি বোধস্বভাবমিতি পাঠো ন শোভনঃ।

ইহা অন্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা বুঝা যায়। এবং অপর কোন জ্ঞান (পরোক্ষ) ঘটাদিবিষয়ের ধ্বংস হইলেও তাহার দ্বারা (বিষয়িতা-সম্বন্ধে) বিশেষিত বুঝা যায়, যখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই বিষয়কে লইয়া জ্ঞানের স্বরূপ প্রবৃত্ত হয়। সেইজন্য এখন অনুভূয়মান সেই সুখজ্ঞানেরও পক্ষে সুখ বিষয় হইয়া ঘটাদির ন্যায় বিশেষণ ইহা বুঝা যায়। জ্ঞানের ও সুখের স্বরূপ এক নহে। কারণ—সেই সুখ হইতে জ্ঞানের স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহা অন্য সময়ে দেখা গিয়াছে। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, সুখপ্রভৃতি আন্তরগুণগুলি জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মূল

অভিন্নহেতুজত্বাদিতি চায়মসিদ্ধো হেতুঃ, সমবায়িকারণস্যাত্মনোঽসমবায়িকারণস্যাত্মমনঃ*সংযোগস্য চাভেদেঽপি নিমিত্তকারণস্য সুখত্ব-জ্ঞানত্বাদেভিন্নত্বাৎ। ননু সুখোৎপাদাৎ পূর্ব্বমনাশ্রয়ং সুখত্বসামান্যং কথং তত্র স্যাৎ? কশ্চাপি সুখহেতুভিঃ কারকৈঃ সংসর্গঃ অসংসৃষ্টঞ্চ কথং কারকং স্যাৎ? উচ্যতে। সর্ব্বগতানি সামান্যানি সাধয়িষ্যন্তে ইতি সন্তি তত্রাপি সুখত্বাদীনি, যোগ্যতালক্ষণ এব চৈষাং সুখহেতুভিঃ কারকৈঃ সংসর্গো ধর্ম্মাধর্ম্মবৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হি সর্ব্বস্য প্রাণিনাং সুখদুঃখহেতো-র্জায়মানস্য শাল্যাদেঃ কার্য্যস্য কারণং তয়োশ্চ তৎকারণৈর্বীজক্ষিতি-জলাদিভিঃ সহ যোগ্যতৈব সংসর্গ এবং সুখত্বাদীনামপি স্যাৎ।

তস্মান্নিমিত্তকারণভেদাদ্ ভিন্নানি জ্ঞানসুখাদীনি কার্য্যাণি।

নিমিত্তকারণান্যত্বমপি কার্য্যস্য ভেদকম্।
বিলক্ষণা হি দৃশ্যন্তে ঘটাদৌ পাকজা গুণাঃ॥
অপি চ জ্ঞানমিচ্ছন্তি ন সর্ব্বে জ্ঞানপূর্ব্বকম্।
সুখদুঃখাদি সর্ব্বন্তু বিষয়জ্ঞানপূর্ব্বকম্॥
বিষয়ানুভবোৎপাদ্যা যত্রাপি ন সুখাদয়ঃ।
তত্রাপি তেষামুৎপত্তৌ কারণং বিষয়স্মৃতিঃ॥

* আদর্শপুস্তকদ্বয়োঽসমবায়িকারণস্যাত্মনঃ সংযোগস্য অভেদেঽপীতি পাঠো ন শোভনঃ।

অনুবাদ

এবং সুখাদির জ্ঞানরূপত্বসাধনের জন্য বিজ্ঞানাভিন্ন-হেতুজন্যত্বরূপ যে সাধনের প্রয়োগ করিয়াছ, তাহা দুষ্ট হেতু, স্বরূপাসিদ্ধিরূপ হেত্বাভাসে ঐ হেতু দূষিত। কারণ—সমবায়িকারণভূত আত্মা এবং অসমবায়িকারণভূত আত্মমনঃসংযোগের অভেদ থাকিলেও সুখত্বজ্ঞানত্বপ্রভৃতি নিমিত্তকারণের ভেদ আছে। [অর্থাৎ জ্ঞান এবং সুখাদির পক্ষে সমবায়িকারণ এবং অসমবায়িকারণ অভিন্ন হইলেও নিমিত্তকারণের ভেদ আছে, কারণ— জ্ঞানের পক্ষে জ্ঞানত্ব নিমিত্ত কারণ, এবং সুখাদির পক্ষে সুখত্বপ্রভৃতি নিমিত্তকারণ, জ্ঞানত্ব নিমিত্তকারণ নহে।] আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, সুখের উৎপত্তির পূর্ব্বে সুখরূপ আশ্রয়শূন্য সুখত্বজাতি সুখের সমবায়িকারণ সেই আত্মায় কেমন করিয়া থাকে? এবং সুখহেতুকারকগুলির সহিত (আত্মা এবং আত্মমনঃ-সংযোগ প্রভৃতির সহিত) সুখত্বের সম্বন্ধ কিরূপ? এবং কেমন করিয়াই বা সংসর্গশূন্য বস্তু (সুখত্ব) কারক হইতে পারে? বলিতেছি। [অর্থাৎ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছি, শুন।] জাতি সকলস্থানে থাকিতে পারে, ইহার মীমাংসা পরে করিব। অতএব সেই স্থানেও সুখত্বপ্রভৃতি জাতি থাকে। এবং ইহাদের (সুখত্বপ্রভৃতি জাতির) সুখহেতুভূত কারক-গুলির সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের ন্যায় যোগ্যতাস্বরূপ * সম্বন্ধ। [অর্থাৎ যেরূপ অদৃষ্ট জন্যমাত্রের প্রতি অন্যতম কারণ, এবং তত্তৎ জন্যের পক্ষে অপর বিশেষ কারণ আছে, সেইসকল বিশেষ কারণগুলির সহিত ঐ অদৃষ্টের সম্বন্ধ যোগ্যতাস্বরূপ, এই ক্ষেত্রেও তদ্রূপ] কারণ—ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম প্রাণিগণের সুখদুঃখ-হেতুভূত সর্ব্ববিধ উৎপত্তিশীল শালিপ্রভৃতি কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে, এবং সেই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মে সেই শালিপ্রভৃতি কার্য্যের নিজস্ব কারণ বীজ, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতির সহিত যোগ্যতাই সম্বন্ধ। এবং সুখত্ব প্রভৃতি জাতিরও তাহাই হইতে পারিবে। সেইজন্য নিমিত্তকারণের ভেদবশতঃ জ্ঞানসুখপ্রভৃতি কার্য্যগুলি ভিন্ন হইয়া থাকে। নিমিত্ত-

* অত্রত্য যোগ্যতাশব্দের অর্থ এককার্য্যানুকূলত্ব।

কারণের ভেদও কার্য্যভেদসাধক। কারণ—ঘটপ্রভৃতিতে পাকজন্য বিভিন্নপ্রকার গুণ দেখা যায়। আরও এক কথা [অর্থাৎ জ্ঞান এবং সুখাদির পরস্পর বৈলক্ষণ্যের পক্ষে আরও একটী যুক্তি এই যে,] সকলে জ্ঞানকে জ্ঞানজন্য বলিয়া স্বীকার করে না। কিন্তু সুখদুঃখপ্রভৃতি গুণগুলি বিষয়জ্ঞানজন্য, [অর্থাৎ উপাদেয় এবং হেয়াদিবিষয়ের জ্ঞানজন্য]

যেস্থলে বিষয়ের অনুভবের দ্বারা সুখদুঃখাদির উৎপত্তি হয় না, সেইস্থলেও বিষয়স্মৃতি (অনুভূতবিষয়ের স্মৃতি) তাহাদের উৎপত্তির পক্ষে কারণ।

মূল

ক্বচিত্তু সঙ্কল্পোঽপি সুখস্য কারণতাং প্রতিপদ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বং সুখাদি জ্ঞানপূর্ব্বকমেব। জ্ঞানমপি জ্ঞানপূর্ব্বকমেবেতি চেন্ন * উপরিষ্টান্নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ। ন হি গর্ভাদৌ মদমূর্চ্ছাদ্যনন্তরং বা জ্ঞানমুপজায়মানং জ্ঞানান্তরপূর্ব্বকং ভবতীতি বক্ষ্যামঃ। তেন সুখাদীনাং বৈলক্ষণ্যোপপাদনাৎ সুখাদিব্যবচ্ছেদস্য সিদ্ধত্বাজ্ জ্ঞানপদোপাদানম্ † ব্যভিচারাব্যভিচারৌ হি জ্ঞানস্য ধর্ম্মৌ ন সুখাদেরতস্তদুপাদানাৎ তদ্ধর্ম্মযোগিজ্ঞানং লভ্যতে এব কিং জ্ঞানগ্রহণেন? নৈতদেবম্। সুখস্যাপি সব্যভিচারস্য দৃষ্টত্বাৎ। কিং পুনঃ সুখং ব্যভিচারবদ্ দৃষ্টম্? যদেতৎ পরদারাভিমর্শাদিনিষিদ্ধাচরণসম্ভবং সুখং তদ্ ব্যভিচারি। ননু সুখস্য কীদৃশো ব্যভিচারঃ? জ্ঞানস্যাপি কীদৃশো ব্যভিচারঃ? অতস্মিংস্তথাভাবঃ সুখস্যাপি অতস্মিংস্তথাভাব এব। কিং পরপুরন্ধ্রিপরিরম্ভসম্ভবং সুখং সুখং ন ভবতি? কিং শুক্তিকায়াং রজতজ্ঞানং জ্ঞানং ন ভবতি? জ্ঞানং তদ্ ভবতি, কিন্তু মিথ্যা। ইদমপি সুখং ভবতি, কিন্তু মিথ্যা। ননু ন সুখং মিথ্যা, তদপি হ্যানন্দস্বভাবমেব। যদ্যেবং শুক্তিকায়াং রজতজ্ঞানমপি ন মিথ্যা, তদপি হি বিষয়ানুভবস্বভাবমেব।

* নঞ্পদানুপাদানে পঙ্ক্যান্তনিরাকরিষ্যমাণত্বপদস্থানানুপপত্তেঃ। অতএব আদর্শপুস্তকস্থ ইতি চেদিতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

† জ্ঞানপদোপাদানমিতি পাঠাসত্ত্বে পঙ্ক্যন্ত সিদ্ধত্বাদিতি পদস্থানানুপপত্তেঃ। অতএবাদর্শপুস্তকস্থঃ সিদ্ধত্বাদিতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

অনুবাদ

কিন্তু কোনস্থলে সঙ্কল্পাত্মক জ্ঞানও সুখের কারণ হইয়া থাকে। সেইজন্য সুখপ্রভৃতি গুণগুলি জ্ঞানপূর্ব্বক, ইহার অন্যথা নাই। যদি বল যে, সকল জ্ঞানও জ্ঞানজন্য, তদুত্তরে বক্তব্য যে, তাহাও বলিতে পার না, কারণ—অগ্রে তাহার প্রতিষেধ করিব। কারণ--গর্ভাদি-কালে অথবা মদ-মূর্চ্ছাদির অনন্তর জায়মান জ্ঞান (প্রথম উৎপদ্যমান জ্ঞান) জ্ঞানজন্য হয় না এই কথা পরে বলিব। সেইজন্য সুখপ্রভৃতি আন্তর গুণগুলি জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ ইহার উপপাদন করায় সুখপ্রভৃতি গুণের ব্যাবর্ত্তন সিদ্ধ করিবার জন্য জ্ঞানপদের উল্লেখ করা হইয়াছে। [অর্থাৎ জ্ঞানপদের উল্লেখ করিলেও সুখপ্রভৃতি জ্ঞান হইতে অভিন্ন বলিয়া সুখাদির ব্যাবর্ত্তন সম্ভবপর নহে, এই আশঙ্কার অপনোদনের জন্য বলিতেছেন যে, জ্ঞানপদের উল্লেখ করিলে সুখাদির লাভ হয় না, কারণ—জ্ঞান ও সুখাদি পরস্পর বিলক্ষণ] যদি বল যে, ব্যভিচার এবং অব্যভিচার জ্ঞানের ধর্ম্ম [অর্থাৎ জ্ঞানই ব্যভিচারী এবং অব্যভিচারী হইতে পারে,] সুখাদির তাহা ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব 'অব্যভিচারী' এই বিশেষণটী গৃহীত হওয়ায় (জ্ঞানপদটীর উল্লেখ না করিলেও) জ্ঞান তাদৃশ বিশেষণের বিশেষ্য ইহা বুঝা যাইতে পারেই, সুতরাং জ্ঞানপদের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।—এই কথা বলিতে পার না। কারণ—সুখও ব্যভিচারী হয়, ইহা দেখা গিয়াছে। আচ্ছা ভাল কথা, জিজ্ঞাসা করি, কোন্ সুখকে ব্যভিচারী বলিয়া বুঝিয়াছ? (উত্তর) পরস্ত্রীস্পর্শরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণজন্য যে সুখ, তাহা ব্যভিচারী। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, সুখের ব্যভিচার কিরূপ। (উত্তর) জ্ঞানের ব্যভিচার কিরূপ? যদি বল যে, তচ্ছূন্য স্থানে তাহার সত্তা ব্যভিচার, (জ্ঞানের পক্ষে অন্য বিষয়কে তদিতররূপে যে প্রকাশ, তাহাই ব্যভিচার) তদুত্তরে বক্তব্য যে, সুখেরও তচ্ছূন্য স্থানে তাহার সত্তাই ব্যভিচার। (সুখের পক্ষে বিশুদ্ধ সুখের অনুপায়ে বিশুদ্ধ সুখের কল্পিত উপায়ত্বই ব্যভিচার)।

প্রশ্ন—তবে কি পরস্ত্রীর সহিত আলিঙ্গন-জন্য সুখ সুখ নহে ?

উত্তর —শুক্তিকার উপর রজত-জ্ঞান কি জ্ঞান নহে ?

পূর্ব্বপক্ষীর মত—তাহা জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা মিথ্যা জ্ঞান।

সিদ্ধান্তবাদীর কথা—ইহাও সুখ বটে, কিন্তু তাহা মিথ্যা সুখ।

প্রশ্ন—আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সুখ মিথ্যা হয় না, তাহাও আনন্দস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

উত্তর—যদি এই কথা বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শুক্তিকার উপর রজত-জ্ঞানও মিথ্যা নহে, কারণ—তাহাও সবিষয়ক অনুভব ভিন্ন আর কিছু নহে। (অন্য মতে এই রজত-জ্ঞানটী অনুভব নহে, ইহা স্মৃতি কিন্তু ন্যায়মতে ইহা অনুভব।)

মূল

নন্বু বিষয়ানুভব-স্বভাবমপি তদ্ জ্ঞানং বিষয়ং ব্যভিচরতি। সুখমপি তর্হি ইদমানন্দস্বভাবমপি বিষয়ং ব্যভিচরত্যেব। কিমসুখসাধনেন তজ্জনিতম্? জ্ঞানমপি কিমজ্ঞানসাধনেন জনিতম্? নন্বু জ্ঞানং জ্ঞান-সাধনেন জনিতম্ অসত্যেন তু* প্রত্যক্ষবাধিতেন রজতাদিনা। সুখমপি সুখসাধনেন জনিতম্, অসত্যেন তু শাস্ত্রবাধিতেন পরবনিতাদিনা। কিং পরবনিতাদি ন সত্যম্। তত্রাপি জ্ঞানজনকং সত্যম্। অসত্যং প্রত্যক্ষবাধিতত্বাৎ। পরবনিতাদ্যপি সুখসাধনমসত্যং শাস্ত্রবাধিতত্বাৎ। নন্বু শাস্ত্রেণ কিমত্র বাধ্যতে? জ্ঞানেঽপি প্রত্যক্ষেণ কিং বাধ্যতে? বিষয়ো মিথ্যেতি খ্যাপ্যতে। শাস্ত্রেণাপি সুখস্য হেতুর্মিথ্যেতি খ্যাপ্যতে। কিং স বিষয়ঃ সুখহেতুর্ন ভবতি?

যথা স্বেষ বিষয়ঃ কলুষস্য জ্ঞানস্য হেতুস্তথা সোঽপি কলুষস্য কটু-বিপাকস্য সুখস্য হেতুরিতি তথাবিধং সুখমপি ব্যভিচারি ভবত্যেবেত্যা-লমতিকেলিনা! তস্মাৎ সমানন্যায়ত্বাৎ সুখে ব্যভিচারিতাঽস্তীত্যব্যভিচারি-পদাজ্ জ্ঞানং ন লভ্যতে।

* অসত্যেনেত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

অনুবাদ

পূর্ব্বপক্ষীর কথা—আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, শুক্তির উপর রজতবিষয়ক জ্ঞান সবিষয়ক অনুভবস্বরূপ হইলেও তাহার বিষয়াংশে ব্যভিচার আছে।

সিদ্ধান্তবাদীর কথা—তাহা হইলে এই সুখও আনন্দস্বরূপ হইলেও সুখ-সাধনাংশে তাহার ব্যভিচার আছে।

প্রশ্ন—তবে কি সেই সুখ সুখ-সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয় নি ?

উত্তর—ঐ জ্ঞানও কি জ্ঞান-সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয় নি ?

পূর্ব্বপক্ষীর মত—আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, জ্ঞানটী (শুক্তির উপর রজতপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানটী) জ্ঞান-সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা মিথ্যা, প্রত্যক্ষবাধিত [অর্থাৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা যাহার সত্তা তৎকালে প্রমাণিত না হইয়া অভাব প্রমাণিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষবাধিত।] যথা রজত প্রভৃতি বিষয়।

সিদ্ধান্ত—সুখও সুখ-সাধনের দ্বারা উৎপাদিত, কিন্তু তাহাও অসত্য, শাস্ত্রবাধিত পরবনিতা প্রভৃতি।

প্রশ্ন—পরবনিতা প্রভৃতি উপায় কি মিথ্যা ?

উত্তর—সেই পক্ষেও জ্ঞান-সাধন কি সত্য ?

পূর্ব্বপক্ষীর মত—কথিত জ্ঞানের সাধন মিথ্যা, কারণ—তাহা প্রত্যক্ষ-বাধিত।

উত্তর—পরস্ত্রী প্রভৃতি সুখসাধনও মিথ্যা, কারণ—তাহা শাস্ত্রবাধিত (শাস্ত্রনিষিদ্ধ)।

প্রশ্ন—আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, শাস্ত্র কিরূপ বাধা দিতেছে ?

উত্তর—জ্ঞানের পক্ষেও প্রত্যক্ষ কিরূপ বাধা দিতেছে ?

পূর্ব্বপক্ষীর মত – জ্ঞানের বিষয় মিথ্যা, প্রত্যক্ষ ইহা প্রকাশ করিতেছে।

উত্তর—পরস্ত্রী প্রভৃতি সুখের প্রকৃত উপায় নহে, উহা মিথ্যা, [অর্থাৎ কল্পিত সাধন] শাস্ত্রও ইহা বলিয়া দিতেছে।

(প্রশ্ন) পরস্ত্রী প্রভৃতি সেই বস্তুগুলি কি সুখের কারণ হয় না? (উত্তর) কিন্তু যেরূপ (শুক্তির উপর আরোপিত) এই রজত প্রভৃতি বিষয় অযথার্থ জ্ঞানের হেতু, তদ্রূপ পরস্ত্রী প্রভৃতি সেই বিষয়ও অবিশদ এবং যাহার পরিণাম বিষময় এইরূপ সুখের কারণ অতএব তাদৃশ সুখও ব্যভিচারী হইয়া থাকেই, (সুখের যাহা প্রকৃত কারণ তদতিরিক্ত হইতে সুখ উৎপন্ন হওয়ায় সুখ ব্যভিচারী হইতেছে) অতএব এই বিষয় লইয়া অধিক আলোচনারূপ ক্রীড়া করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য, তুল্যযুক্তিবশতঃ সুখও ব্যভিচারী হইয়া থাকে, অতএব (জ্ঞানপদের উল্লেখ না করিলে) কেবলমাত্র 'অব্যভিচারী' এই বিশেষণ হইতে একমাত্র জ্ঞানের লাভ হয় না।

মূল

অপর আহ—কিমনেন ভিক্ষুকলহেন? মা ভূদব্যভিচারিপদাজ্জ্ঞানস্য লাভস্তথাপি ব্যবসায়াত্মকপদাল্লভ্যতে এব জ্ঞানম্, ন হি সুখদুঃখাদয়ো ব্যবসায়াত্মকা ভবন্তি, কিন্তু জ্ঞানমেব তথাবিধমিতি। সংশয়ব্যবচ্ছেদার্থক তৎপদমিতি চেৎ—সত্যম্; সুখাদিব্যবচ্ছেদমপি কর্ত্তুমলমেব ভবতি, ব্যবসায়াত্মকত্বস্য সুখাদিষ্বসম্ভবাদিতি। তদেবং সিদ্ধেঽপি সুখাদিব্যবচ্ছেদে কর্ত্তব্যমেব জ্ঞানগ্রহণং বিশেষ্যনির্দ্দেশার্থত্বাৎ। তস্য হি সর্ব্বাণ্যমূনি বিশেষণান্যপাত্তানি তদনুপাদানে নিরালম্বনানি ভবেয়ুঃ। শ্রোতুশ্চ বুদ্ধির্ন সমাধীয়েতেতি, তেন বলাদ্‌গম্যমানমেব কর্ত্তব্যমেব জ্ঞানগ্রহণম্। অর্থাক্ষিপ্তস্যাবচনে প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষমিত্যেতাবন্মাত্রমভিধেয়ং স্যাদন্যদর্থাল্লভ্যত এব। তস্মাদ্ ধর্ম্মিনির্দ্দেশার্থং যুক্তং জ্ঞানপদম্।

অনুবাদ

অপরে বলিয়াছেন—এই প্রকার নির্ব্বোধ লোকের কলহ অপ্রয়োজনীয়, 'অব্যভিচারী' এই পদ হইতে জ্ঞানের লাভ না হোক। তাহা হইলেও 'ব্যবসায়াত্মক' এই পদ হইতে জ্ঞানলাভ হইতেই পারে।

কারণ—সুখদুঃখ প্রভৃতি আন্তর গুণগুলি ব্যবসায়াত্মক হয় না। কিন্তু একমাত্র জ্ঞানই তাদৃশ হইয়া থাকে। এই পর্যান্ত অপরের মত। যদি বল যে, সংশয়প্রভৃতির ব্যাবর্ত্তনের জন্য 'ব্যবসায়াত্মক' এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে (সুখাদির ব্যাবর্ত্তনের জন্য নহে), হাঁ, ঠিক কথা বটে। কিন্তু ঐ পদের দ্বারা সুখাদির ব্যাবর্ত্তনও অসম্ভব নহে; কারণ—ব্যবসায়াত্মকত্ব সুখাদিতে সম্ভবপর নহে। সেইজন্য এইরূপে সুখাদির ব্যাবর্ত্তন যুক্তিযুক্ত হইলেও জ্ঞানপদের উল্লেখ বিশেষ্য-নির্দ্দেশের জন্য অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ—সেই জ্ঞানের পক্ষে ঐসকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই জ্ঞানের উল্লেখ না করিলে ঐ বিশেষণগুলি নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, এবং শ্রোতার বুদ্ধি স্থির হয় না। অতএব (জ্ঞানপদের উল্লেখ না করিলে) কল্পনার প্রভাবে জ্ঞান বুঝা যাইতেছে বলিয়া জ্ঞানের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করাই কর্ত্তব্য। অর্থের দ্বারা যাহা আক্ষিপ্ত হইতে পারে, শব্দের দ্বারা তাহার উল্লেখ না করিলে প্রত্যক্ষ যাহা হইতে হয়, তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণ এইমাত্র বলা উচিত। অন্য সকল অর্থাক্ষেপের দ্বারা লভ্য হইতে পারেই। অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, বিশেষ্যকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য জ্ঞানপদের উল্লেখ যুক্তিযুক্ত।

টিপ্পনী

সুখাদির জ্ঞানরূপতাবাদ বৌদ্ধদার্শনিকের সম্মত, নৈয়ায়িকপ্রভৃতি দার্শনিকের সম্মত নহে। নৈয়ায়িকের মতে সুখদুঃখপ্রভৃতি আত্মনিষ্ঠ বিভিন্নগুণ। উদ্দ্যোতকরও সঙ্ক্ষিপ্তভাবে সুখাদির জ্ঞানরূপতার প্রতিষেধ করিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সুখাদির জ্ঞানরূপতাবাদ-নিরাকরণ-প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, চন্দনস্পর্শ-বিষয়ক জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রী এবং সুখোৎপাদক সামগ্রী এক নহে। যদি এক হইত, তাহা হইলে শীতার্ত্ত ব্যক্তির যেরূপ চন্দনস্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে তদ্রূপ সুখও উৎপন্ন হইত। কিঞ্চিৎ কারণের ভেদ হইলেও কার্য্যভেদ হইয়া থাকে। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত

বিষয়ের সন্নিকর্ষ না হইলেও কেবলমাত্র জ্ঞান হইতেই সুখদুঃখের উৎপত্তি দেখা যায়। স্বপ্নকালে ঐভাবেই সুখদুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বত্রই জ্ঞান হইতেই সুখদুঃখের উৎপত্তি স্বীকার করা উচিত। এবং যে স্থলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইবার পর সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়, সেইস্থলেও সুখদুঃখের উৎপত্তির পূর্ব্বে জ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বত্র জ্ঞানই সুখদুঃখের উৎপাদক, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ নহে। সন্নিকর্ষ জ্ঞানের সাধক এইমাত্র বলা যাইতে পারে। এইরূপ একটী মত তাৎপর্য্যটীকা-গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুখদুঃখাদি জ্ঞানজন্য এই মতের আলোচনা জয়ন্তও করিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ঐ মতের সুরক্ষার উপযোগী কোন আলোচনা করেন নাই। এবং সুখদুঃখের প্রতি সন্নিকর্ষের কারণত্ববাদও প্রতিষিদ্ধ করেন নাই। সুতরাং জয়ন্তও ঐ মতের প্রতিকূল। বাচস্পতি মিশ্র ঐ মতের প্রতিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঐ মতটী সঙ্গত নহে, কারণ—ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তাকাল স্বপ্নকালে সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় না। সেই সময়ে কোন একটী বিষয়ের জ্ঞানের ন্যায় সুখদুঃখের জ্ঞানও ভ্রমাত্মক। স্বপ্নকালে সুখদুঃখের উৎপত্তির পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপযোগিতা নাই. কিন্তু তৎকালে সুখদুঃখবিষয়ক বুদ্ধির উৎপত্তির পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা আছে। এইজন্য সেই সময়ে সুখদুঃখের ভ্রমাত্মক বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে। বিষয়-সাক্ষাৎকার না হইলে সুখদুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে না। যদিও সন্নিকর্ষ সাক্ষাৎকারের হেতু, এবং সাক্ষাৎকার সুখদুঃখের হেতু, তথাপি সুখদুঃখের পক্ষে সন্নিকর্ষ অন্যথাসিদ্ধ নহে। কারণ—পরবর্ত্তী কারণকে লইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কারণকে অন্যথাসিদ্ধ করিলে পটাদিকার্য্যের পক্ষে তন্তুসংযোগপ্রভৃতি পরবর্ত্তী কারণকে লইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ তন্তুপ্রভৃতির অন্যথাসিদ্ধত্বের আপত্তি হয়। আরও এক কথা. যদি কেবলমাত্র বিষয়সাক্ষাৎকার সুখদুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং যুক্ত যোগীরও সুখদুঃখের আপত্তি হয়। কারণ—ঈশ্বরের সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ত, এবং যুক্ত যোগীরও যোগবলে প্রতিক্ষণে সর্ব্ববিষয়ের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। অতএব বাধ্য হইয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষকেও সুখদুঃখের হেতু বলিতে হইবে।

স্রক্‌চন্দনাদিবিষয়ের সন্নিধান ঘটিলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ, ইষ্টের উপলব্ধি, আত্মমনঃসংযোগ এবং ধর্ম্মের সহায়তায় সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং দুঃখও এই ভাবে উৎপন্ন হয়।

জয়ন্ত 'ব্যবসায়াত্মক' এই বিশেষণের দ্বারা সংশয়াদির ব্যাবর্ত্তন সিদ্ধ হইয়াছে এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র এই বিশেষণটীর উদ্দেশ্য লইয়া সূক্ষ্মগবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই বিশেষণটীর মুখ্য উদ্দেশ্য সবিকল্পক-প্রত্যক্ষসংগ্রহ, গৌণ উদ্দেশ্য সংশয়-ব্যাবর্ত্তন। ইহা না বলিলে দোষ হয়, কারণ—পূর্ব্বপ্রযুক্ত 'অব্যভিচারী' এই বিশেষণের দ্বারাই সংশয়ের ব্যাবর্ত্তন সিদ্ধ হইতে পারে। সংশয়জ্ঞানও অযথার্থ জ্ঞান বলিয়া ভ্রমের ন্যায় ব্যভিচারী। সংশয়জ্ঞানে দুইটী পক্ষ থাকে, তন্মধ্যে একটী ভাব আর অপরটী অভাব। তন্মধ্যে একটী বাধিত, অপরটী অবাধিত। সুতরাং সংশয়জ্ঞানও ব্যভিচারী।

মূল

শব্দানামর্থসংস্পর্শিত্বং শাক্যমতনিরাসেন সাধয়িষ্যতে, ইতি শব্দানুপ্রবেশবশেন ব্যপদেশ্যং নাম জ্ঞানমুপপদ্যতে ইতি তদ্‌ব্যবচ্ছেদার্থমব্যপদেশ-পদম্। তত্র বৃদ্ধনৈয়ায়িকাস্তাবদাচক্ষতে। ব্যপদিশ্যতে ইতি ব্যপদেশ্যং শব্দকর্ম্মতামাপন্নং জ্ঞানমুচ্যতে; যদিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুৎপন্নং সদ্ বিষয়-নামধেয়েন ব্যপদিশ্যতে রূপজ্ঞানং রসজ্ঞানমিতি তদ্‌ব্যপদেশ্যং জ্ঞানম্ * তৎপ্রত্যক্ষফলং মা ভূদিত্যব্যপদেশগ্রহণম্। তদিদমনুপপন্নম্। ন হি নামধেয়ব্যপদেশ্যত্বমপ্রামাণ্যকারণং ভবতি, যদি হি তদ্রূপজ্ঞানং রসজ্ঞানঞ্চ বিষয়াব্যভিচারি নিঃসংশয়ঞ্চ তৎকথমপ্রমাণফলমুচ্যতে? ব্যভিচারাদি-দোষ-যোগে বা পদান্তরেণ তৎপ্রতিক্ষেপাৎ কিমব্যপদেশ্যপদেন? প্রমাণফলঞ্চ তদ্‌বিজ্ঞানমিদানীং কিং প্রমাণপ্রভবং ভবন্ন প্রত্যক্ষফলম্ অপি † তু প্রত্যক্ষ-

* আদর্শপুস্তকে তদিতি পাঠো নাস্তি। এষ চ পাঠঃ সমীচীনঃ।

† অপি তু প্রত্যক্ষফলমেবেত্যাদর্শপুস্তকে পাঠো নাস্তি।

ফলমেব এতৎপদপ্রক্ষিপ্তত্বাৎ। নাপ্যনুমানাদিজন্যং তদ্‌বৈলক্ষণ্যাৎ। নাস্তি কিঞ্চিৎ পঞ্চমং প্রমাণমসংগ্রহোঽস্ত লক্ষ্যস্ত লক্ষণেনেতি প্রজ্ঞাপ্রমাদঃ। তস্মাদপব্যাখ্যানমেতদিতি।

অনুবাদ

শব্দগুলির অর্থ সংস্পর্শ [অর্থাৎ অর্থের সহিত বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব] বৌদ্ধমতনিরাসদ্বারা প্রমাণিত করিব। অতএব শব্দের সহিত অর্থের বিশেষ্য বিশেষণ-ভাবরূপ সম্বন্ধবশতঃ (ব্যপদেশ্য) নামক জ্ঞান উপপন্ন হয়, অতএব তাহার ব্যাবর্ত্তনের জন্য 'অব্যপদেশ্য' এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। (বৌদ্ধমতে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, কারণ—সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত অর্থের শব্দানুবিদ্ধতা কল্পনাপ্রসূত। ঐ কল্পনার বলেই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নামজাত্যাদি-যোজনাত্মক। সুতরাং তাহা প্রমাণ নহে। কিন্তু নৈয়ায়িক-মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষও প্রমাণ, কারণ—ঐ প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত অর্থের শব্দানুবিদ্ধতা কল্পনাপ্রসূত নহে, পরন্তু তাহা প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে হইলে অর্থের শব্দানুবিদ্ধতার সমর্থন করিতে হইবে। এবং উহার সমর্থন করিতে হইলে বৌদ্ধমতের নিরাস আবশ্যক। এই জন্য 'শাক্যমত-নিরাসেন সাধয়িষ্যতে' এই কথা বলা হইয়াছে)। সেই অব্যপদেশ্য পদের সার্থকতাবিষয়ে বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণ বলেন—ব্যপদেশের বিষয় হয় বলিয়া ব্যপদেশ্য। তাহা হইলে শব্দ-প্রতিপাদ্যজ্ঞান (শব্দের দ্বারা বর্ণিত জ্ঞান) এই অর্থ পাওয়া যায়। যাহা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষপ্রসূত হইয়া 'রূপজ্ঞান', 'রসজ্ঞান' এই বলিয়া বিষয়নামযোগে কথিত হয়, তাহাকেই ব্যপদেশ্যজ্ঞান বলে। তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের ফল না হোক, এই অভিপ্রায়ে 'অব্যপদেশ' এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। (এই বৃদ্ধের মতে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নহে, এবং তাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফলও নহে।) সেই এই মতটী যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ – বিষয়-নামযোগে জ্ঞানের ব্যপদেশ জ্ঞানগত

অপ্রমাত্ব বা অপ্রামাণ্যের কারণ হয় না। যদি সেই রূপজ্ঞান এবং রসের জ্ঞানের বিষয়াংশে ব্যভিচার না থাকে [অর্থাৎ ভ্রমভিন্ন হয়] এবং সংশয়াত্মক না হয়, তবে তাহা অপ্রমাণের ফল কেন হইবে ? [অর্থাৎ তাহা প্রমাণেরই ফল হইবে।] যদি বা ব্যভিচারাদি দোষ থাকে, তাহা হইলে অন্য পদের দ্বারা (অব্যভিচারী ইত্যাদি পদের দ্বারা) তাহার ব্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকায় 'অব্যপদেশ' এই পদের প্রয়োজন কি ? এবং প্রমাণের ফলস্বরূপ সেই সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী এখন প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইয়া কেন প্রত্যক্ষপ্রমাণের ফল হইবে না ? পরন্তু তাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরই ফল। কারণ—এই পদটী প্রক্ষিপ্ত। [অর্থাৎ ব্যপদেশ্য এবং অব্যপদেশ্য এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফল। সুতরাং অব্যপদেশ্য এই পদটী প্রক্ষিপ্ত। মূলসূত্রে এই পদটী ছিল না। কেহ এই পদটীর যোজনা করিয়াছে।] সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী (প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফল নহে) অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের ফল। ইহাও বলিতে পার না, কারণ—অনুমানপ্রভৃতির ফল অপেক্ষা তাহার প্রভেদ আছে। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ প্রমাণ ভিন্ন কোন পঞ্চম প্রমাণ নাই। পঞ্চম প্রমাণরূপ লক্ষ্যের সংগ্রাহক কোন লক্ষণ নাই। অতএব এই জ্ঞানটী লইয়া মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রাচীনদের ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা।

মূল

ব্যবচ্ছেদ্যান্তরমব্যপদেশ্যপদস্য বর্ণয়াঞ্চক্রুরাচার্য্যাঃ।* শব্দার্থেষু স্থবির-ব্যবহারতো ব্যুৎপদ্যমানো জনঃ সংশয়াপগমসময়ে সংজ্ঞোপদেশকাদয়ং পনস উচ্যতে ইতি বৃদ্ধোদীরিতাদ্ বাক্যাৎ পুরোঽবস্থিত-শাখাদি-মন্তমর্থং পনসশব্দবাচ্যতয়া জানাতি। তদস্য জ্ঞানমিন্দ্রিয়জমপি ন কেবলেন্দ্রিয়করণকং ভবিতুমুচিতম্† অসতি সংজ্ঞোপদেশিনি শব্দে তদনুৎপাদাৎ। তেন শব্দেন্দ্রিয়াভ্যাং সম্ভূয় জনিতত্বাদুভয়জমিদং জ্ঞানং ব্যপদেশাজ্জাতমিতি ব্যপদেশ্যমুচ্যতে ; তদব্যপদেশ্যপদেন ব্যুদস্যতে।

* তাৎপর্য্যটীকায়াং বাচস্পতিমিশ্রাঃ। ইত্যাদর্শপুস্তকেঽস্তি।

† আদর্শপুস্তকেঽত্র ছেদো বর্ত্ততে (তত্ ন সমীচীনম্)।

ন চেদং পঞ্চমং প্রমাণমবতরতি, কিন্তু শাব্দমেব*বৈতদনুমন্যতে লোকঃ। তথাচ কথং পুনর্জানীতে ভবান্ পনসোঽয়মিতি পৃষ্টঃ প্রতিবক্তি মম দেবদত্তেনাখ্যাতং পনসোঽয়মিতি। ন পুনরেবং বিস্মৃত্যাপি ব্রবীতি চক্ষুষা ময়া প্রতিপন্নং পনসোঽয়মুচ্যতে ইতি। তদিন্দ্রিয়ান্বয়-ব্যতিরেকানুবিধানে সত্যাপি শব্দ এবাত্র করণম্। অত এব সূত্রকৃতা শব্দলক্ষণং বর্ণয়তা নেন্দ্রিয়ানুপ্রবেশপ্রতিষেধায় কিমপি বিশেষণমুপরচিতম্। উপদেশঃ শব্দ ইত্যেতাবদেব লক্ষণমভিহিতম্। অতশ্চেন্দ্রিয়ানুপ্রবেশোঽপি শাব্দতামস্য মন্যতে সূত্রকারঃ। ইহ পুনরব্যপদেশ্য-বিশেষণপদোপাদানেন শব্দানুপ্রবেশ-প্রতিষেধায় প্রত্যক্ষফলমেতজ্জ্ঞানম্, তস্মাদেবংবিধব্যপদেশ্য-বিজ্ঞান-ব্যবচ্ছেদার্থমব্যপদেশ্যপদমিতি।

অনুবাদ

আচার্য্য অব্যপদেশ্য পদের ব্যাবর্ত্তনীয় অন্য প্রকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। (আদর্শ পুস্তকের সম্পাদক বাচস্পতি মিশ্রকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) শব্দার্থবিষয়ে (কিরূপে শব্দ হইতে অর্থবোধ হয়, এই বিষয়ে) বৃদ্ধের ব্যবহার হইতে নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংশয়-জ্ঞানকালে (এইটা এই শব্দের অর্থ, না অন্যটা এই শব্দের অর্থ এইরূপ সংশয়কালে) সংজ্ঞা-নির্দ্দেশক (ইহাকে পনস বলে, এইপ্রকার অভিজ্ঞ বৃদ্ধের উচ্চারিত) বাক্য হইতে সম্মুখে অবস্থিত শাখাদিবিশিষ্ট বৃক্ষকে পনস-শব্দের অর্থ বলিয়া জানে। এই ব্যক্তির সেই জ্ঞানটা ইন্দ্রিয়জন্য হইলেও একমাত্রইন্দ্রিয়জন্য হওয়া উচিত নহে। কারণ—সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ না হইলে সেই জ্ঞানটা উৎপন্ন হইত না। সেইজন্য শব্দ এবং ইন্দ্রিয় (বহিরিন্দ্রিয়) উভয়ে মিলিত হইয়া এই জ্ঞানটাকে উৎপন্ন করায় এই জ্ঞানটা উভয়জন্য, ব্যপদেশ হইতে (উচ্চারিত বাক্য হইতে) জাত বলিয়া এই জ্ঞানটাকে ব্যপদেশ্য বলা হইয়া থাকে। তাহা 'অব্যপদেশ্য' এই পদের ব্যাবর্ত্ত্য। এবং এই জ্ঞানটা পঞ্চম প্রমিতি নহে। [অর্থাৎ প্রমিতি চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং

* আদর্শপুস্তকে মিবেতি পাঠো ন সঙ্গতঃ।

শাব্দ। উক্ত পৃথক্ পৃথক্ প্রমিতি পৃথক্পৃথক্প্রমাণজন্য। এতদ্‌তিরিক্ত প্রমিতি নাই। এই জ্ঞানটী ক্লিপ্ত উক্ত দ্বিবিধ-প্রমাণ জন্য, অর্থাৎ শব্দ এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-জন্য, সুতরাং এই জ্ঞানটীও কৢপ্ত প্রমিতির অন্তর্গত] কিন্তু ইহাকে সকল লোক শাব্দই বলে। এবং সেইজন্য 'কেমন করিয়া তুমি ইহাকে পনস বলিয়া জানিতেছ' এই প্রকার জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এই বলিয়া প্রত্যুত্তর দেয় যে, 'ইহা পনস এইকথা দেবদত্ত বলিয়াছে'। কিন্তু ভুলিয়াও এই কথা বলিতেছে না যে, 'ইহাকে পনস বলে, ইহা আমি চোখে দেখিয়াছি'। সেই জন্য এই জ্ঞানের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকিলেও শব্দই এই জ্ঞানের পক্ষে করণ। (বাক্য-শ্রবণের পরবর্ত্তী বোধের পক্ষে শব্দ প্রধান কারণ) অতএব সূত্রকার (গৌতম) শব্দের লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া প্রমিতিভূত শব্দবোধের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব প্রতিষেধ করিবার জন্য কোন বিশেষণ দেন নাই। (উপদেশই শব্দ) এইমাত্র লক্ষণ বলিয়াছেন। এবং এই কারণে (এই জ্ঞানটীর পক্ষে) ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব থাকিলেও সূত্রকার এই জ্ঞানটীর শাব্দত্বই স্বীকার করেন। কিন্তু এই স্থলে (প্রত্যক্ষ-স্থলে) 'অব্যপদেশ্য' এই বিশেষণটী প্রযুক্ত হওয়ায় (প্রত্যক্ষের পক্ষে) শব্দগত কারণত্ব প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় এই জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফল নহে। সেইজন্য এই প্রকার ব্যপদেশ্য জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনের জন্য (অব্যপদেশ্য) এই পদটী দেওয়া হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত আচার্য্যের মত।

মূল

তদেতদ্ ব্যাখ্যাতারো নানুমন্যন্তে। যত্ত্বভয়জং জ্ঞানমব্যপদেশ্যপদেন ব্যুদস্যতে, তদপি নাপ্রমাণম্, অপ্রমাণলক্ষণাতীতত্বাদিতি। প্রমাণং ভবৎ কস্মিন্ননুনিবিশতামিতি চিন্ত্যম্।

নন্বু শাব্দমিদং জ্ঞানং তদ্ভাবানুবিধানতঃ।
ভবত্বক্ষজমপ্যেতৎ তদ্ভাবানুবিধানতঃ ॥
শাব্দকোভয়জকেতি বিরুদ্ধমভিধীয়তে।
প্রমাণান্তরমেব স্যাদিথং তদপি পূর্ব্ববৎ ॥

নন্বু লোকঃ শাব্দতামস্য ব্যপদিশতি, দেবদত্তেনাখ্যাতং পনসোঽয়মিতি ব্যবহারাদিত্যুক্তম্। অহো লোকবৎ সঃ শ্রদ্ধধানো মহানুভাবঃ। ন খলু লোকস্য ব্যপদেশৈকশরণা বস্তুস্থিতয়ো ভবন্তি। লোকো হি যথারুচি ব্যপদিশতি। নানামুনিজনসাধারণমপি তীর্থং নন্দিকুণ্ডমিতি কিং ন শ্রুতবান্ ভবান্? হন্ত তর্হি সূত্রকারাশয়মনুসরন্তঃ শাব্দমিদং জ্ঞানং প্রতিপদ্যামহে; যদয়ং সূত্রকারঃ প্রত্যক্ষে শব্দানুপ্রবেশব্যবচ্ছেদায় বিশেষণমিদমুপদিশতি, শব্দে তু নেন্দ্রিয়ব্যুদাসায় কিঞ্চিদ্ বিশেষণমুপাদত্তে, স পশ্যতি করণান্তরানুপ্রবেশেঽপি শাব্দমেতজ্জ্ঞানমিতি।

অনুবাদ

সেই এই মতটী (সূত্রের) ব্যাখ্যাতৃগণ অনুমোদন করেন না। (অব্যপদেশ্য) এই পদের দ্বারা যদি উভয়জনিত [অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং শব্দ এই উভয়জনিত] জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলেও তাহা (সেই উভয়জনিত জ্ঞান) অপ্রমাণ নহে, কারণ—তাহা অপ্রমাণের লক্ষণাতীত। প্রমাণ হইলে তাহা কোন্ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত, তাহা চিন্তনীয়। শব্দের সহিত অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকায় এই জ্ঞানটী শাব্দ, কিংবা ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকায় ইহাকে ইন্দ্রিয়জও বলিতে পারা যায়। কিন্তু এই জ্ঞানটী শাব্দ এবং উভয়জ এই কথা বলিলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। এইরূপ হইলে (উভয়জ হইলে) পূর্ব্বের ন্যায় (পূর্ব্ব আলোচনা অনুসারে) তাহারও প্রমাণান্তরত্বের আপত্তি হয়। [অর্থাৎ কৢপ্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণ উভয়জ নহে, ইহাকে উভয়জ বলিলে ইহা প্রমাণান্তর হোক।] আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, সাধারণ লোক এই জ্ঞানটীকে শাব্দ বলে, দেবদত্ত বলিয়াছে ইহা পনস এই প্রকার ব্যবহার তাহার কারণ, ইহা বলা হইয়াছে। (উত্তর) যুক্তিতর্কের উপর শ্রদ্ধাযুক্ত এবং লোকাতিশায়ি-প্রভাবসম্পন্ন সেই সূত্রকার সাধারণ লোকের ন্যায় [অর্থাৎ সাধারণ লোকের মতানুবর্ত্তী] ইহা আশ্চর্য্য কথা। [অর্থাৎ তিনি সাধারণ লোকের মতানুবর্ত্তী নহেন] কারণ—লোকের কথা অনুসারে বস্তুর স্বরূপ সিদ্ধ

হয় না। [অর্থাৎ সাধারণ লোক মনে করে, যেন বস্তুর স্বরূপ লোকের বাক্‌সিদ্ধ। কিন্তু তাহা নহে।]

কারণ—সাধারণ লোক নিজ নিজ রুচি অনুসারে বাক্য ব্যবহার করে। কোন তীর্থ নানা মুনিজনের ব্যবহৃত হইলেও তাহাকে 'নন্দিকুণ্ড' লোকে বলে; ইহা কি তুমি শোন নাই? (পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে আমরা বড় দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমরা সূত্রকারের অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিতে গিয়া এই জ্ঞানটীকে শাব্দ বলিয়াই স্বীকার করি। যে হেতু এই সূত্রকার শব্দে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি-বারণের জন্য এই বিশেষণের উপদেশ করিতেছেন; কিন্তু শব্দের লক্ষণে ইন্দ্রিয়ে অতিব্যাপ্তি-বারণের জন্য কোন বিশেষণ দিতেছেন না। অতএব তিনি জানেন যে, শাব্দবিশেষে শব্দাতিরিক্ত করণের সাহায্য থাকিলেও এই জ্ঞানটী শাব্দ। এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষীর কথা।

মূল

উচ্যতে। মনুবৎ সূত্রকারোঽপি ন ধর্ম্মস্যোপদেশকঃ।
যেনৈতদনুরোধেন তস্য ক্রয়াম শাব্দতাম্॥

বস্তুস্থিত্যা তু নিরূপ্যমাণমিন্দ্রিয়ান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাদিদং বিজ্ঞানং ন প্রত্যক্ষফলতামতিবর্ত্ততে। ততশ্চ ব্যুদস্যমানং প্রমাণান্তরমেব ন স্পৃশেৎ। *

তস্মাদুভয়জজ্ঞান-ব্যুদাসানুপপত্তিতঃ।
ব্যাখ্যা ভঙ্গ্যন্তরেণাস্য পদস্যেয়ং বিধীয়তে॥

অসম্ভবদোষব্যবচ্ছেদার্থমব্যপদেশ্যপদোপাদানম্। এবং হি পরো মন্যতে, সতি লক্ষ্যে লক্ষণবর্ণনমুচিতম্, ইহ তু লক্ষ্যমাণং প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং নাম ন কিঞ্চিদস্তি। গৌরিত্যাদিজ্ঞানানাং শব্দাবচ্ছিন্ন-বাচ্যবিষয়ত্বেন

* আদর্শপুস্তকস্থঃ প্রমাণান্তরমেব স্পৃশেদিতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

শাব্দত্বাৎ। ইহ হি বিষয়ব্যতিরেকেণ জ্ঞানানামতিশয়ো দুরুপপাদঃ; বোধস্বভাবস্ত সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ। তত্র যথা দণ্ডীতি শুক্ল ইতি বা প্রত্যয়ো বিশেষণাবচ্ছিন্নবিশেষ্যবিষয়তয়া সাতিশয়ত্বমশ্নুতে। তথা গৌরিত্যাদি-প্রত্যয়োঽপি বাচকাবচ্ছিন্নবাচ্যবিষয়ত্বাৎ সাতিশয়ত্বং ভজতে। শব্দাবচ্ছিন্ন-বাচ্যবিষয়ত্বাচ্চ শাব্দ এব প্রত্যয়ঃ, তদ্ব্যতিরিক্তকরণ-কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ। ন হীন্দ্রিয়করণকমিদং জ্ঞানং ভবিতুমর্হতি চক্ষুষো বিশেষণাবিষয়ত্বাদ্ বিশেষ্যে চ শ্রোত্রস্যাসামর্থ্যাৎ।

অনুবাদ

ইহার উত্তর দিতেছি। মনু যেরূপ ধর্ম্মের উপদেশক, সূত্রকারও তদ্রূপ উপদেশক নহে। (অপি-শব্দের দ্বারা পনস-বোধয়িতাও উপদেশক নহে ইহারও বোধ হইতেছে। সূত্রকার যথাবস্থিত বস্তুতত্ত্বের জ্ঞাপক, উপদেশক নহে) সূত্রকার প্রভৃতি যদি উপদেশক হইতেন, তাহা হইলে সেই জ্ঞানটীকে শাব্দ বলিতে পারিতাম। [অর্থাৎ আপ্তের উপদেশ-বাক্য হইতে যে বোধ হয়, তাহা শাব্দবোধ। পনসবোধয়িতা বৃদ্ধের বচনও উপদেশ-বাক্য নহে, তাহাও যথাবস্থিত বস্তুর জ্ঞাপক।] কিন্তু বস্তুর স্থিতির দ্বারা নিরূপণীয় [অর্থাৎ বিষয় বর্ত্তমান থাকিলে যে জ্ঞান হয়] সেই জ্ঞানের ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্বয়-ব্যতিরেক থাকায় এই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফলভূত, তদ্ভিন্ন নহে।

এবং সেই কারণে ব্যাবর্ত্তনীয় জ্ঞান অন্য প্রমাণের ফল নহে। (উহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরই ফল)। সেই জন্য উভয়জ জ্ঞানের প্রতিষেধ যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া [অর্থাৎ উভয়জ-জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ, উহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরই ফল, সুতরাং তাহার প্রতিষেধ অকর্ত্তব্য] অন্য ভঙ্গিতে এই পদের (অব্যপদেশ্য-পদের) ব্যাখ্যা করিতেছি। অসম্ভব-দোষ-নিবারণের জন্য 'অব্যপদেশ্য' এই পদের গ্রহণ হইয়াছে। কারণ—অন্য লোক এইরূপ মনে করে। (এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করে) লক্ষ্য থাকিলে লক্ষণের বর্ণন যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু এইস্থলে অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জনিত প্রত্যক্ষ-নামক কোন জ্ঞান

নাই। 'এইটি গোরু' ইত্যাদি জ্ঞানগুলি প্রত্যক্ষ নহে, উহা শাব্দ, কারণ—উহা শব্দবিশেষিতবাচ্যবিষয়ক [অর্থাৎ তাহার বিষয় শব্দ-বিশেষিতবাচ্যার্থ, কারণ—এইস্থলে বিষয়ভিন্ন অন্য উপায়ে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য সাধন করা যায় না। কারণ—জ্ঞানের নিজস্ব স্বরূপটী (প্রকাশকত্ব) সকল জ্ঞানের পক্ষে সমান। সেই জ্ঞানের মধ্যে যেরূপ 'দণ্ডী' এই প্রকার জ্ঞান বা 'শুক্ল' এই প্রকার জ্ঞান বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্যকে বিষয় করিয়া অন্যান্য জ্ঞান অপেক্ষায় বিলক্ষণ হয়, তদ্রূপ 'এই গোরু' ইত্যাদি জ্ঞানও বাচকবিশেষিত বাচ্যকে বিষয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া বিলক্ষণ হইয়া থাকে। এবং শব্দবিশেষিত বাচ্যকে বিষয় করিবার জন্য এই জ্ঞানটী শাব্দ। কারণ—ইহা শব্দ ভিন্ন অন্য-করণ-জন্য ইহা হইতে পারে না। এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়রূপ করণ-জন্য হইতে পারে না। কারণ—চক্ষুর পক্ষে বিশেষণভূত শব্দ বিষয় নহে, এবং শ্রোত্রের পক্ষে বিশেষ্যভূত বাচ্য অর্থ বিষয় নহে।

মূল

ন চ যুগপদিন্দ্রিয়দ্বয়দ্বারকমেকমুৎপদ্যমানং জ্ঞানং কচিদ্ দৃষ্টম্। তত্রৈতৎ স্যাৎ। মানসমিদং জ্ঞানং সুগন্ধিবকুল-বোধবদ্ ভবিষ্যতি। উক্তমত্র শব্দলিঙ্গাদিকরণান্তরব্যাপারবিরতৌ কার্যমুপজায়মানং কেবলমনঃকরণমিতি কল্প্যতে ন তৎসম্ভবেঽপি। তথা হি সতি মানসমেবৈকং প্রমাণং স্যাদিতি। অস্তি চাত্র শব্দ এব করণম্। স হি সহস্রকিরণবদাত্মানক বিষয়ঞ্চ প্রকাশয়তীতি। * তস্মাদিন্দ্রিয়বিষয়েঽপি গৌরিত্যাদিজ্ঞানমুৎপদ্যমানং শাব্দমেবেত্যবধার্যতে। নন্বু সঙ্কেতাবগমসময়ে গৌরিত্যাদিশব্দঃ শ্রুত আসীৎ, স ইদানীমতিক্রান্ত ইতি কথং তৎকৃত এষ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ? নৈবম্। † তদানীমশ্রূয়মাণস্য শব্দস্য স্মৃত্যারূঢ়স্য তৎপ্রত্যয়হেতুত্বাৎ।

* প্রকাশতে ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

† নৈবমিতি পাঠঃ সমীচীনঃ, উচ্যতে ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ, অগ্রে স্মৃত্যারূঢ়স্য তৎপ্রত্যয়-হেতুত্বাদিতি শঙ্করমার্তণ্ডালয়তাপতেঃ।

তচ্ছ তাবপি কিং সর্ব্বে বর্ণাঃ প্রত্যক্ষগোচরাঃ।
বিশেষঃ কোঽন্ত্যবর্ণেন গৃহীতেন স্মৃতেন বা ॥

তদেবং স্মৃতিবিষয়ীকৃতশব্দজনিত এষ প্রত্যয় ইত্যভ্যুপেতব্যঃ। যথা পরোক্ষেঽপি শব্দ উচ্চারিত আত্মানং প্রকাশয়ত্যর্থক, তথা প্রত্যক্ষে বিষয়ে স এব স্মর্য্যমাণ আত্মানমর্থঞ্চ প্রকাশয়তীতি। বাচকাবচ্ছিন্নবাচ্য-প্রতিভাসশ্চৈবংবিধাসু বুদ্ধিষু নূনমেষিতব্যঃ।

অনুবাদ

এক সময়ে দুইটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একটী জ্ঞান উৎপন্ন হইতে কোথাও দেখা যায় নি। ('গৌঃ' ইত্যাদি জ্ঞান যখন শব্দবিশেষিত অর্থকে বিষয় করিয়া প্রবৃত্ত, তখন ঐ জ্ঞানটাকে প্রত্যক্ষ বলিলে শব্দের পক্ষে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং অর্থের পক্ষে চক্ষুঃ এই উভয় ইন্দ্রিয়কে এক সময়ে ঐ জ্ঞানের প্রতি করণ বলিতে হয়। তাহা অনুভববিরুদ্ধ। একটী জ্ঞানের পক্ষে উভয় ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ-করণত্ব হয় না, ইহাই অনুভব।) সেই মতে ইহা আপত্তি হইতে পারে। সুগন্ধিবন্ধুকপুষ্পের জ্ঞানের ন্যায় এই জ্ঞান ('গৌঃ' ইত্যাদি বাচকাবচ্ছিন্ন-বাচ্যবিষয়ক জ্ঞান) মানস হইবে। এই পক্ষে উত্তর দিয়াছি।

শব্দলিঙ্গপ্রভৃতি অন্য করণের ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে সেই সময়ে উৎপদ্যমান কার্য্যের (জ্ঞানের) পক্ষে কেবলমাত্র মনই করণ ইহা কল্পনা করা হয়। কিন্তু তাহাদের করণত্বের সম্ভাবনা থাকিলে কেবলমাত্র মন করণ হয় না। সেই প্রকার সমাধান স্বীকার করিলে সর্ব্বত্র একমাত্র মানস জ্ঞানই প্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব কথিত জ্ঞানকে (সুগন্ধি বন্ধুকপুষ্পের জ্ঞানের ন্যায়) মানস বলিবার উপায় নাই। এবং এই জ্ঞানের প্রতি শব্দই করণ হইতেছে। কারণ—সেই শব্দ সূর্য্যের ন্যায় নিজেকে এবং বিষয়কে যুগপৎ প্রকাশ করে। (চকারদ্বয় তুল্যকালতাদ্যোতনার্থ, ইহাই হইল তাহাদের যুক্তি। সেইজন্য যে বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই বিষয়কে লইয়া উৎপদ্যমান গৌঃ ইত্যাদি জ্ঞান শাব্দ ভিন্ন আর

কিছু নহে ইহা অবধারিত হইয়া থাকে। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সঙ্কেত-জ্ঞান-কালে গৌঃ ইত্যাদি শব্দ শ্রুত হইয়াছিল, সেই শব্দ এখন নাই (তাহা বিনষ্ট হইয়াছে) অতএব সেই শব্দ হইতে এই জ্ঞানটী [অর্থাৎ বাচকাবচ্ছিন্নবাচ্যবিষয়ক জ্ঞানটী] কেমন করিয়া হইতে পারে?

এই কথা বলিতে পার না। কারণ—তৎকালে অশ্রূয়মাণ (অতীত) শব্দ স্মৃতির বিষয় হইয়া সেই জ্ঞানের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। সেই শব্দের শ্রবণকালেও (সেই শব্দের ঘটকীভূত) সকলবর্ণ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় কি? [অর্থাৎ একেক শব্দের মধ্যে পূর্ব্বাপরীভাবাপন্ন অনেকগুলি বর্ণ থাকে। তৃতীয়-চতুর্থবর্ণ-শ্রবণসময়ে প্রথম বর্ণ বিনষ্ট হয় সুতরাং অর্থবোধের পূর্ব্বে সকল বর্ণের যুগপৎ প্রত্যক্ষ অসম্ভব হওয়ায় অর্থবোধ অনুপপন্ন হয়। সুতরাং বাধ্য হইয়া বর্ণবিশেষ প্রত্যক্ষের বিষয় এবং অপর বর্ণ স্মৃতির বিষয় হইয়া অর্থবোধ করাইয়া থাকে—এই কথা বলিতে হইবে।]

(পূর্ব্ব বর্ণ স্মৃতিবিষয় হইয়া জ্ঞান করাইয়া থাকে, ইহা যদি স্বীকৃত হইতে পারে, তাহা হইলে) অন্ত্য বর্ণের প্রত্যক্ষই হোক কিংবা স্মৃতিই হোক তাহাতে কোন প্রভেদ হইবে না। [অর্থাৎ জ্ঞান-সম্পাদনের পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইবে না।] সেইজন্য এইরূপে শব্দ স্মৃতির বিষয় হইয়া এই জ্ঞানটীকে উৎপাদন করিয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেরূপ অপ্রত্যক্ষ বিষয়স্থলেও উচ্চারিত শব্দ প্রত্যক্ষবিষয় হইয়া নিজেকে প্রকাশ করে, এবং অর্থকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ প্রত্যক্ষবিষয়স্থলেও সেই শব্দ স্মৃতির বিষয় হইয়া নিজেকে এবং বিষয়কে প্রকাশ করে। এবং এইরূপ প্রতীতিতে বাচকবিশেষিত হইয়া বাচ্য বিষয় হইয়া থাকে ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে।

মূল

যথাহ বৃদ্ধঃ সংজ্ঞিত্বং কেবলং পরমিতি। সংজ্ঞিত্বমিতি মত্বর্থীয়-প্রত্যয়াস্তাদুৎপন্নো ভাবপ্রত্যয়ঃ সম্বন্ধমাচষ্টে সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধঃ সংজ্ঞিত্ব-মিতি। কৃত্তদ্ধিতসমাসেষু সম্বন্ধাভিধানমিত্যভিযুক্তস্মরণাৎ। সংজ্ঞা চ শব্দঃ

সোঽয়ং শব্দবিশিষ্টার্থপ্রতিভাস উক্তো ভবতি। ন চ শব্দানুসন্ধানরহিতঃ কশ্চিৎ প্রত্যয়ো দৃশ্যতে। অনুল্লিখিতশব্দকেষ্বপি প্রত্যয়েষু অন্ততঃ সামান্যশব্দসমুন্মেষসম্ভবাৎ। তদুল্লেখব্যতিরেকেণ প্রকাশাত্মিকায়াঃ প্রতীতেরনুৎপাদাৎ। তথাহ ভর্তৃহরিঃ—

> ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
> অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন গৃহ্যতে।*

তস্মাৎ প্রত্যক্ষস্য লক্ষ্যস্যাসম্ভবাৎ কস্যেদং লক্ষণমুপক্রান্তমিতি অসম্ভবদোষমাশঙ্ক্যাহ সূত্রকারঃ অব্যপদেশ্যমিতি। যদিদমবিদিতপদপদার্থ-সম্বন্ধস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে, বিদিতসম্বন্ধস্যাপি বা যৎ প্রথমাক্ষসন্নিপাতসময়ে এব জ্ঞানমনুল্লিখিতশব্দকং শব্দানুস্মরণে হেতুভূতমুপজায়তে, তদশাব্দম্। অশব্দাবচ্ছিন্নবিষয়মব্যপদেশ্যমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষৈককরণমবিকল্পং প্রত্যক্ষম্। ন চ শব্দকৃতা বুদ্ধীনাং প্রকাশস্বভাবতা। স্বত এব তাসামেবংরূপত্বাৎ। ন চ নির্বিকল্পকসময়ে যৎকিঞ্চিদিদমিত্যাদিসামান্যশব্দোল্লেখঃ কোঽপি কৈশ্চিদনুভূয়তে। তস্মাদ্ গৌরিত্যাদিজ্ঞানানাং শাব্দত্বেঽপি তথাবিধস্য জ্ঞানস্য লক্ষ্যস্য সম্ভাবান্ন ব্যর্থং লক্ষণমিত্যেবমসম্ভবদোষনিরাকরণার্থমব্যপদেশ্যপদমিতি।

অনুবাদ

যেরূপ বৃদ্ধ বলিয়াছেন বাচ্যার্থ বাচকবিশেষিত হইয়া প্রতীয়মান হয়, তৎপক্ষে একমাত্র সংজ্ঞিত্ব শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সংজ্ঞিত্বশব্দটী মত্বর্থ-প্রত্যয়ান্ত সংজ্ঞিশব্দের উত্তর ভাবপ্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়া সম্বন্ধখ্যাপন করিতেছে। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধই সংজ্ঞিত্ব। কারণ—কৃৎ-প্রত্যয়, তদ্ধিত-প্রত্যয় এবং সমাসের স্থলে সম্বন্ধের কথন হইয়া থাকে, এই বিষয়ে প্রামাণিকগণের নিয়ম আছে। এবং সংজ্ঞাটী শব্দবিশেষ। সুতরাং সেই এই শব্দবিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি উক্ত হইতেছে। এবং শব্দানুসন্ধান-বর্জ্জিত কোন জ্ঞান দেখা যায় না। কারণ—যে সকল জ্ঞানে শব্দের

* বাক্যপদীয়ে প্রথমকাণ্ডে শ্লো. ১২৪ 'শব্দেন ভাসতে' ইতি পাঠঃ

উল্লেখ নাই, এইরূপ জ্ঞানে অন্ততঃ সামান্য শব্দের উল্লেখ সম্ভবপর। কারণ—শব্দের উল্লেখ ব্যতীত প্রকাশস্বভাব প্রতীতি উৎপন্ন হয় না। [অর্থাৎ শব্দের উল্লেখ ব্যতীত প্রতীতির প্রকাশস্বভাব থাকে না] সেই কথা ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

এই সংসারে সেই জ্ঞান নাই, শব্দ যাহার বিশেষণরূপে বিষয় নহে। সকল জ্ঞান যেন শব্দবিশেষিত এইভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য প্রত্যক্ষ না থাকায় কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যক্ষ-লক্ষণ আরব্ধ হইয়াছে ? এইজন্য অসম্ভব-দোষ আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার 'অব্যপদেশ্য' এই কথাটী বলিয়াছেন। পদপদার্থের সম্বন্ধ যাহার জ্ঞাত নাই, এইরূপ ব্যক্তির যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিংবা পদ-পদার্থের সম্বন্ধ যাহার জ্ঞাত আছে, এইরূপ ব্যক্তিরও যে প্রথম ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকালেই জ্ঞান হয়, তাহাতে শব্দের উল্লেখ থাকে না, এবং তাহা শব্দস্মরণের হেতুভূত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা শাব্দ নহে, তাহা শব্দকে বিশেষণরূপে এবং বাচ্য অর্থকে বিশেষ্যরূপে বিষয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা অব্যপদেশ্য, এবং তাহা অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। এবং জ্ঞানমাত্রের প্রকাশস্বভাব শব্দকৃত নহে। কারণ—স্বতঃই জ্ঞান প্রকাশস্বভাব হইয়া থাকে। এবং নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ যখন উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে যে কোন ইদং প্রভৃতি একটা সামান্য শব্দের কোন উল্লেখ তাহাতে হয়, ইহা কাহারও অনুভবগম্য নহে। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, 'গৌঃ' ইত্যাদি সবিকল্পক জ্ঞানগুলি শাব্দ হইলেও প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য থাকায় লক্ষণ ব্যর্থ হইল না। এইরূপে অসম্ভব-দোষ-নিবারণের জন্য 'অব্যপদেশ্য' এই পদটী দেওয়া হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত অন্য পূর্ব্বপক্ষীয় কথা।

মূল

তদেতদাচার্য্যা ন ক্ষমন্তে। ন গৌরিত্যাদিজ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎ-পন্নমপীদং শাব্দমিতি বক্তুং যুক্তম্। ন চাত্র শব্দাবচ্ছিন্নার্থঃ প্রকাশতে,

তথাবিধার্থগ্রহণে করণাভাবাৎ। বিশেষ্যার্থপ্রমিতৌ * তাবচ্ছব্দঃ করণম্। বিশেষণভূতস্য তু শব্দস্য গ্রহণে কিং করণমিতি নিরূপ্যতাম্। ন শ্রোত্রম্, বিরম্য ব্যাপারাসংবেদনাৎ। সম্বন্ধগ্রহণাদূর্দ্ধ্বং স্মর্য্যমাণশব্দযোজনয়া জায়মানে গৌরিত্যাদিজ্ঞানে শ্রোত্রং করণমাশঙ্কিতুমপি ন যুক্তম্। নাপি মনো বাহ্যকরণনিরপেক্ষং বাহ্যে বিষয়ে ধিয়মাধাতুমলম্, অন্ধাদ্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। নন্ু শব্দ এব করণমিত্যুক্তং তৎকিমপরকরণাশঙ্কনেন। নৈবম্। একস্য কারকস্যৈকস্যামেব ক্রিয়ায়াং কর্ম্মকরণভাবানুপপত্তেঃ। সবিতৃপ্রকাশবদিতি চেন্ন, ক্রিয়াভেদাৎ, যত্রাসৌ করণং ন তত্র কর্ম্ম, যত্র বা কর্ম্ম, ন তত্র করণমিতি, ঘটাদিবিষয়প্রমিতিজন্মনি করণমেব তরণিপ্রকাশো ন কর্ম্ম, তদ্‌গ্রহণকালে তু কর্ম্মৈবাসৌ ন করণম্। কিং তর্হি তত্র করণমিতি চেৎ কেবলমেব চক্ষুরিতি ব্রূমঃ। আলোকগ্রহণে চক্ষুষঃ প্রকাশান্তরনিরপেক্ষত্বাৎ। কথমেবমিতি চেৎ, অপর্য্যনুযোজ্যা হি বস্তুশক্তিঃ, ঘটাদিগ্রহণে চক্ষুরুদ্দ্যোতমপেক্ষতে, নোদ্দ্যোতগ্রহণে, ইতি কমনুযুঞ্জ্মহে। সোঽয়ং সূর্যপ্রকাশঃ প্রকাশান্তরনিরপেক্ষচক্ষুরিন্দ্রিয়প্রথমগৃহীতশ্চিরমবতিষ্ঠমানস্তদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য একবিষয়ে গৃহ্যমাণে করণতামুপযাতীতি যুক্তম্।

অনুবাদ

সেই এই মতটী আচার্য্যগণের দুঃসহ। (গৌঃ) ইত্যাদিজ্ঞান অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা শাব্দ এই কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। এবং এইজ্ঞানে শব্দবিশেষিত অর্থ বিষয় হইয়া প্রতীয়মান হয় না, কারণ—তাদৃশবিষয়ের জ্ঞানের পক্ষে কোন করণ নাই। বিশেষ্যভূত অর্থের প্রমাত্মকজ্ঞানের পক্ষে শব্দ করণ হইতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষণভূত শব্দের পক্ষে কে করণ হইতে পারিবে, তাহার আলোচনা কর। শ্রবণেন্দ্রিয় করণ হইতে পারিবে না, কারণ—তাহা ব্যাপারহীন হইয়া থাকিয়া স্বকার্য্যের অনুভূতিসাধক হইতে পারে না

* আদর্শপুস্তকে 'বিশেষার্থপ্রমিতৌ' ইতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

এবং শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ (শক্তিলক্ষণার অন্যতররূপ) গ্রহণের পর বর্তমানস্মৃতির বিষয়ভূত শব্দের যোজনা করিয়া (গৌঃ) ইত্যাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের করণত্বাশঙ্কা অসঙ্গত। মনও অন্যতম বহিরিন্দ্রিয়রূপ করণকে অপেক্ষা না করিয়া কোন বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান সম্পাদন করিতে পারে না, করিলে অন্ধবধিরপ্রভৃতি থাকিত না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, শব্দই করণ এই কথা বলিয়াছি, তবে অপর করণের আশঙ্কার প্রয়োজন কি? এই কথা বলিতে পার না। কারণ—এক কারকের একটীমাত্র ক্রিয়ার পক্ষে কর্ম্মত্ব এবং করণত্ব অনুপপন্ন। যদি বল যে, আলোক যেরূপ প্রত্যক্ষক্রিয়ার পক্ষে কর্ম্ম এবং করণ উভয়ই হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ— এইকথাও বলিতে পার না, কারণ —ঐস্থলে (আলোকস্থলে) ক্রিয়ার ভেদ হইয়া থাকে। [অর্থাৎ এরুক্রিয়ার পক্ষে একবস্তুর কর্ম্মত্ব এবং করণত্ব অনুপপন্ন হয় বটে, কিন্তু বিভিন্নক্রিয়ার স্থলে একবস্তুর কোন ক্রিয়ায় কর্ম্মত্ব এবং অপর ক্রিয়ায় করণত্ব অসঙ্গত নহে।] যে ক্রিয়ায় আলোক করণ, সেই ক্রিয়ায় তাহা কর্ম্ম নহে ; কিংবা যে ক্রিয়ার তাহা কর্ম্ম, সে ক্রিয়ার তাহা করণ নহে, অতএব ঘটাদিবিষয়কপ্রমিতিরূপ কার্য্যে সূর্য্যের আলোক করণ, কর্ম্ম নহে। কিন্তু আলোকের প্রত্যক্ষকার্য্যে ঐ আলোক কর্ম্মই হইয়া থাকে, করণ হয় না। তবে আলোকপ্রত্যক্ষে কেহ করণ হয় না কি? এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে ইহা আমরা বলিয়া থাকি যে, একমাত্র চক্ষুই করণ। কারণ—আলোকপ্রত্যক্ষ-কার্য্যে চক্ষু অন্য আলোকের অপেক্ষা করে না। ইহা কেমন করিয়া হয়, এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে ইহা বক্তব্য যে, বস্তুশক্তির প্রতি কোন পর্য্যনুযোগ করা চলে না, ঘটপ্রভৃতির প্রত্যক্ষকালে নয়ন আলোকের অপেক্ষা করে, কিন্তু আলোকের প্রত্যক্ষকালে অন্য আলোকের অপেক্ষা করে না। [অর্থাৎ আলোকস্বরূপ দ্রব্যের এরূপ প্রভাব, যাহার বলে আলোকের প্রত্যক্ষকালে তদ্‌ভিন্ন আলোকের অপেক্ষা করিতে হয় না] অতএব আমরা (নয়ন আলোক-নিরপেক্ষ হইয়া আলোকের প্রত্যক্ষ করে কেন? এই বলিয়া) কাহাকে অনুযোগ

করিব? এই সেই সূর্য্যের আলোক আলোকান্তর-নিরপেক্ষ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রথমে গৃহীত হইবার পর স্থায়িভাবে অবস্থানকরত সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কোন একটী বিষয়ের গ্রহণকালে (সেই গ্রহণের প্রতি) সাধন হইয়া থাকে, ইহা যুক্তিযুক্ত।

মূল

শব্দস্তু ক্ষণিকঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্তদিতরপরিচ্ছেদ্যস্তু* বিষয়াবগমক্রিয়ায়াং করণীভূয় ভূয়স্তস্যামেব ক্রিয়ায়াং কথমিব কর্ম্মভাবমনুভবেৎ। শব্দো হি ধূমাদিবদুপায় এব নোপেয়ঃ, স উপায়ত্বাৎ প্রথমং গৃহ্যতাং নাম, ন উপেয়গ্রহণকালে পুনর্গ্রহণমর্হতি ধূমবদেবেতি। এবং স্মর্য্যমাণোঽপি শব্দো যত্রার্থপ্রতীতিকারণং তত্রাপি প্রথমং শব্দস্মরণং ততঃ শব্দার্থসম্প্রত্যয়ো ভবতি, নতরাং তত্রার্থপ্রতীতিবেলায়াং শব্দগ্রহণং সম্ভাব্যতে। তস্মান্নাস্তি বাচকবিশেষিতবাচ্যপ্রতিভাসঃ। অপি চ গৌরিত্যাদিজ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়ি, প্রসভং তৎকথং শাব্দমিত্যুচ্যতে।

শব্দস্মরণসাপেক্ষং যস্যোৎপাদকমিন্দ্রিয়ম্।
তদেব যদি তে শাব্দমহো নৈয়ায়িকো ভবান্॥

নন্বু শব্দাবচ্ছিন্নমর্থং ন চক্ষুঃশ্রোত্রয়োরন্যতরদপি করণং গ্রহীতুমলমিত্যুক্তম্। ভোঃ সাধো! চক্ষুরেবৈনং গ্রহীষ্যতীতি কথং ন ব্রূষে?

নন্বু নাবিষয়ে যুক্তমিন্দ্রিয়স্য প্রবর্ত্তনম্।
তেন শব্দবিশিষ্টার্থজ্ঞানং নেন্দ্রিয়জং ব্রুবে॥
মরীচিষু জলজ্ঞানং কথমিন্দ্রিয়জং তব?
তত্রাপি হি ন তোয়েন সন্নিকর্ষোঽস্তি চক্ষুষঃ।
নন্বু চ স্মৃত্যুপারূঢ়মুদকং তত্র গৃহ্যতে।
ইহাপি স্মৃত্যুপারূঢ়ঃ শব্দঃ কস্মান্ন গৃহ্যতে?

* আদর্শপুস্তকস্তদিতর-পরিচ্ছেদ্যে বিষয়ে তদবগমক্রিয়ায়ামিতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

নন্বু শব্দো ন নেত্রস্য কদাচিদপি গোচরঃ।
অসন্নিহিতমপ্যম্বু কিংবা ভবতি গোচরঃ ॥
নম্বেকেন্দ্রিয়বাদঃ স্যাচ্চক্ষুষা শব্দবেদনে।
অত্রাপি সর্ব্ববোধঃ স্যাদসন্নিহিতবেদনে ॥

অনুবাদ

কিন্তু শব্দ ক্ষণিক এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, সুতরাং তাহা অপর ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়ের জ্ঞানক্রিয়ার পক্ষে করণ হইবার পর পুনরায় সেই ক্রিয়াতেই কেমন করিয়া কর্ম্ম হইতে পারে? [অর্থাৎ শব্দ ক্ষণিক, সুতরাং তৃতীয়ক্ষণে তাহার নাশ হইয়া থাকে। ক্ষণিকবস্তুমাত্রের তৃতীয়ক্ষণে নাশ হয়, এবং তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। এরূপ অবস্থায় শব্দ দীর্ঘকালস্থায়ী না হইলে কেমন করিয়া তাহা অপর ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়ের জ্ঞানক্রিয়া-সম্পাদন-কার্য্যে করণ হইবার পর পুনরায় সেই জ্ঞানক্রিয়ারই কর্ম্ম হইতে পারে?] [অর্থাৎ একে শব্দ ক্ষণিক, তাহার পর আবার সে অপর ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়ের জ্ঞান-সম্পাদনরূপ অসাধ্যের সাধন করিতে প্রস্তুত হইল, তাহার জন্য পূর্ব্বে ব্যাপার সঞ্চয় করিল, তাহার পর করণ হইল, তাহার পর সেই জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইল। এত দীর্ঘকাল সে থাকিল কিরূপে? আরও এক কথা, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তাহা শব্দবোধ্য হয় না। ইহা বুঝাইবার জন্য শব্দকে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে] কারণ—শব্দ ধূমাদির ন্যায় উপায় (জ্ঞাপনের উপায়) সে উপেয় নহে [অর্থাৎ যে জ্ঞানের সম্পাদক, সেই জ্ঞানের বিষয় নহে], তাহা উপায় বলিয়া প্রথমে তাহার জ্ঞান হইবার পক্ষে আপত্তি করি না, কিন্তু তাহার দ্বারা যাহার জ্ঞান হয়, ধূমের ন্যায় সেই জ্ঞানের তাহা বিষয় হইবার যোগ্য নহে [অর্থাৎ ধূম বহ্নিজ্ঞানের উপায় বলিয়া বহ্নিজ্ঞানের বিষয় হয় না। ইহাও তদ্রূপ] এবং শব্দ স্মৃতির বিষয় হইলেও যে স্থলে অর্থপ্রতীতির কারণ হয়, সেই স্থলেও প্রথমে শব্দের

স্মরণ হয়, তাহার পর শব্দবোধ্য অর্থের নিশ্চয় হয়, সুতরাং সেই স্থলে অর্থপ্রতীতিকালে শব্দের নিশ্চয় কোন মতে সম্ভাব্য নহে। সেইজন্য বাচকশব্দকে বিশেষণ করিয়া বাচ্যার্থের প্রতীতি হয় না। ইন্দ্রিয় শব্দ-স্মরণকে অপেক্ষা করিয়া যে জ্ঞানকে সম্পাদন করে, যদি তোমার মতে তাহা শাব্দ হয়, তাহা হইলে তুমি আশ্চর্য্যজনক নৈয়ায়িক। [অর্থাৎ নৈয়ায়িক যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলেন না, কিন্তু তুমি যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছ, সুতরাং তোমার নৈয়ায়িকতা বিড়ম্বনামাত্র] আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, চক্ষুঃ এবং কর্ণের মধ্যে কেহই শব্দবিশেষিত অর্থকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। [অর্থাৎ চক্ষুঃ শব্দকে এবং কর্ণ অর্থকে প্রকাশ করে না। সুতরাং উহাদের মধ্যে কেহই শব্দবিশেষিত অর্থকে প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব শব্দই তাহার বোধক। এইকথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।]

(উত্তর) হে মহাশয়, একমাত্র চক্ষুঃই শব্দবিশেষিত অর্থকে প্রকাশ করিবে এইকথা কেন বলিতেছ না ?

(প্রশ্ন) আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, যে ইন্দ্রিয়ের যাহা গোচর হয় না, তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি অনুচিত। সেইজন্য বাচক-শব্দবিশেষিত বাচ্যার্থের জ্ঞান ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন বলি না।

(উত্তর) মরীচির উপর জল-জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য ইহা তোমার মতে উৎপন্ন হয় কিরূপে ? কারণ—সেই স্থলেও জলের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হয় না। (তদ্রূপ শব্দের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ না থাকিলেও শব্দবিশিষ্ট অর্থের জ্ঞান চক্ষুর দ্বারাই হইবে, তাহাকে শাব্দ বলিবার প্রয়োজন নাই।)

(প্রশ্ন) আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, সেই স্থলে জলবিষয়ক স্মৃতি হইবার পর (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) জলের প্রত্যক্ষ হয়। (উত্তর) এইস্থলেও শব্দের স্মৃতি হইবার পর সেই শব্দ চক্ষুর গ্রাহ্য হইবে না কেন ?

(প্রশ্ন) আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, শব্দ কখনও চক্ষুর গোচর হয় না।

(উত্তর) সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে জল কেমন করিয়া চক্ষুর গোচর হইতে পারে ?

(প্রশ্ন) আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, চক্ষুর দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় ইহা স্বীকার করিলে একেন্দ্রিয়বাদের আপত্তি হয়। (সুতরাং বাধা হইয়া শব্দকে চক্ষুর গোচর বলা চলিবে না।)

(উত্তর) (এই পক্ষেও মরীচির প্রতি জলজ্ঞান চক্ষুর্জন্য স্বীকার করিলে) অসন্নিকৃষ্টবস্তুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করার জন্য চক্ষুর দ্বারাই সকল বস্তুরই জ্ঞান হইবার আপত্তি হইতে পারে। [অর্থাৎ এই পক্ষেও একেন্দ্রিয়বাদের আপত্তি আছে।]

মূল

নমু চ মরীচিজলজ্ঞানং ভ্রান্তমিতি কথমিহ দৃষ্টান্তীক্রিয়তে। কথমস্ত ভ্রান্তত্বম্ ? কিমনিন্দ্রিয়জত্বাদুত ব্যভিচারিত্বাৎ। তত্রানিন্দ্রিয়জত্বেনাস্য ভ্রান্ততায়ামিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নপদেনৈব নিরাসাদ্ ব্যভিচারিপদমনুপাদেয়মিতি। তদুপাদানাত্তু ব্যভিচারিত্বেনাস্য ভ্রান্তত্বমিতি নূনমিদমিন্দ্রিয়জমসন্নিহিতসলিলজ্ঞানমভ্যুপগন্তব্যম্।

যথা চাবিষয়ে তস্মিন্ নীরে নয়নজা মতিঃ।
তথা বাচকসংস্পৃষ্টে বাচ্যে কিমিতি নেষ্যতে ?
যথা চ তব কালাদিনারূপমপি চাক্ষুষম্।
তথা শব্দানুরক্তোঽপি কিমিত্যর্থো ন চাক্ষুষঃ॥
এবং হীন্দ্রিয়ব্যতিরেকানুবিধানমত্র ন বাধিতং ভবিষ্যতি।
নমু চাক্ষুষতাং শব্দে ন জীবন্ বক্তুমুৎসহে॥
ত্যক্তৈনং বাচকোপেতবাচ্যাবগমদুগ্রহম্।
অপি চামুষ্যশাব্দত্বে সম্বন্ধগ্রহণং কথম্॥
ন চাগৃহীতসম্বন্ধঃ শব্দো ভবতি বাচকঃ।
নির্বিকল্পকবিজ্ঞানবিষয়ে ন চ তদ্‌গ্রহঃ॥

শাব্দপক্ষে তু নিক্ষিপ্তং ভবতা সবিকল্পকম্।
সম্বন্ধঃ শক্যতে বোদ্ধুং ন চ মানান্তরাদ্ বিনা ॥
শাব্দজ্ঞানেন তদ্‌বোধে ভবেদন্যোঽন্যসংশ্রয়ম্।
ন চ শব্দোপরক্তেঽর্থে সম্বন্ধং বুধ্যতে জনঃ ॥
গোশব্দবাচ্যো গোশব্দ ইতি হি গ্রহণং ভবেৎ।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, মরীচির উপর জলজ্ঞান ভ্রমাত্মক, সুতরাং ইহাকে (ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের) দৃষ্টান্ত কেমন করিয়া করিতেছ ? (উত্তর) এই জ্ঞানটী ভ্রম কেন ? ইন্দ্রিয়জন্য নহে বলিয়া, কিংবা ব্যভিচারী বলিয়া ভ্রম। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়জন্যতার অভাবে যদি ইহাকে ভ্রম বল, তাহা হইলে 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই পদের দ্বারাই ইহার ব্যাবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া 'অব্যভিচারি' এই পদটী সন্নিবেশিত করিবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু সেই পদটীর সন্নিবেশ-নিবন্ধন ব্যভিচারী বলিয়া এই জ্ঞানটী ভ্রম। অতএব বাধিত সলিল-বিষয়ক ঐ জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়জন্য ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। (পূর্ব্বপক্ষীর কথা) যেরূপ চক্ষুর অগোচর সেই জলের জ্ঞান চক্ষু হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বলিতে হয়, তদ্রূপ বাচকবিশেষিত বাচ্যার্থের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, ইহা স্বীকার করিতেছ না কেন ? এবং যেরূপ তোমার মতে (নৈয়ায়িক-মতে) কালপ্রভৃতিদ্রব্য রূপহীন হইলেও তাহার চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ শব্দবিশেষিত অর্থেরও কেন চাক্ষুষ হইবে না ? এইরূপ হইলে বাচকবিশেষিতবাচ্যার্থজ্ঞানের সহিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারণভাব বাধিত হইবে না। (পূর্ব্বপক্ষীর কথা) আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমার বক্তব্য এই যে, আমার জীবন থাকিতে আমি শব্দের চাক্ষুষ বলিতে পারি না। বাচকবিশেষিতবাচ্যার্থ-জ্ঞানের পক্ষে দুরাগ্রহ ত্যাগ কর। (সিদ্ধান্তীর কথা) আরও এক কথা, ঐ জ্ঞানটীকে যদি শাব্দ বল, তাহা হইলে শক্তিজ্ঞান কেমন করিয়া হইল ?

[অর্থাৎ শাব্দবোধের পূর্বে শক্তিজ্ঞান প্রয়োজন, সুতরাং এই জ্ঞানটাকেও যদি শাব্দবোধ বল, তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বেও শক্তিজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু এই শক্তিজ্ঞান কেমন করিয়া হইল ? শক্তিজ্ঞান স্বতঃপ্রবৃত্ত নহে, উহারও কারণ থাকা চাই, কিন্তু সেই কারণ কোন্ সময়ে ঘটিল ?] এবং শক্তিজ্ঞান ব্যতীত শব্দ অর্থের বোধক হয় না, এবং নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানের ক্ষেত্রে (অবসরে) শক্তিগ্রহ সম্ভবপর নহে। কিন্তু তুমি সবিকল্পক জ্ঞানকে শাব্দের মধ্যে ফেলিয়াছ [অর্থাৎ সবিকল্পক-জ্ঞানের পূর্ব্বে শক্তিজ্ঞানের সম্ভাবনা না থাকায় সবিকল্পক-জ্ঞানমাত্রকে শাব্দ বলা অনুচিত] এবং অন্য প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকে শক্তি গৃহীত হয় না। শক্তিও শাব্দবোধের বিষয় হয়, এই কথা বলিয়া উপপত্তি করিলে ইতরেতরাশ্রয়-দোষ হয়। [অর্থাৎ শাব্দবোধের সাহায্যে শক্তিজ্ঞান হইল, এবং শক্তিজ্ঞানের সাহায্যে শাব্দবোধ (সবিকল্পক-জ্ঞানরূপ) হইল] এবং মানুষ শব্দবিশেষিত অর্থে কোন পদের শক্তি আছে ইহা বুঝে না। কারণ—এরূপ হইলে গো-শব্দ গো-শব্দের বাচ্য এইরূপ জ্ঞানের আপত্তি হয়। [অর্থাৎ কিঞ্চিদ্‌বিশেষণবিশিষ্টই বাচ্যার্থ হইয়া থাকে, সুতরাং বিশেষণ ও বিশেষ্য উভয়ই বাচ্যার্থ হইয়া থাকে। অতএব শব্দবিশেষিত অর্থকে বাচ্যার্থ বলিলে শব্দও শব্দের বাচ্যার্থ হইয়া পড়ে।]

মূল

বাচ্যস্য হি গবাদের্গোশব্দবিশেষিতস্য বাচ্যত্বাদ্ বাচ্যোঽর্থ ইব গোশব্দোঽপি বাচ্যতামবলম্বতে।

> যদি চ স্বানুরাগেণ বাচকাদ্ বাচ্যবেদনম্।
> লিঙ্গাদপি ভবেদ্ বুদ্ধিঃ স্বাবচ্ছেদেন লিঙ্গিনি ॥
> অথ ধূমান্বিতত্বেন ন বহ্নিরবগম্যতে।
> ইহাপি শব্দযোগেন গবাদির্নৈব গম্যতে ॥
> ন চাস্তি বস্তুনো ধর্ম্মো বাচ্যতা নাম কশ্চন।
> যদি স্যান্নির্ব্বিকল্পেঽপি প্রতিভাসেত রূপবৎ ॥

অর্থাসংস্পর্শিনঃ শব্দান্ কথয়ন্ দুষ্টসৌগতঃ।
প্রত্যক্ষাত্রেণ ভেতব্যঃ স কথং হন্যতে ত্বয়া।
প্রত্যক্ষবিষয়ে বৃত্তিঃ শব্দানাং ভবতঃ কুতঃ।
তেষাং যদবিষয়ে বৃত্তিস্তদ্ধি শাব্দীকৃতং ত্বয়া।

অপি চ বিষয়ভেদেন প্রতিভাসভেদো ভবতীতি দুরাশয়া শব্দ-বিশিষ্টমর্থং নির্ব্বিকল্পাৎ সবিকল্পস্য বিষয়মধিকং পশ্যতি ভবান্ অনেনৈব চ বর্ত্মনাঽবতরন্ পরং শব্দাধ্যাসং ন পশ্যতীতি কোঽয়ং ব্যামোহঃ। স ত্বং বচনীয়োঽসি সংবৃত্তঃ, মধু পশ্যসি দুর্বুদ্ধে। প্রপাতং নৈব পশ্যসীতি।

তস্মাদ্ গৌরিতিবিজ্ঞানং প্রত্যক্ষমবধার্য্যতাম্।
শব্দস্মরণসাপেক্ষচক্ষুরিন্দ্রিয়নির্ম্মিতম্।
মানসত্বন্তু যৎ তস্য নেষ্যতে যুক্তমেব তৎ।
তদ্ভাবানুবিধায়িত্বাদ্ বাহ্যেন্দ্রিয়জমেব তৎ।

অনুবাদ

কারণ—গোশব্দ-বিশেষিত গোপ্রভৃতি অর্থকে বাচ্য বলিলে বাচ্যার্থের ন্যায় গোশব্দও বাচ্য হইয়া থাকে। এবং যদি বাচক-শব্দ হইতে বাচক-শব্দযোগে বাচ্যার্থের প্রতীতি স্বীকার কর, তাহা হইলে লিঙ্গ হইতেও লিঙ্গ-বিশেষিত সাধ্যের জ্ঞানের আপত্তি হয়। যদি বল যে, ধূমবিশেষিত-ভাবে বহ্নির জ্ঞান হয় না, তাহা হইলে এই স্থলেও বাচক-শব্দ-বিশেষিত ভাবে গোপ্রভৃতির জ্ঞান কখনই হয় না। এবং বাচ্যতানামক বস্তুর কোন ধর্ম্ম নাই। যদি থাকিত, তাহা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানেও রূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। [অর্থাৎ রূপ যেরূপ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তদ্রূপ বাচ্যতাও তাহার বিষয় হইত] দুষ্টপ্রকৃতি বৌদ্ধ অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ হয় না। [অর্থাৎ বৌদ্ধমতে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ, স্বলক্ষণ তাহার বিষয়, নির্ব্বিকল্পকের বিষয়ভূত ঐ স্বলক্ষণের সহিত নামজাত্যাদির কোন সংস্রব ঘটে না, ঘটিলে তাহা সবিকল্পক হইয়া

পড়িত।] এই কথা বলার জন্য তাহাকে প্রত্যক্ষরূপ অস্ত্রে বিদ্ধ করা উচিত। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সবিকল্পতা সমর্থন-দ্বারা বৌদ্ধমতের নিরাস করা কর্ত্তব্য।] সবিকল্পক প্রত্যক্ষের শাব্দত্ববাদী তুমি কেমন করিয়া সেই বৌদ্ধকে নিরাস করিয়া থাক? [অর্থাৎ তোমার মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নাই, তাহা শাব্দ। সুতরাং প্রত্যক্ষের দ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন হইল না।] বিষয়প্রত্যক্ষ হইবার পর তাহাতে শব্দের (নামের) সম্বন্ধ তোমার মতে ঘটে কেমন করিয়া? কারণ—যে জ্ঞানের বিষয়ে সেই সকল শব্দের সম্বন্ধ ঘটে, তুমি তাহাকে শাব্দ বলিয়াছ।* আরও এক কথা, বিষয়-ভেদে (বিষয়ের ভেদ থাকিলে) জ্ঞানের ভেদ হয়; এই দুরাগ্রহবশতঃ বাচক-বিশেষিত অর্থ নির্ব্বিকল্পক অপেক্ষা সবিকল্পকের অধিক বিষয় ইহা তুমি দেখিয়া থাক। কিন্তু এই পথে চলিতে গিয়া প্রবল শব্দাধ্যাস দেখিতে পাইতেছ না, ইহা তোমার বড়ই ভ্রম। সেই তুমি এই বলিয়া নিন্দার পাত্র হইতেছ যে, হে বুদ্ধিহীন মনুষ্য! মধু দেখিতেছ, কিন্তু ভাবী পতন বুঝিতেছ না।

অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, 'গৌঃ' এই প্রকার জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ ইহা অবধারণ কর, কারণ—চক্ষুঃ শব্দ-স্মরণকে অপেক্ষা করিয়া ঐ জ্ঞানটীকে সম্পাদন করিয়াছে। কিন্তু সেই জ্ঞানটীকে যে মানস বলিতেছ না, তাহা যুক্তিযুক্ত। কারণ—তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত অন্বয়-ব্যতিরেক থাকায় তাহা বহিরিন্দ্রিয়-জন্য, অন্তরিন্দ্রিয়-জন্য নহে।

মূল

অত্র পুনঃ প্রবরাঃ প্রাহুঃ। নন্বেবং গৌরিত্যাদিবোধেষু বাচকাবচ্ছিন্ন-বাচ্যপ্রতিভাসে সর্ব্বপ্রকারমপাক্রিয়মাণে প্রথমাক্ষসন্নিপাতসময়মাসাদিত-সম্ভাবনির্ব্বিকল্পক-বেদনবৈলক্ষণ্যং কথমেষাং ভবেৎ? ন হি বিষয়াতিশয়-মন্তরেণ প্রতিভাসাতিশয়ো ভবিতুমর্হতি। দণ্ডীতি দণ্ডবিশিষ্টঃ পুরুষঃ

* কেহ কেহ বলেন যে, এই মতটী মীমাংসকের। কিন্তু ইহা কুমারিলের মত নহে, কুমারিল শব্দ জ্ঞান এবং অর্থের সঙ্করের কথা উঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কুমারিলের কথা নহে, কুমারিল তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নৈয়ায়িকের কথা।

প্রতিভাসতে, ইতরথা ন কেবলপুরুষপ্রতীতেরেষা প্রতীতির্বিশিষ্যতে, উভয়প্রতিভাসেঽপি ন দণ্ডপুরুষাবিতি প্রতীতেঃ, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবস্য নিয়ামকত্বাৎ।

পূর্ব্বাপরচিরক্ষিপ্রক্রমাদ্যবগমেষ্বপি।
দিক্‌কালাদিবিশিষ্টোঽর্থঃ স্ফুরত্যতিশয়গ্রহাৎ॥
প্রত্যক্ষঃ কিং স কালাদিঃ প্রতীতিং পৃচ্ছ কিং ময়া।
গৃহ্যতে তদ্‌বিশিষ্টোঽর্থঃ স চ নেত্যেতদদ্ভুতম্॥
এতেন সমবায়েঽপি প্রত্যক্ষত্বং প্রকাশিতম্।
ইহেতি তন্তুসম্বন্ধপটপ্রত্যয়দর্শনাৎ॥

অয়ং পট ইতি প্রত্যয়াদিহ তন্তুষু পট ইতি বিলক্ষণ এষ প্রত্যয়ঃ, তন্তুপটসম্বন্ধস্য * বিশেষণস্যাপ্রত্যক্ষতায়াং ন কেবলপটপ্রত্যয়াদ্ বিশিষ্যেতেতি। অথ মতম্ উপায়ভেদাৎ প্রতীতিভেদো ভবতি দূরাবিদূর-দেশব্যবস্থিতস্থাণ্বাদিপদার্থপ্রতীতিবৎ সংস্কৃতাসংস্কৃতাক্ষকরণবিষয়বোধবচ্চেতি। তদসাম্প্রতম্। উপায়ভেদেঽপি তদ্‌ভেদাসিদ্ধেঃ। উপায়ো বুদ্ধাবতিশয়-মাদধাতি, ন বিষয়ে, বিষয়াবগতিসময়ে চ ন বুদ্ধিরবভাতীতি নৈয়ায়িকাঃ। তদয়মতিশয়ো যদধিকরণঃ সা ন প্রতিভাসতে বুদ্ধিঃ, যশ্চ তদানীমবভাসতে বিষয়ঃ তত্রাতিশয়ো নাস্তি, দৃশ্যতে চাতিশয়সংবেদনমিতি সঙ্কটঃ পন্থাঃ। ন চ দূরাবিদূরদেশবর্ত্তিনি পদার্থে প্রতীতিরুপায়ভেদাদ্ ভিদ্যতে। সাপি হি বিষয়ভেদাদেব ভিদ্যতে।

দূরাদ্ধি বস্তুসামান্যং ধর্ম্মমাত্রোপলক্ষিতম্।
অদূরতস্তু বিস্পষ্টবিশেষমবসীয়তে॥

যথা মাঘেন বর্ণিতম্—

চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা
ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি
ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥

* সম্বন্ধস্যেতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

ক্রিয়ান্তরাণাং বৈচিত্র্যে যথা তত্ত্বাহস্য কারণম্।
ভেদো জ্ঞানক্রিয়ায়াস্তু কর্ম্মভেদনিবন্ধনঃ॥

অনুবাদ

এই সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। (তাঁহার আশঙ্কা) আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, 'গৌঃ' ইত্যাদি প্রকারের যে সকল সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, বাচক-বিশেষিত-বাচ্যার্থ তাহার বিষয় হয় না এই বলিয়া যদি বাচক-বিশেষিত-বাচ্যার্থের প্রত্যক্ষ-বিষয়তা সর্ব্বপ্রকারে প্রতিষিদ্ধ কর, তাহা হইলে প্রথম ইন্দ্রিয়-সংযোগের সময়ে যে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইতে এই সকল সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বৈলক্ষণ্য (স্বরূপ-ভেদ) কেমন করিয়া হইতে পারে? কারণ—বিষয়ের বৈলক্ষণ্য-ব্যতিরেকে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না। 'দণ্ডী' এই কথা বলিলে দণ্ড-বিশেষিত পুরুষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই কথা না বলিলে এই জ্ঞান কেবলমাত্র পুরুষবিষয়কজ্ঞান হইতে বিলক্ষণ হয় না। দণ্ড-বিশেষিত পুরুষ প্রতীয়মান না বলিয়া দণ্ড এবং পুরুষ উভয় প্রতীয়মান হয় এই কথা বলিলেও দণ্ড এবং পুরুষ এই প্রকার জ্ঞান হইতে 'দণ্ডী পুরুষ' এই প্রকার প্রতীতির প্রভেদ থাকে না। কারণ—বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব নিয়ামক (প্রতীতির স্বরূপ-ভেদ-কারক) [অর্থাৎ দণ্ড এবং পুরুষ এই উভয়কে 'দণ্ডী পুরুষ' ইত্যাকার প্রতীতির বিষয় বলিলে 'দণ্ডী পুরুষঃ' এবং 'দণ্ডপুরুষৌ' এইরূপ প্রতীতিদ্বয়ের ভেদ থাকিতে পারে না। কারণ— উক্ত প্রতীতিদ্বয়ের বিষয়ের মধ্যে বিশেষ্যবিশেষণভাব নাই। বিশেষ্য-বিশেষণভাবই প্রতীতির বৈলক্ষণ্য-সাধক, সেই বিশেষ্যবিশেষণভাব উক্ত প্রতীতিতে স্বীকার করিতেছ না।]

পর, অপর, চির, ক্ষিপ্র, এবং ক্রমাদির জ্ঞানেও দিক্কালাদি-বিশেষিত বস্তু বিষয় হইয়া থাকে, নচেৎ সেই সকল জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য গৃহীত হইত না। সেই কালাদির কি প্রত্যক্ষ হয়?—ইহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, ঐ জিজ্ঞাসা জ্ঞানের নিকট কর, আমাকে জিজ্ঞাসা

করিলে কি ফল হইবে? [অর্থাৎ এই পক্ষে নিজ নিজ প্রতীতি প্রমাণ] এবং কালাদিবিশিষ্ট বস্তু গৃহীত হইয়া থাকে, অথচ কাল প্রভৃতি গৃহীত হয় না, ইহা আশ্চর্য্যের কথা। ইহার দ্বারা সমবায়েরও প্রত্যক্ষ হয়, ইহা সিদ্ধ হইল। কারণ—এই তন্তুতে পট রহিয়াছে এইরূপে তন্তু-সম্বন্ধভাবে পটের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা দেখা যায়। 'এটী পট' এই প্রকার প্রত্যক্ষ হইতে 'পট এই তন্তুতে সমবেত' এই প্রত্যক্ষটীর স্বরূপ অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু তন্তু-পট-সমবায়রূপ বিশেষণের প্রত্যক্ষ যদি না হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র পটের প্রত্যক্ষ হইতে 'পট এই তন্তুতে সমবেত' এই প্রকার প্রত্যক্ষ বিভিন্নপ্রকার হইত না। এই পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা। যদি বল যে, কারণের ভেদবশতঃ জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে, যেরূপ দূরস্থ এবং নিকটস্থ স্থাণুপ্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে (দূরস্থ বস্তুর পক্ষে মোটামুটি জ্ঞান এবং নিকটস্থ বস্তুর পক্ষে যথাযথ নিশ্চয় হয়), কিংবা যেরূপ দুষ্ট বা অদুষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে (দুষ্ট চক্ষুর দ্বারা শঙ্খ পীতবর্ণ এই প্রকার প্রত্যক্ষ হয়, এবং অদুষ্ট চক্ষুর দ্বারা শঙ্খ শ্বেতবর্ণ এইরূপ প্রত্যক্ষ হয়)। সেই মতটী সঙ্গত নহে। কারণ—উপায়ের ভেদ হইলেও জ্ঞানের স্বরূপভেদ (সর্ব্বত্র) হয় না। [অর্থাৎ চক্ষু এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের ভেদ থাকিলেও প্রত্যক্ষের আকারভেদ হয় না, চক্ষুর দ্বারাও 'অয়ং ঘটঃ' এই প্রত্যক্ষ হয়, এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হয়। অথবা পর্ব্বতে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের পরামর্শ এবং বহ্নিব্যাপ্য আলোকের পরামর্শ এক না হইলেও 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ এক প্রকার অনুমিতি হয়।]

উপায় (জ্ঞানের উপায়) জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্যের সম্পাদক হইয়া থাকে, বিষয়ের (জ্ঞেয় বস্তুর) কোন বৈলক্ষণ্য সাধন করে না। এবং যে সময়ে বিষয়ের জ্ঞান হয়, সেই সময়ে ঐ জ্ঞান গৃহীত হয় না। এই কথা নৈয়ায়িকগণ বলেন।

সেই জন্য [অর্থাৎ উপায়ভেদে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয়, বিষয়ের হয় না, এবং ঐ বৈলক্ষণ্য জ্ঞানের উৎপত্তিকালে প্রতীয়মান হয় না, সেইজন্য] এই বৈলক্ষণ্য যাহাতে থাকে, সেই জ্ঞান (বিষয়-

প্রকাশকালে) প্রতীয়মান হয় না। এবং যাহা সেই সময়ে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহা বিষয়। তাহাতে জ্ঞানের উপায়কৃত বৈলক্ষণ্য নাই। অথচ একটা বৈলক্ষণ্যের অনুভূতি হয়, ইহা দেখা যায়। অতএব সাধারণ নৈয়ায়িকের আবিষ্কৃত পথটী ব্যবহারের অযোগ্য [অর্থাৎ অগ্রাহ্য] দূরস্থ এবং নিকটস্থ বস্তুর পক্ষে উপায়ভেদবশতঃ প্রতীতিভেদ হয় না। কারণ—তাহাও (সেই প্রতীতিও) বিষয়ভেদবশতঃই ভিন্ন হইয়া থাকে। কারণ—দূর হইতে বস্তুর সামান্য রূপটী বিশেষধর্ম্মের অসহযোগে গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু নিকট হইতে বস্তুর বিশেষরূপটী সুস্পষ্টভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ মাঘকবি-কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বাসুদেব পূর্ব্বে পরিদৃশ্যমান এই বস্তুটী তেজের সমষ্টি এই বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাহার পর (তদপেক্ষা নৈকট্য-নিবন্ধন) আকার নির্দ্ধারিত হওয়ায় ঐ বস্তুকে শরীরী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার পর (তদপেক্ষা আরও নৈকট্য হওয়ায়) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্ধারিত হইলে ঐ শরীরীকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ (অত্যধিক নৈকট্য হওয়ায়) ঐ পুরুষটাকে ইনি নারদ এই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অন্যান্য ক্রিয়ার ভেদের পক্ষে যাহা তাহা কারণ হোক, কিন্তু জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার ভেদ বিষয়ের বৈলক্ষণ্যজন্য। [অর্থাৎ অন্য ক্রিয়ার পক্ষে কে নির্দ্দিষ্ট কারণ ইহা জোর করিয়া বলিতে চাহি না। কিন্তু জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার পক্ষে বিষয়বৈলক্ষণ্য কারণ ইহা জোর করিয়া বলিতেছি।]

মূল

তদেতদাচার্য্যাঃ প্রতিসমাদধতে। ন বিষয়ভেদাদেব প্রতিভাসভেদঃ, কিন্তূপায়ভেদাদ্ ভবত্যেব। যচ্চ চোদিতং বিষয়প্রতিভাসকালে তৎ-প্রতিভাসাপ্রতিভাসাদতিশয়বচনে সঙ্কটঃ পন্থা ইতি তদবিদিত-নৈয়ায়িক-দর্শনস্যৈব চোদ্যম্। জ্ঞানোৎপাদ এব বিষয়স্য প্রত্যক্ষতেতি নো দর্শনং ন জ্ঞানগ্রহণমিতি। তত্র যথা পুরুষ ইতি নিরতিশয়জ্ঞানমাত্রোৎপাদে তাবন্মাত্রবিষয়প্রত্যক্ষতা ভবতি, ন তত্র জ্ঞানং প্রকাশতে। অগৃহ্যমাণেঽপি

জ্ঞানে বিষয় এব প্রতিভাসতে, এবং দণ্ডীতি শুক্লবাসা ইতি বিশেষণজ্ঞানা-দ্যুপায়াতিশয়বশাৎ সাতিশয়প্রত্যয়জননে, তদগ্রহণেঽপি * স এব বিষয়োঽবভাসতে ইতি কিয়ানেষ সঙ্কটঃ পন্থাঃ। তথা চ দণ্ডীতি পুরুষপ্রবণৈব মতিঃ। কো দণ্ডী পুরুষঃ, কঃ পুরুষো দণ্ডীতি সামানাধিকরণ্যেন নিঃসন্ধিবন্ধস্য পুংস এব প্রতিভাসাৎ। এবং দণ্ডিনং ভোজয়, দণ্ডিনে দেহীতি ভোজনাদিকার্য্যযোগিত্বং ন দণ্ডে দৃশ্যতে, অপি তু পুংস্যেব। নমু দণ্ডী পর্ব্বতমারোহতীতি দণ্ডেঽপি কার্য্যান্বয়ো দৃশ্যতে লোকে। বেদেঽপি দণ্ডী মৈত্রাবরুণঃ প্রৈষান্ অন্বাহেতি প্রৈষানুবচনস্য বচনান্তরতঃ প্রাপ্তের্দণ্ডবিধানার্থমেতদ্ বাক্যং ভবতি, যথা লোহিতোষ্ণীষা ঋত্বিজঃ প্রচরন্তীতি, শ্যেনাদৌ ঋত্বিজাং প্রকৃতিবদ্ভাবেন প্রাপ্তানাং লোহিতোষ্ণীষবিধানমাত্রমেতদ্ ভবতি।

অনুবাদ

আচার্য্যগণ এই মতের প্রতিবাদ করিতেছেন। বিষয়ভেদবশতঃই জ্ঞানের ভেদ হয় না, কিন্তু উপায়ভেদবশতঃই জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে। এবং পূর্ব্বে বিষয়জ্ঞানকালে বিষয়জ্ঞানের জ্ঞান না হওয়ায় জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্যের কথা বলিলে পথটা সঙ্কট হইয়া পড়ে [অর্থাৎ জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য-সিদ্ধান্তের পথ দুষ্প্রবেশ হইয়া পড়ে], এই কথা বলিয়া যে দোষ দিয়াছ, তাহা নৈয়ায়িকদর্শনে অনভিজ্ঞতার ফল। জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেই বিষয় প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, ইহাই আমাদের দর্শনের মত, জ্ঞানের জ্ঞানকে বিষয়-প্রত্যক্ষ বলে না। সেই পক্ষে যেরূপ পুরুষ এই বলিয়া অবিলক্ষণ জ্ঞানমাত্রের উৎপত্তি হইলে ততটুকু মাত্র বিষয়ের প্রত্যক্ষতা হয়, সেই স্থলে জ্ঞানের জ্ঞান হয় না, কিন্তু জ্ঞানের জ্ঞান না হইলেও কেবলমাত্র বিষয় প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ বিশেষণ-জ্ঞানরূপ উপায়ের ভেদে দণ্ডবিশিষ্ট এই বলিয়া এবং শ্বেতবস্ত্রবিশিষ্ট এই বলিয়া বিলক্ষণ-প্রতীতির উৎপত্তি হইলে সেই প্রতীতির জ্ঞান না হইলেও

* 'তদগ্রহণে স এব' ইতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

সেই বিষয়ই প্রতীয়মান হয়। অতএব এই পথটা আর কত ভীষণ? [অর্থাৎ ভীষণ নহে।] কারণ—তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে দণ্ডী এই প্রকার বুদ্ধির বিষয় কেবলমাত্র পুরুষ। কে দণ্ডী? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, পুরুষ। এবং কোন্ পুরুষ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, দণ্ডী। এইরূপে অভেদে বিশেষ্য-বিশেষণভাববশতঃ দণ্ডের সহিত অসংযুক্তভাবে কেবলমাত্র পুরুষেরই বোধ হইয়া থাকে। এবং দণ্ডীকে ভোজন করাও, দণ্ডীকে দান কর, এই রূপে ভোজনাদিকার্য্যের সম্বন্ধ দণ্ডে দেখা যায় না, পরন্তু কেবলমাত্র পুরুষেই দেখা যায়। আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, দণ্ডী পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছে এইরূপ লৌকিক স্থলে দণ্ডেও আরোহণরূপ কার্য্যের সম্বন্ধ দেখা যায়। বেদেও 'দণ্ডী ঋত্বিক্ নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত বলিয়াছিলেন' এইস্থলে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত কথনটা অন্য বাক্য হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এই বাক্যটা তদ্বিধানে তৎপর নহে, কিন্তু দণ্ডের বিধানের জন্যই এই বাক্য। [অর্থাৎ দণ্ডী হইয়াই এই কার্য্য করিবে। ঐ বৈদিক বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য] যেরূপ ঋত্বিগ্‌গণ রক্তবর্ণ উষ্ণীষ মস্তকে দিয়া বিচরণ করিবে। এই স্থলে শ্যেনযাগাদি-প্রকরণে ঋত্বিক্-অংশে বিধি নহে, কারণ—ঋত্বিগ্‌গণ প্রকৃতিতুল্যতানিবন্ধন (প্রধানভাবে প্রাগুক্ত বলিয়া) পূর্ব্বপ্রাপ্ত। সুতরাং রক্তবর্ণ উষ্ণীষের ধারণমাত্রেই বিধির পর্য্যবসান। বিধেয়ভূত তাদৃশ অর্থেই এই বাক্যের তাৎপর্য্য। [অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর মতে বিষয়বৈলক্ষণ্যই জ্ঞানগতবৈলক্ষণ্য-সাধক। সুতরাং 'দণ্ডী পুরুষঃ' এই স্থলে কেবল পুরুষের প্রতীতি হয় না, কিন্তু দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষের প্রতীতি হয়। অতএব দণ্ডও প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। সেইজন্য কেবল পুরুষবিষয়ক প্রতীতি অপেক্ষা দণ্ডিপুরুষবিষয়ক প্রতীতিটা বিলক্ষণ]।

মূল

উচ্যতে। ভবত্বেবং কিন্তু দণ্ডমবলম্ব্য পুরুষঃ পর্ব্বতমারোহতি, ন দণ্ডো নিশ্চেতনঃ। বেদেঽপি দণ্ডপাণিঃ পুরুষঃ প্রৈষান্ অনুভাষতে, ন দণ্ডঃ, ন

লোহিতা উষ্ণীষাঃ প্রচরন্তি, কিন্তু অন্যপদার্থীভূতা ঋত্বিজ এবেতি, সর্ব্বত্র বিশেষ্যপ্রবণৈব মতিঃ। উভয়প্রতিভানে তু দণ্ডপুরুষাবিতি স্যান্ন দণ্ডীতি। বিশেষণবিশেষ্যভাবস্ত নিয়ামকত্বাদিতি চেৎ সেয়ং বিশেষ্য-প্রবণা মতিরুক্তৈব ভবতি। বিশেষণত্ত বিশেষণত্বেনৈবোপসর্জনত্বাদ্ দণ্ডোঽস্যাস্তীতি পুরুষ এবোচ্যতে ন দণ্ডপুরুষৌ। এবং পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়াশ্চিরক্ষিপ্রাদিপ্রত্যয়া ইহ তন্তুষু পট ইত্যাদিপ্রত্যয়াশ্চ দিক্‌কাল-সমবায়বিশিষ্টগ্রাহিণঃ *। ত ইমে দিক্‌কালসমবায়াঃ সামগ্র্যন্তর্গতাঃ সন্তঃ প্রত্যয়াতিশয়মাদধতি ন তদ্‌বিষয়ীভবন্তি † পটাদিদ্রব্যবৎ। এবং পতনাদ্যনুমেয়গুরুত্বাদি-কারণভেদজনিতাঃ গুরুঃ পাষাণ ইত্যাদিপ্রত্যয়াঃ পরোক্ষবিশেষণং বিশেষ্যমবলম্বতে, ইত্যলং বিস্তরেণ। তস্মাদ্ গৌরিত্যাদি জ্ঞানং ন বাচকাবচ্ছিন্নবাচ্যবিষয়ম্। অতশ্চ ন শাব্দং তৎ। অপি তু সুস্পষ্টং প্রত্যক্ষমেব। তস্মিংশ্চ লক্ষিতে সতি লক্ষণবৈয়র্থ্যা-শঙ্কাকরণাভাবান্নাসম্ভবদোষনিরাকরণার্থমব্যপদেশ্যপদম্।

অনুবাদ

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি। তোমাদের কথা ঠিক হোক, কিন্তু পুরুষ দণ্ড লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করে, অচেতন দণ্ড স্বয়ং পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে না। বেদেও পুরুষ হস্তে দণ্ড লইয়া নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত (অন্যান্য ব্রতিগণের সহিত) মন্ত্র উচ্চারণ করে, দণ্ড করে না। রক্তবর্ণ উষ্ণীষগুলি স্বয়ং বিচরণ করে না, কিন্তু দণ্ড এবং উষ্ণীষ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ ঋত্বিগ্‌গণই ঐ সকল কার্য্য করেন। অতএব সর্ব্বত্র বিশেষ্যকে লইয়াই জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয়ের জ্ঞান হয়, এই কথা বলিলে [অর্থাৎ দণ্ড এবং পুরুষ উভয়ের সহিত আরোহণ-ক্রিয়ার সম্বন্ধ-জ্ঞান হইলে] দণ্ড এবং পুরুষ উভয়েরই বিশেষ্যভাবে জ্ঞান হওয়া উচিত, দণ্ডবিশিষ্টের বুদ্ধি হওয়া উচিত নহে।

* দিক্‌কালসমবায়বিশিষ্টগ্রাহিণ ইতি যুক্তঃ পাঠঃ, ন তু দিক্‌কালসমবায়গ্রাহিণঃ।

† ন তদ্‌বিষয়ীভবন্তীতি যুক্তঃ পাঠঃ, ন তু তদ্ভিন্নে ভবন্তি।

যদি 'বিশেষ্যবিশেষণভাব বিশিষ্টবুদ্ধির নিয়ামক বলিয়া পূর্ব্বোক্তস্থলে দণ্ডবিশিষ্টেরই জ্ঞান হইবে, দণ্ড এবং পুরুষ উভয়েরই বিশেষ্যভাবে জ্ঞান হইবে না' এই কথা বল, তাহা হইলে তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, সেই এই বুদ্ধিটী কেবলমাত্র বিশেষ্যেরই (পুরুষরূপ বিশেষ্যেরই) হইল—ইহাই বলা হইয়া গেল। যে সময়ে যাহা বিশেষণ হয়, সেই সময়ে তাহা অপ্রধান হয়, সুতরাং দণ্ড ইহার আছে এইরূপ অর্থ 'দণ্ডী' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য হওয়ায় (দণ্ডের বিশেষণতানিবন্ধন) কেবলমাত্র পুরুষের কথা বলা হইতেছে। দণ্ড এবং পুরুষ উভয়ের কথা বলা হইতেছে না। এবং পূর্ব্ব, অপর ইত্যাদি জ্ঞান, চির, ক্ষিপ্র ইত্যাদি জ্ঞান এবং এই তন্তুতে পট সমবেত ইত্যাদি জ্ঞান দিগ্‌বিশিষ্ট, কালবিশিষ্ট এবং সমবায়বিশিষ্টের গ্রাহক। সেই এই দিক্, কাল এবং সমবায় (বিশেষণরূপে) সামগ্রীর অন্তর্গত হইয়া [অর্থাৎ বিশিষ্টবুদ্ধির জনক কারণসমষ্টির অন্তর্গত হইয়া] জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য সাধন করিতেছে। পটপ্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় বিশিষ্ট-বুদ্ধির বিষয় হইতেছে না। [অর্থাৎ দিক্, কাল এবং সমবায় পরস্পরবিভিন্ন এবং তাহারই বিশেষণ বলিয়া সামগ্রীর অন্তর্গত। সুতরাং সামগ্রীও বিভিন্ন হইতেছে। অতএব সামগ্রীভেদবশতঃ ফলীভূত জ্ঞানও বিভিন্ন হইল। ঐ ফলীভূত জ্ঞানই বিশিষ্ট-বুদ্ধি। পটপ্রভৃতি দ্রব্য যেরূপ সেই বিশিষ্ট বুদ্ধির বিষয় হইতেছে, তদ্রূপ দিক্, কাল এবং সমবায় সেই বিশিষ্ট বুদ্ধির বিষয় হইতেছে না।] এবং আত্মপতনপ্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা অনুমেয় গুরুত্বপ্রভৃতি কারণের ভেদসম্পাদিত 'পাষাণ গুরুত্ববিশিষ্ট' ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্ট-বুদ্ধি অতীন্দ্রিয়গুরুত্বরূপবিশেষণবিশিষ্ট পটাদিরূপ বিশেষ্যকে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিতেছে। অতএব আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। সেই জন্য 'গৌঃ' ইত্যাদি জ্ঞান বাচক-শব্দের দ্বারা বিশেষিত বাচ্যার্থকে বিষয় করিয়া হইতেছে না। অতএব সেই জ্ঞান শাব্দ নহে, পরন্তু তাহা প্রত্যক্ষই। এবং সেই জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ লক্ষণের লক্ষ্য হইলে লক্ষণের বৈয়র্থ্য-শঙ্কার কারণ না থাকায় অসম্ভব-দোষ-নিবারণের জন্য 'অব্যপদেশ্য' এই পদটী প্রযুক্ত হয় নাই। [অর্থাৎ পূর্ব্বে সবিকল্পক প্রত্যক্ষমাত্রকে শব্দস্মরণ-জন্য বলা হইয়াছিল। সুতরাং

তাহা ব্যপদেশ্য হইয়াছিল বলিয়া প্রত্যক্ষলক্ষণের অলক্ষ্য হওয়ায় অসম্ভবের আশঙ্কা করিয়া শেষে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষলক্ষণে লক্ষ্য এই কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু এখন বাচকাবচ্ছিন্নবাচ্যার্থ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও বাচকভূত শব্দ বাচ্যার্থের বিশেষণ হওয়ায় তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে না। কেবলমাত্র বিশেষ্যভূত বাচ্যার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে, সুতরাং সবিকল্পক প্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য। অতএব অসম্ভবদোষ না থাকায় তাহার নিবারণের জন্য 'অব্যপদেশ্য' এই বিশেষণটী প্রযুক্ত হয় নাই।]

মূল

কিমর্থং তর্হীদমস্তু। উক্তমাচার্য্যৈরুভয়জজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থমিতি। ননু তদপি প্রত্যক্ষমেবেতি অনপোহ্যঞ্চ*মুক্তম্। পুরোঽবস্থিতগবাদিপদার্থস্বরূপ-মাত্রগ্রহণনিষ্ঠিতসামর্থ্যমত্র প্রত্যক্ষম্। গোশব্দবাচ্যতায়াস্তু সংজ্ঞাকর্ম্মো-পদেশী শব্দ এব প্রমাণম্। যদ্যপি শব্দার্থসম্বন্ধপরিচ্ছেদে গত্যন্তরমপি সম্ভবতি, তথাপি যত্র তাবৎ সংজ্ঞিনং নির্দ্দিশ্য সংজ্ঞা বৃদ্ধৈরুপদিশ্যতে গোশব্দবাচ্যোঽয়ং পনসশব্দবাচ্যোঽয়মিতি তত্র তদ্‌বাচ্যতাপরিচ্ছেদে স এব কারণম্।

> অতএব চ লোকোঽপি শাব্দত্বমভিমন্যতে।
> শব্দোপরচিতাপূর্ব্বজ্ঞানাতিশয়তোষিতঃ॥
> তচ্ছব্দবাচ্যতাজ্ঞপ্তির্বিনা সংজ্ঞোপদেশিনঃ।
> শব্দান্নেতি স এবাত্র সত্যপ্যক্ষে প্রকর্ষভাক্॥
> অতঃ সূত্রকৃতাপ্যত্র শব্দাতিশয়দর্শনাৎ।
> বাধায়ি তদ্‌ব্যবচ্ছেদো ন তু ধর্ম্মোপদেশিনা॥

তস্মাদুভয়জজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থমেবেদং পদমিতি।

* অপোহ্যমতর্ক্যম্, ন অপোহ্যমনপোহ্যং তর্ক্যমিতি যাবৎ।

অনুবাদ

(প্রশ্ন) তাহা হইলে কি জন্য এই বিশেষণটী দেওয়া হইবে ?

(উত্তর) আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, উভয়জজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনের জন্য। [অর্থাৎ শব্দ এবং ইন্দ্রিয় এই উভয়ের দ্বারা উৎপাদ্য জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনের জন্য এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে, এই কথা আচার্য্যগণ বলিয়াছেন।] আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, সেই জ্ঞানও (উভয়জ জ্ঞানও) প্রত্যক্ষ, অন্য প্রকার নহে। এই মতটী বিনা তর্কে গ্রাহ্য নহে [অর্থাৎ এইমতের প্রতিকূলে অনেক তর্ক আছে]। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানটীর সামর্থ্য সম্মুখে অবস্থিত গোপ্রভৃতি পদার্থের স্বরূপ-মাত্রের প্রকাশনের দ্বারাই কৃতকৃত্য হয়। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান সন্নিকৃষ্ট গোপ্রভৃতি পদার্থের স্বরূপ যতটুকু, ততটুকুই প্রকাশ করে, তদতিরিক্ত অন্য কিছু প্রকাশ করে না। স্বরূপের সহিত সন্নিকর্ষকালে প্রত্যক্ষজ্ঞান কেবলমাত্র স্বরূপের প্রকাশক হয়। স্বরূপের সম্বন্ধ অন্য কিছুর প্রকাশক হয় না।] কিন্তু গো-শব্দবাচ্যতার পক্ষে [অর্থাৎ গো-নিষ্ঠ গো-শব্দ-বাচ্যতার পক্ষে] সংজ্ঞাকর্ম্মের উপদেশক (বিধায়ক) একমাত্র শব্দই প্রমাণ। যদিও অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ-নিশ্চয়ের পক্ষে অন্য উপায়ও সম্ভবপর (এখানকার অন্য উপায় অনুমান), তাহা হইলেও যে স্থলে বৃদ্ধগণ সংজ্ঞীকে নির্দ্দেশ করিয়া এইটী গো-শব্দবাচ্য, এইটী পনস-শব্দবাচ্য এই বলিয়া সংজ্ঞার উপদেশ করেন, সেই স্থলে তদ্বাচ্যতা-নিশ্চয়ের পক্ষে (এইটী অমুকশব্দের বাচ্য ইত্যাকার নিশ্চয়ের পক্ষে) একমাত্র শব্দই প্রমাণ। এবং এই কারণবশতঃই সাধারণলোকও এই জ্ঞানটীকে শাব্দ বলিয়া মনে করে। কারণ—সাধারণলোক শব্দজন্য ঐ অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানের উৎকর্ষে পরিতৃপ্ত। [অর্থাৎ সাধারণলোক ঐ জ্ঞানের কারণানুসন্ধানে অক্ষম নহে, এবং কারণবিষয়ে বিপর্য্যস্ত বা সন্দিগ্ধও নহে। পরন্তু ঐ জ্ঞানের কারণবিষয়ে স্থিরমতি, এবং ঐ জ্ঞানটীর বিলক্ষণ স্বরূপটী বুঝিয়াও পরিতৃপ্ত। এবং অপর কোন লোকের সাহায্যে ঐ বিলক্ষণ স্বরূপটী বুঝিতেও হয় না।] সংজ্ঞার উপদেশকের শব্দ ব্যতীত অন্য উপায়ে সেই

শব্দের বাচ্যতাজ্ঞান হয় না। অতএব এই ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সহায়তা থাকিলেও সেই শব্দই প্রধান। অতএব সূত্রকার গৌতমও এই স্থলে শব্দের উৎকর্ষ দেখিয়া উভয়জ-জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, ধর্ম্মের উপদেশক হইয়া ব্যাবর্ত্তন করেন নাই। [অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশকের ব্যাবর্ত্তন উপদেশ-শ্রবণমাত্রেই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু সূত্রকার ধর্ম্মের উপদেশক নহে।] অতএব সূত্রকারের ব্যাবর্ত্তন শ্রুত হইলে তদ্বিষয়ে কি যুক্তি, তাহার উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। অতএব পাঠকগণ, আপনারাও প্রদর্শিত যুক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়া দেখুন যে, ঐ ব্যাবর্ত্তন সঙ্গত কি না? সূত্রকারের প্রতি গৌরব-বুদ্ধির বশে উহার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে না। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, উভয়জ-জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনের জন্য এই অব্যপদেশ্য-পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

মূল

অন্যে মন্যন্তে, যদি সঙ্কেতগ্রহণকালে ভাবিনঃ সংজ্ঞোপদেশকবচন-জনিতস্যোভয়জজ্ঞানস্য ব্যবচ্ছেদকমিদং বর্ণ্যতে পদম্, তদা তদ্ব্যবহার*-কালেঽপি যদয়ং গৌরিতি সঙ্কেতগ্রহণকালানুভূত-দেবদত্তাদ্যুদীরিত-সংজ্ঞোপদেশক-বচনস্মরণপূর্ব্বকং বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদপ্যুভয়জমেবেতি কথমনেন ন ব্যুদস্যতে? ননু তত্র শব্দস্মরণং কারণং ন শব্দঃ, সঙ্কেত-কালেঽপি শব্দস্মরণমেব কারণম্, ন হি ক্রমভাবিনো বর্ণা যুগপদনুভবিতুং পার্য্যন্তে, অন্ত্যবর্ণে তু গৃহ্যমাণে স্মর্য্যমাণে বা কিং শব্দব্যাপারো বিশিষ্যতে? ননু ব্যবহারকালে গবাদিনামধেয়-পদমাত্রমেব স্মর্য্যমাণমিন্দ্রিয়েণ সহ সবিকল্পকপ্রত্যয়োদয়ে† ব্যাপ্রিয়তে, সঙ্কেতকালে তু সংজ্ঞোপদেশি বৃদ্ধ-বাক্যমিতি চেন্নৈবম্। ব্যবহারকালেঽপি সংজ্ঞোপদেশকং বৃদ্ধবাক্যমেব স্মর্য্যতে, তদস্মরণে তচ্ছব্দবাচ্যতানবগমাৎ। অস্য গৌরিতি নাম দেবদত্তে-

* তদ্ব্যবহারকালে ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

† সবিকল্পপ্রত্যয়েতি পাঠো ন শোভনঃ।

নোপদিষ্টমাসীদিত্যেবমনুস্মৃত্য গোশব্দবাচ্যতয়ৈবং ব্যবহরতীতি বাক্যস্মরণজমেবেদং জ্ঞানম্।

তস্মাদস্যাপি তদ্ বাক্যং সংজ্ঞাকর্ম্মোপদেশকম্।
হেতুতামুপযাতীতি শাব্দমেতদপীষ্যতাম্॥
এবমস্ত্বিতি চেচ্ছাস্ত্রমেবং সতি তপস্বিনাম্।
নৈয়ায়িকানামুৎপন্নং প্রত্যক্ষং সবিকল্পকম্॥
যত্র মার্গান্তরেণাপি সঙ্কেতজ্ঞানসম্ভবঃ।
তত্রাপ্যনেন ন্যায়েন শাব্দতা ন নিবর্ত্ততে॥

অনুবাদ

অপর দার্শনিকগণ মনে করেন—যে সময়ে সঙ্কেতগ্রহ হয়, সেই সময়ে উৎপদ্যমান সংজ্ঞোপদেশকের বাক্যজনিত উভয়জ জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনের জন্য 'অব্যপদেশ্য' এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ বর্ণনা যদি করিতে থাক, তাহা হইলে সঙ্কেতব্যবহারকালে ও সঙ্কেতগ্রহকালে শ্রুত দেবদত্তপ্রভৃতির উচ্চারিত সংজ্ঞানির্দ্দেশক বাক্যের স্মরণের অনন্তর 'অয়ং গৌঃ' ইত্যাকার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও উভয়জ ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, ইহার দ্বারা (অব্যপদেশ্য-পদের দ্বারা সেই জ্ঞানেরও নিরাস করিতেছ না কেন? যদি বল যে, সেই স্থলে (সঙ্কেতব্যবহারকালে) শব্দের স্মরণ কারণ, শব্দ কারণ নহে, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সঙ্কেতগ্রহকালেও শব্দের স্মরণই কারণ হইয়া থাকে। কারণ—ক্রমোৎপন্ন বর্ণগুলি যুগপৎ শ্রুতিগোচর হইতে পারে না। [অর্থাৎ বর্ণসমূহই পদ, এবং ঐ বর্ণগুলি এক সঙ্গে উচ্চারিত হয় না, সুতরাং এক যোগে তাহাদের শ্রবণও সম্ভবপর নহে। তৃতীয় বর্ণের শ্রবণকালে প্রথম বর্ণের অস্তিত্বই থাকে না।] কিন্তু অন্ত্যবর্ণের প্রত্যক্ষই হোক, বা স্মরণই হোক, সেই সময়ে শব্দের কার্য্যগত কোন বৈষম্য হইতে পারে না। [অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণগুলি না থাকিলেও বর্ত্তমান অন্ত্যবর্ণের

শ্রবণ যদি পরবর্ত্তী জ্ঞানের প্রতি হেতু হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার স্মরণও হেতু হইতে পারিবে।]

আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, সঙ্কেতব্যবহারকালে কেবলমাত্র গোপ্রভৃতির নামপদগুলি স্মৃতির বিষয় হইয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের উৎপাদক হয়, কিন্তু সঙ্কেতগ্রহকালে সংজ্ঞা-বিধায়ক বৃদ্ধবাক্য সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের উৎপাদক হয়। এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, এই কথা বলিও না। ব্যবহার-কালেও সংজ্ঞা-বিধায়ক বৃদ্ধবাক্যই স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকে। কেবল-মাত্র নামপদ স্মৃতির বিষয় হয় না।) কারণ— বৃদ্ধবাক্যের স্মরণ স্বীকার না করিলে তৎশব্দের বাচ্যতার জ্ঞান হইতে পারে না। সম্মুখে দৃশ্যমান বস্তুটার নাম গোরু, ইহা দেবদত্তের উপদিষ্ট—এই প্রকার স্মরণ পরে করিয়া গোশব্দবাচ্যরূপে এই ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব এই জ্ঞানটাকে (সবিকল্পক প্রত্যক্ষটাকে) বাক্যস্মরণজন্যই বলিতে হইবে। সেইজন্য সংজ্ঞাকর্ম্মের বিধায়ক সেই বাক্যটী (বৃদ্ধবাক্যটী) এই জ্ঞানেরও হেতু হইতেছে বলিয়া ইহাকেও শাব্দ বল। যদি ইষ্টাপত্তি বল, তাহা হইলে অনুগ্রহের পাত্র নৈয়ায়িকগণের সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লোপ পাইবে।

যে স্থলে অন্য উপায়েও (অনুমানের দ্বারা) সঙ্কেতজ্ঞান হয়, সে স্থলেও এই যুক্তির দ্বারা (শব্দকল্পনাদ্বারা) এই জ্ঞানের শাব্দত্ব বাধিত হয় না।

মূল

নৈয়ায়িকানাঞ্চ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষময়াঃ প্রাণাঃ, তস্মাত্তোভয়জন্যস্য শাব্দত্বং জ্ঞানস্য বক্তব্যম্। সম্বন্ধাধিগমস্তু নানাপ্রমাণকঃ। তত্র স্বে স্বে বিষয়ে তত্তৎ প্রমাণং প্রবর্ত্ততে। যথাহ ভট্টঃ সম্বন্ধস্ত্রিপ্রমাণকঃ ইতি।* তস্মান্নৈ-কস্য শব্দস্য ভার আরোপণীয়ঃ। প্রত্যক্ষস্তু সঙ্কেতগ্রহণকালেঽপি স্ববিষয়-

* তন্ত্রবার্ত্তিকে সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারে শ্লো. ১৪২।

গ্রাহকম্, ইদানীমপি * (ব্যবহারকালেঽপি) তৎ স্ববিষয়গ্রাহকমিতি নোভয়জজ্ঞানব্যবচ্ছেদপক্ষো নিরবদ্যঃ। তস্মাদ্ বরং জরন্নৈয়ায়িককথিত-শব্দকর্ম্মতাপন্নজ্ঞানব্যবচ্ছেদ এবাশ্রীয়তাম্। তত্র তাবৎ কর্ম্মণি কৃত্যো কৃতে ব্যপদেশ্যশব্দো যথার্থতরো ভবতি।

নন্থ তত্র চোদিতং ন তাদৃশং জ্ঞানমপ্রমাণং ন বা † পঞ্চমং প্রমাণমিতি সত্যম্। অয়ন্তু তেষামাশয়ঃ। রূপাদিবিষয়গ্রহণাভিমুখং হি তদক্ষজং জ্ঞানং প্রমাণং বা ফলং বোচ্যতে। যদা তু তদেব শব্দেনোচ্যতে রূপজ্ঞানং রসজ্ঞানমিতি, তদা রূপাদিজ্ঞানবিষয়গ্রহণব্যাপারলভ্যাং প্রমাণতামপহায় শব্দকর্ম্মতাপত্তিকৃতাং প্রমেয়তামেবাবলম্বতে ইতি ন তস্যাং দশায়াং তৎ প্রমাণমিতি কুতঃ পঞ্চমপ্রমাণপ্রসঙ্গ ইতি।

অনুবাদ

নৈয়ায়িকগণ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ-স্বীকারের পক্ষপাতী। সেইজন্য উভয়জ-জ্ঞানকে শাব্দ বলা উচিত নহে।

সম্বন্ধের জ্ঞান নানা প্রমাণ হইতে হইতে পারে, কেবলমাত্র শব্দ হইতেই সম্বন্ধের জ্ঞান হয় ইহা ঠিক নহে। (পূর্ব্বাশঙ্কার অপনোদনের জন্য তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে) সেই পক্ষে সেই সেই প্রমাণ নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কুমারিল ভট্ট এই কথাই বলিয়াছেন যে, সম্বন্ধজ্ঞান ত্রিবিধ প্রমাণ হইতে হয়। (প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ উক্ত সম্বন্ধের জ্ঞাপক) সেইজন্য একমাত্র শব্দকে সম্বন্ধজ্ঞাপক বলা কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ সঙ্কেতগ্রহণকালেও আত্মবিষয়ের গ্রাহক হয়, [অর্থাৎ সম্বন্ধ গ্রাহক হয়] এখনও [অর্থাৎ সঙ্কেতব্যবহারকালেও] সেই প্রত্যক্ষই স্ববিষয়ের গ্রাহক হয়। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষের যাহা নিজস্ব বিষয়, প্রত্যক্ষ

* ইদানীমপীতিপদস্য ব্যবহারকালেঽপীত্যর্থঃ, অতএবাদর্শপুস্তকে 'ইদানীমপি ব্যবহারকালেঽপী'তি পাঠো ন সমীচীনঃ।

† ন বেতিপাঠো যুক্ততরঃ।

তাহাকে প্রকাশ করিবেই, সঙ্কেতগ্রহণকালে তাহার বাধক নহে এবং সাধকও নহে। তদ্রূপ সঙ্কেতব্যবহারকালেও প্রত্যক্ষ নিজস্ব বিষয়কে প্রকাশ করিবে, সঙ্কেতব্যবহারকালও তাহার বাধক হইবে না] অতএব উভয়জ-জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনপক্ষ সঙ্গত নহে। [অর্থাৎ উভয়জ-জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, সুতরাং তাহার ব্যাবর্ত্তন সঙ্গত নহে] সেইজন্য জরন্নৈয়ায়িকের অনুমোদিত শব্দজন্য (রূপজ্ঞানাদিশব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত) জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তন-পক্ষের স্বীকার করাই উচিত। তাদৃশ জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনই কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা করিলে ব্যপদেশ্যশব্দ পূর্ব্বমতাপেক্ষা অধিক সার্থক হয়। আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, জরন্নৈয়ায়িক-মত-দূষণাবসরে প্রতিবাদচ্ছলে বলিয়াছ যে, তাদৃশ জ্ঞান অপ্রমাণ নহে, অথবা পঞ্চম প্রমাণ নহে। [অর্থাৎ রূপরসাদিজ্ঞানশব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত জ্ঞান প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণের অন্যতম হইবার যোগ্য না হওয়ায় অথচ তাহাকে প্রমাণ বলিতে হইলে পঞ্চম প্রমাণ বলিতে হয়। কিন্তু পঞ্চম প্রমাণ অপ্রসিদ্ধ।] হ্যাঁ, ঠিক কথা বটে, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অভিপ্রায়—সেই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান যখন রূপপ্রভৃতিবিষয়ের গ্রহণে (প্রকাশনে) উন্মুক্ত হইবে, তখন তাহাকে প্রমাণ বা ফল বলা যাইতে পারিবে, কিন্তু যখন তাহাই 'রূপজ্ঞান' 'রসজ্ঞান' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হয়, তখন তাহা রূপাদি-জ্ঞানের যাহা বিষয়, (রূপাদি) তাহার প্রকাশনস্ব-রূপব্যাপারলভ্যপ্রমাণতা ত্যাগ করিয়া [অর্থাৎ যখন রূপাদি-প্রত্যক্ষের কার্য্য রূপাদির প্রকাশন, তখন রূপাদিপ্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। কিন্তু রূপাদিপ্রকাশন যখন তাহার কার্য্য হইবে না, তখন তাহা প্রমাণ হইবে না। এই স্থলে প্রত্যক্ষেরই কার্য্য রূপাদিপ্রকাশন] শব্দ প্রতিপাদ্যতাকৃত প্রমেয়তাই অবলম্বন করিয়া থাকে। অতএব সেই সময়ে তাহা প্রমাণ হইবে না। সুতরাং তাহাতে পঞ্চম প্রমাণত্বের প্রসক্তি নাই।

টিপ্পনী

কোন জ্ঞান উভয়জ হইতে পারে না, এই সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে, এটা

অশ্বশব্দবাচ্য—এই জ্ঞানটার বিষয় কি? যদি দ্রব্য বিষয় বল, তাহা হইলে ঐ বিষয়টা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যদি বাচ্যত্ব তাহার বিষয় বল, তাহা হইলে ঐ বাচ্যত্বজ্ঞানটা শাব্দ। তাহা না বলিলে [বাচ্যত্বকেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিলে শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ যে জানে না এইরূপ অরণ্যবাসীও অশ্ব দেখিলেই এইটা অশ্বশব্দবাচ্য এইরূপ জ্ঞানসাধনে তৎপর এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। বাচ্যত্ববিশিষ্ট দ্রব্য যদি তাহার বিষয় বল, তাহা হইলে তাদৃশ দ্রব্যের জ্ঞানও শাব্দ। কারণ—বহ্নিবিশিষ্ট ধূমের জ্ঞান যেরূপ প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু অনুমান, তদ্রূপ তাদৃশ দ্রব্যের জ্ঞানও শাব্দ। অতএব উভয়জ জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনের জন্য (অব্যপদেশ্য) এই পদটা সার্থক নহে।

এবং আরও এক কথা এই যে, অন্যান্য মীমাংসক বাচ্যত্বকে অতীন্দ্রিয় বলেন, কিন্তু অপরের মতে বাচ্যত্ব অতীন্দ্রিয় নহে, এই পদ হইতে এইরূপ অর্থ জানিবে, এইরূপ সঙ্কেতই বাচ্যত্ব। প্রভাকরের মতে ঐ বাচ্যত্ব প্রত্যায্যপ্রত্যায়কভাবভিন্ন আর কিছু নহে। এই কথা প্রকরণপঞ্চিকার প্রমাণপরায়ণনামক পঞ্চম প্রকরণে বিবৃত আছে। বাচস্পতি মিশ্র গুরুর মত কি, তাহা জানিবার জন্য গুরুর উক্তি বলিয়া একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোকটা এই যে,—

> "শব্দজত্বেন শাব্দঞ্চেৎ প্রত্যক্ষং চাক্ষজত্বতঃ।
> স্পষ্টগ্রহণরূপত্বাদ্ যুক্তমৈন্দ্রিয়কং হি তৎ।"

মূল

অপর আহ। সবিকল্পকস্য শব্দসংকল্পকস্য শব্দসংসর্গজ্ঞানসাপেক্ষজন্মনঃ * প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য শাব্দতাং পূর্ব্ববদাশঙ্ক্য তস্যৈবাশাব্দতাং দর্শয়ত্যব্যপদেশ্যপদেন সূত্রকারঃ। প্রত্যক্ষমেব তদ্জ্ঞানমিন্দ্রিয়ান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাদব্যপদেশ্যমশাব্দমিত্যর্থঃ।

* শব্দসংসর্গসাপেক্ষজন্মন ইতি পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

স্পষ্টত্বাদ্ বাচকাভাবাদিন্দ্রিয়ানুবিধানতঃ।
লোকস্য সম্মতত্বাচ্চ প্রত্যক্ষমিদমিষ্যতে॥
শব্দানুস্মৃতিজন্যত্বেঽপি ন শাব্দং জ্ঞানমীদৃশম্।
শব্দস্মৃতিঃ সহায়ঃ স্যাদিন্দ্রিয়স্য প্রদীপবৎ॥
নন্বেবং সবিকল্পস্য প্রত্যক্ষত্বে প্রসাধিতে।
নেদানীং সংগৃহীতং স্যাৎ প্রত্যক্ষং নির্ব্বিকল্পকম্॥
যত্তু শব্দানুবেধেন শাব্দত্বং সবিকল্পকে।
কশ্চিদাশঙ্কতে তস্য প্রতিশব্দোঽয়মুচ্যতে॥
যত্র শব্দানুবেধেঽপি প্রত্যক্ষং জ্ঞানমিষ্যতে।
তত্র তৎস্পর্শশূন্যস্য তথাত্বে কা বিচারণা॥
নির্ব্বিকল্পকবৎ তস্মাৎ প্রত্যক্ষং সবিকল্পকম্।
সমগ্রহীচ্চ তদিদং পদেনানেন সূত্রকৃৎ॥
ইত্যাচার্য্যমতানীহ দর্শিতানি যথাগমম্।
যদেভ্যঃ সত্যমাভাতি সভ্যাস্তদবলম্ব্যতাম্॥

অনুবাদ

অপর নৈয়ায়িক বলিয়াছেন—সবিকল্পক-প্রত্যক্ষজ্ঞান শব্দকল্পনার হেতুভূত [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত অর্থের প্রতিপাদক শব্দের কল্পক] এবং আত্মবিষয়ভূত অর্থের সহিত প্রতিপাদক শব্দের বাচ্যবাচক-ভাবরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানজন্য, অতএব তাহা শাব্দ (প্রত্যক্ষ নহে) এইরূপ আশঙ্কা পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া সূত্রকার সেই সবিকল্পক-প্রত্যক্ষেরই অশাব্দতা অব্যপদেশ্যপদের দ্বারা দেখাইতেছেন। [অর্থাৎ সূত্রকার 'অব্যপদেশ্য' এই পদটীর দ্বারা সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ শাব্দ নহে ইহা দেখাইতেছেন] নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তী জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ, শাব্দ নহে, কারণ—ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ জ্ঞানের অন্বয়-ব্যতিরেক আছে। অশাব্দই অব্যপদেশ্য-পদের অর্থ। এই জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ বলিয়া আমাদের অনুমোদিত, কারণ—এই জ্ঞানটী স্পষ্ট, এই জ্ঞানটীর উৎপত্তির পূর্ব্বে

ঐ জ্ঞানের বিষয়ভূত বস্তুর প্রতিপাদক শব্দের কোন অনুভূতি নাই, এই জ্ঞানটার সহিত ইন্দ্রিয়ের অন্বয়-ব্যতিরেক আছে, এবং সকলেরই ইহা প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুমোদিত। এই জ্ঞানটী বাচকশব্দের স্মরণজন্য ইহা স্বীকার করিলেও শাব্দ হইতে পারে না। কারণ—প্রদীপ যেরূপ ইন্দ্রিয়ের সহায় হইয়া থাকে, তদ্রূপ বাচকশব্দের স্মরণ ইন্দ্রিয়ের সহায় হইতে পারে। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, এইভাবে সবিকল্পক-জ্ঞানের প্রত্যক্ষতাসাধন যদি কর, তাহা হইলে এখন নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ-সংগ্রহের পক্ষে বাধা পড়িতে পারে। পক্ষান্তরে কেহ সবিকল্পক-জ্ঞান শব্দানুবিদ্ধ বলিয়া শাব্দ এইপ্রকার যে আশঙ্কা করেন, সেই সকল আশঙ্কার প্রতিবাদ-বাক্য বলিতেছি। যে মতে শব্দানুবোধ থাকিলেও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেই মতে শব্দানুবোধরহিত নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব-স্বীকারের অনুকূলে বিচার করিবার প্রয়োজন কি ? [অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব নির্ব্বিচারসিদ্ধ।] এবং সেইজন্য [অর্থাৎ অশাব্দ বলিয়া] সূত্রকার 'অব্যপদেশ্য' এই পদটীর দ্বারা যেরূপ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রূপ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষকেও গ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্র অনুসারে এইক্ষেত্রে ন্যায়াচার্য্যগণের মতের প্রদর্শন করিলাম ; যাহা সত্য বলিয়া (অবাধিত বলিয়া) বিবেচিত হইতেছে, সভ্যগণ, আপনারা এই সকল মত হইতে তাহা গ্রহণ করুন।

মূল

অব্যভিচারিগ্রহণং ব্যভিচারিজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থম্। যথা গ্রীষ্মে তপতি ললাটন্তপে তপনে তন্মরীচিষু চতুরমূষরভুবমভিহত্য সমুৎফলিতেষু তরঙ্গাকারধারিষু যদ্ বারিধিজ্ঞানং তদতস্মিংস্তদিতি গ্রহণাদ্ ব্যভিচারি ভবতি, তদনেন পদেন ব্যবচ্ছিদ্যতে ন তৎ প্রত্যক্ষমিতি। তত্র চ নির্ব্বিকল্পকমপি প্রথমনয়নসন্নিপাতজজ্ঞানমুদকসবিকল্পকজ্ঞানজনকমুদকগ্রাহ্যেব,* নির্ব্বিকল্পকাবস্থায়াংমবিচারয়ত এব প্রথমোন্মীলিতচক্ষুষো ঝগিতি সলিলাব-

* আদর্শপুস্তকে পাঠব্যতিক্রমো দৃশ্যতে, স চ ন সমীচীনঃ।

† নির্ব্বিকল্পাবস্থায়ামিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

ভাসাৎ *। ন যথা তথা, তথাগতাঃ কথয়ন্তি মরীচিবিষয়সবিকল্পকং জ্ঞানমুদকসবিকল্পকজ্ঞানাজননাদপ্রমাণমিতি। অথবা বাচকোল্লেখপূর্ব্বিকা অপি সংবিদো নৈবেন্দ্রিয়ার্থজন্যত্বং জহতীত্যুপপাদিতম্। তস্মাৎ সবিকল্পকমবিকল্পকং বা যদতস্মিংস্তদিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদ্ ব্যভিচারি, তচ্চেহ ব্যাবর্ত্ত্যমিতি। ননু মরীচিষু জলজ্ঞানমবিচ্ছিন্নসলিলাবভাসিত্বাদনিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজমতশ্চেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নপদেন তদ্ব্যুদাসসিদ্ধেঃ কিমব্যভিচারিপদেন? নৈতদেবম্।

অনুবাদ

ব্যভিচারিজ্ঞানের নিরাসের জন্য 'অব্যভিচারি' এই পদটী দেওয়া হইয়াছে। ব্যভিচারিজ্ঞানের উদাহরণ—সূর্য্যদেব গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ডভাবে ভূমণ্ডল উত্তপ্ত করিতে থাকিলে তাহার কিরণগুলি ভঙ্গিযোগে ক্ষারভূমিতে পতিত হইবার পর প্রতিফলিত হইয়া তরঙ্গের আকার ধারণ করে, এবং সেই অবস্থায় সেই কিরণগুলিতে সমুদ্রের জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞানটী তৎশূন্যস্থানে তাহার জ্ঞানের স্বরূপে গৃহীত হওয়ায় তাহা ব্যভিচারি হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানটী 'অব্যভিচারি' এই পদের দ্বারা নিরস্ত হইতেছে প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া। এবং সেই ক্ষেত্রে কিরণের সহিত চক্ষুর প্রথমসন্নিকর্ষজনিত যে জ্ঞান হয়, তাহা জলবিষয়ক সবিকল্পক-জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে, সুতরাং সেই প্রথম জ্ঞানটীও জলবিষয়ক ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানের অবস্থায় বিচার করিতে না করিতেই সন্নিকৃষ্ট বিষয়ে চক্ষুর উন্মীলন করিবার পর চাক্‌চিক্য-যুক্তদ্রব্যরূপে জলেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। (তবে ঐ জল নির্ব্বিকল্পক অবস্থায় ব্যক্ত হয় না এইমাত্র প্রভেদ, উহা চাক্‌চিক্যযুক্ত দ্রব্যরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।) নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানকে ইচ্ছামত সাজাইলে চলিবে না। [অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান ও তজ্জনিত সবিকল্পক-জ্ঞান এই উভয়ের বিষয়ভেদ অনুচিত।] বুদ্ধদেব বলেন, যদি (উক্ত) নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান মরীচিবিষয়কও হয়, তাহা হইলেও তাহা জলবিষয়ক সবিকল্পকজ্ঞান

* সলিলপ্রতিভাসাদিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

† সবিকল্পকজননাদিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

উৎপন্ন করে বলিয়া অপ্রমাণ। * অথবা যদিও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষে বাচক-শব্দ ভাসমান হইয়া থাকে, তথাপি তাহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জন্য, ইহা পূর্ব্বে যুক্তিপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছি। সেই জন্য সবিকল্পক বা নির্ব্বিকল্পক যে কোন প্রত্যক্ষ যাহা বাধিত-বিষয়ক হইবে, তাহা ব্যভিচারী; এবং সেই জ্ঞান (ব্যভিচারি-জ্ঞান) এই স্থলে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, মরীচির উপর যে জলজ্ঞান হয়, তাহার বিষয়ভূত জল ঐ স্থলে বিদ্যমান না থাকায় সেই জ্ঞান অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জন্য নহে, এবং এই জন্য 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই পদটার দ্বারা সেই জ্ঞানের (ব্যভিচারি-জ্ঞানের) ব্যাবর্ত্তন সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া 'অব্যভিচারি' এই পদটা দিবার প্রয়োজন কি? ইহা এইরূপ নহে। [অর্থাৎ এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ হইতে অনুৎপন্ন নহে।]

মূল

তস্যেন্দ্রিয়ার্থজন্যত্বং সিদ্ধং তদ্ভাবভাবতঃ।
ন হ্যনুন্মীলিতাক্ষস্য মরৌ সলিলবেদনম্॥
অর্থোঽপি জনকস্তস্য বিদ্যতে নাসতঃ প্রথা।
তদালম্বনচিন্তাস্তু ত্রিধাচার্য্যাঃ প্রচক্রিরে॥
কৈশ্চিদালম্বনং তস্মিন্ কং সূর্য্যমরীচয়ঃ।
নিগূহিতনিজাকারাঃ সলিলাকারধারিণঃ॥

তত্র তরঙ্গাদিসামান্যধর্ম্মগ্রহণে সতি ন স্থাণু-পুরুষবদুভয়বিশেষা ন চ সন্নিহিত মরীচিবিশেষাঃ স্মরণপথমবতরন্তি, কিন্তু পূর্ব্বোপলব্ধ-বিরুদ্ধ-সলিল-

* বৌদ্ধমতে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ নিয়তই অব্যপদেশ্য এবং অব্যভিচারী, সুতরাং তাহাই প্রমাণ, সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ কখনই প্রমাণ নহে। ঐ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষও যখন বাধিত-বিষয়ক সবিকল্পক-জ্ঞান উৎপন্ন করিবে, তখন তাহাও প্রমাণ হইবে না। বৌদ্ধমতে প্রমাণ-ব্যবহার প্রমিতিজনকত্বমূলক নহে তাহা ব্যবস্থাপকত্বমূলক, সুতরাং এই স্থলে প্রমিতির অজনকত্বনিবন্ধন প্রমাণত্বের হানি-প্রদর্শন অসঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয়, বৌদ্ধমতে প্রমাণ যদি প্রমিতিজনক হইত, তাহা হইলে কোন নির্ব্বিকল্পক প্রমাণ হইত না, কারণ—তদুৎপাদ্য সবিকল্পক প্রমিতি নহে। এই অবসর থাকায় অথবা-কল্পের প্রদর্শন হইয়াছে।

বর্ত্তিনো বিশেষাঃ, তৎস্মরণাচ্চ স্থগিতেষু স্ববিশেষেষু মরীচয়ঃ স্বরূপমুপদর্শয়িতুমশক্নুবন্তস্তোয়রূপেণাবভাসন্তে।

অন্যে ত্বালম্বনং প্রাহুঃ পুরোঽবস্থিতধর্ম্মিণঃ।
সাদৃশ্যদর্শনোদ্ভূত-স্মৃত্যুপস্থাপিতং পয়ঃ।

যত্র কিল জ্ঞানে যদ্রূপমুপপ্লবতে, তৎ তস্যালম্বনমুচ্যতে; ন সন্নিহিতম্। ন চৈকান্তাসতঃ খপুষ্পাদেঃ খ্যাতিরবকল্পত ইতি দেশান্তরাদৌ বিদ্যমানমেব সলিলং সদৃশদর্শনপ্রবুদ্ধ-সংস্কারোপজনিতস্মরণোপারূঢ়মিহালম্বনীভবতি।

অনুবাদ

সেই জ্ঞানের (সূর্য্যকিরণের উপর জলভ্রমের) পক্ষে অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কারণ, এই বিষয়ে কোন অনুপপত্তি নাই। কারণ—তাহা অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটিলে হয়, নচেৎ হয় না। কারণ—চক্ষু মুদ্রিত করিবার পর মরুভূমিতে (সূর্য্যকিরণের দ্বারা উত্তপ্ত বালুকাময় ভূমিতে) জলের জ্ঞান হয় না। অর্থ সেই জ্ঞানেরও জনক, অলীকের ব্যবস্থা নাই [অর্থাৎ অলীক-জ্ঞানের আলম্বন হয় না]। আচার্য্যগণ সেই জ্ঞানের আলম্বন-চিন্তা তিন প্রকারে করিয়াছেন [অর্থাৎ আচার্য্যগণ চিন্তাপূর্ব্বক ইহা স্থির করিয়াছেন যে, জ্ঞানের আলম্বন তিন প্রকার]। কেহ বলিয়াছেন, সেই জ্ঞানে (মরীচির উপর জলভ্রমে) সূর্য্যের কিরণগুলি আলম্বন, কিন্তু সূর্য্যের কিরণমাত্রই আলম্বন নহে, যাহাদের নিজস্ব আকার প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, অথচ যাহারা জলের আকার ধারণ করিয়াছে, এইরূপ সূর্য্যকিরণ আলম্বন। [অর্থাৎ ঐ ভ্রমের প্রতি সূর্য্যকিরণমাত্রই আলম্বন নহে এবং আরোপিত জলও আলম্বন নহে, কিন্তু জলরূপে ভাসমান সূর্য্যকিরণগুলিই আলম্বন। এবং যাহারাই আলম্বন, তাহারাই কারণ সুতরাং জলভ্রম অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত হইল।]*

* আমার মনে হয় যে, এই মতে লৌকিক সন্নিকর্ষই এই ভ্রমের কারণ, জলাদিবিষয়ে অলৌকিক সন্নিকর্ষ মানিবার প্রয়োজন নাই।

সেই স্থলে প্রথমে তরঙ্গাদি সাধারণ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়। তাহা হইলে (স্থাণু-পুরুষ-সংশয়স্থলে) যেরূপ স্থাণু এবং পুরুষ এই উভয়ের বিশেষ ধর্ম্ম (স্থাণুত্ব-পুরুষত্বরূপ) স্মৃতিপথে আসে, তদ্রূপ তরঙ্গ এবং মরীচি এই উভয়ের বিশেষ ধর্ম্ম স্মৃতিপথে আসে না। এবং সন্নিকৃষ্ট মরীচির বিশেষ ধর্ম্মও স্মৃতিপথে আসে না। কিন্তু জ্ঞাতপূর্ব্ব বিরুদ্ধ জলের ধর্ম্ম স্মৃতিপথে আসে। (এইস্থলে সদৃশবস্তুদর্শনই উদ্বোধক) এবং তাহার স্মরণ হইতে মরীচির আত্মগত বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে মরীচিগুলি (ক্ষারভূমিগত উত্তপ্ত বালুকারাশিগত সূর্য্যকিরণগুলি) আত্ম-স্বরূপ-প্রকাশনে অপারগ হইয়া জলরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

[অর্থাৎ প্রথমে তথাকথিত মরীচির সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, তাহার পর সম্মুখীন অথচ সন্নিকৃষ্ট মরীচি ও জল এই উভয় সাধারণ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর তথাকথিত প্রত্যক্ষের দ্বারা জলের অসাধারণ ধর্ম্মের স্মরণের পর উত্তপ্ত বালুকাগত মরীচির উপমানভূত জলের স্মরণ হয়। তখন মরীচির অসাধারণ ধর্ম্মগুলি স্মৃতিপথে আসে না। তাহার পর উক্ত স্মৃতির প্রভাবে তন্ময়তাবশতঃ মরীচির অসাধারণ ধর্ম্মগুলি আবৃত হইয়া পড়ে। তন্ময়তাই আবরক। মন তখন চক্ষুকে মরীচির রূপদর্শনে ব্যাপৃত করে না। স্মৃতজল বর্ত্তমানজল ইহা ধারণা করাইয়া তাহারই রূপদর্শনে ব্যাপৃত করে। সেই সময়ে তন্ময়তার প্রভাবে তথাকথিত মরীচি-গুলির অসাধারণ ধর্ম্মসকল আবৃত হইয়া পড়িল, এবং তাহারা জলরূপ ধারণ করিল। এবং জলরূপ ধারণ করায় জলের সহিত তাহাদের ভেদগ্রহও স্থগিত হইয়া গেল। সুতরাং জলরূপ-ধারণকারী মরীচির সহিত সন্নিকর্ষবশতঃই প্রত্যক্ষাত্মক জলভ্রমও হইল] কিন্তু অন্য লোক বলেন যে, সম্মুখীন বস্তুতে জলের সাদৃশ্যদর্শনের দ্বারা উৎপন্ন স্মরণের আনীত জল আলম্বন। (সাদৃশ্যদর্শনজন্য জলের স্মরণ ভ্রমাত্মকজলপ্রত্যক্ষের কারণভূত সন্নিকর্ষের* সঙ্ঘটক। এইজন্য স্মরণকে জলের উপস্থাপক বলা হইয়াছে।)

* এই সন্নিকর্ষটি জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষ।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বরূপসত্তাস্পদ যে বিষয়টী যে জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহাকে সেই জ্ঞানের আলম্বন বলা হইয়া থাকে। লৌকিক সন্নিকর্ষ যাহাতে থাকে, তাহাকে আলম্বন বলা হয় না; এবং যাহাদের স্বরূপসত্তা নাই, এইরূপ আকাশকুসুমপ্রভৃতি অলীকের জ্ঞান হয় না। (সুতরাং তাহারা জ্ঞানের আলম্বন হয় না। কিন্তু শুক্তি-রজতস্থলে স্বরূপসত্তাস্পদ রজত ভ্রম-জ্ঞানের আলম্বন হয়।) অতএব দেশান্তরাদিস্থিত জলই সদৃশদর্শনোদ্‌বোধিত সংস্কারজন্য স্মৃতির বিষয় হইয়া মরীচিকায় জলভ্রম-স্থলে আলম্বন হইয়া থাকে।

মূল

অন্যদালম্বনমন্যচ্চ প্রতিভাতীতি কেচন।
আলম্বনং দীধিতয়স্তোয়ঞ্চ প্রতিভাসতে॥

কর্ত্তৃকরণব্যতিরিক্তং জ্ঞানজনকমালম্বনমুচ্যতে ইতি ন পরমাণ্বাদৌ প্রসক্তিরিতি। তদিদং পক্ষত্রয়মপ্যুপরিষ্টান্নিপুণতরং নিরূপয়িষ্যতে। তদেবং বাহ্যেন্দ্রিয়ার্থান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িনাং বিভ্রমাণামিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নপদেন নিরসিতুমশক্যত্বাদ্ যুক্তমব্যভিচারিপদোপাদানম্। যে তু * মানসা বিভ্রমা বাহ্যেন্দ্রিয়ানপেক্ষজন্মানঃ, তেষাং সত্যমিষ্যতে এবেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষপদেন পর্য্যুদসনমিতি ন তদর্থমব্যভিচারিপদোপাদানম্। তদ্ যথা—

বিরহোদ্দীপিতোদ্দাম-কামাকুলিতদৃষ্টয়ঃ।
দূরস্থামপি পশ্যন্তি কান্তামন্তিকবর্ত্তিনীম্॥

নন্বেবম্প্রায়েষু নিরালম্বনেষু বিভ্রমেষু কুতস্ত্য আকারঃ প্রতিভাতি? উচ্যতে।

* 'তু'পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

অনুবাদ

জ্ঞানের আলম্বন এবং বিষয় এক নহে—ইহা কেহ কেহ বলেন। (মরীচিতে জলভ্রমস্থলে) সূর্য্যকিরণগুলি আলম্বন, এবং জল জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। কর্ত্তৃ-করণ-ভিন্ন হইয়া যাহা জ্ঞানের জনক, তাহাকে আলম্বন বলে। অতএব পরমাণু প্রভৃতি (অতীন্দ্রিয়) বস্তু আলম্বন হইবে না। সেইজন্য এই তিনটী পক্ষও পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, যে সকল ভ্রমজ্ঞান এই ভাবে বহিরিন্দ্রিয় এবং অর্থের অন্বয়-ব্যতিরেকজন্য, তাহাদিগকে 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই পদটীর দ্বারা নিরাস করিতে পারা যায় না বলিয়া 'অব্যভিচারি' এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল মানস-ভ্রম বহিরিন্দ্রিয়জন্য নহে, 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই পদটীর দ্বারা বাস্তবিকই তাহাদের নিরাস করা হয়। সুতরাং সেই নিরাসের জন্য 'অব্যভিচারি' এই পদের উপাদান করা হয় নাই। সেই মানস-ভ্রমের উদাহরণ—যে সকল ব্যক্তির বিরহের তাড়নায় বঞ্চিত বিবেকবুদ্ধির নাশক কামের যন্ত্রণায় দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে [অর্থাৎ যাহারা কামক্লিষ্ট হইয়া প্রণয়িনীর চিন্তায় বিভোর] তাহারা প্রণয়িনী দূরস্থা হইলেও তাহাকে নিকটে দেখে। আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, এই প্রকার নিরধিষ্ঠান-ভ্রমস্থলে জ্ঞানের আকার কেমন করিয়া হয় ? (উত্তর) বলিতেছি।

মূল

আকারঃ স্মৃত্যুপারূঢ়ঃ প্রায়েণ স্ফুরতি ভ্রমে।
স্মৃতেস্তু কারণং কিঞ্চিৎ কদাচিদ্ ভবতি ক্বচিৎ॥
ক্বচিৎ সদৃশবিজ্ঞানং কামশোকাদয়ঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিদদর্শনাভ্যাসঃ*স্তিমিরং চক্ষুষঃ ক্বচিৎ॥

* তদ্দর্শনাভ্যাস ইতি দুষ্টঃ পাঠঃ।

কচিন্নিদ্রা কচিচ্চিন্তা ধাতূনাং বিকৃতিঃ কচিৎ।
অলক্ষ্যমাণে তদ্ধেতাবদৃষ্টং স্মৃতিকারণম্॥
বালস্যোন্দুদ্বয়জ্ঞানমস্তি নাস্তীতি বেত্তি কঃ।
অস্তিত্বেঽপি স্মৃতৌ হেতুমদৃষ্টং তস্য মন্যতে॥
নূনং নিয়মসিদ্ধ্যর্থং জনকত্বাবভাসনম্।
ন চৈকান্তাসতো দৃষ্টা জ্ঞানোৎপাদনযোগ্যতা॥
ন চ * সন্নিহিতং বস্তু তত্রাস্তি বনিতাদিকম্।
তেনেদং স্মৃত্যুপারূঢ়মবভাতীতি মন্যতে॥
তত্রাস্তেন পদেনৈতাঃ স্বান্তঃকরণসম্ভবাঃ।
নিরস্তা ভ্রান্তয়োঽক্ষাদিসংসর্গরহিতোদয়াঃ॥
যাঃ পুনঃ পীতশঙ্খাদি-মরুনীরাদিবুদ্ধয়ঃ।
অক্ষজাস্তদব্যুদাসায় সূত্রে পদমিদং কৃতম্।

অনুবাদ

স্মৃতিগত আকার ভ্রমে একভাবেই প্রকাশমান হয় [অর্থাৎ ভ্রমের পূর্ব্বে ভ্রমবিষয়ের স্মৃতি হয়, ঐ স্মৃতি উপস্থিত হইয়া অসন্নিহিত-গ্রাহী ভ্রমের বিষয় জুটাইয়া দেয়। সুতরাং ভ্রম ও স্মৃতির বিষয় সমান]। কিন্তু সময়বিশেষে স্থলবিশেষের পক্ষে স্মৃতির কিঞ্চিৎ কারণ বর্ত্তমান থাকে [অর্থাৎ সর্ব্altবিধ কারণ বর্ত্তমান থাকে না। স্মৃতির কারণ নানাবিধ, প্রায় সকল ভ্রমের পূর্ব্বে স্মৃতির কোন না কোন কারণ ঘটে। পূর্ব্বে স্মৃতি হয়, পরে ভ্রম হয়, সকল ভ্রমের এইরূপ একই ভাব]। কোন স্থলে সদৃশ জ্ঞান কারণ, কোন স্থলে কামশোক-প্রভৃতি কারণ, কোন স্থলে স্মরণীয় বিষয়ের দর্শনাভ্যাস কারণ, কোন স্থলে চক্ষুর তিমিররোগ কারণ, কোন স্থলে নিদ্রা কারণ, কোন স্থলে পুনঃ পুনঃ তদ্‌বিষয়ের চিন্তা কারণ, কোনস্থলে বা ধাতুবিকৃতি †

* জো হেতৌ।

† ধাতুবিকৃতি রোগ। রোগী নিজপূর্ব্বাবস্থাকে স্মরণ করে।

কারণ। সেই জন্য তথাকথিত স্মৃতির অন্যতম কারণ দেখিতে না পাইলে অদৃষ্টই সেই স্মৃতির কারণ। বালকের দ্বিচন্দ্রজ্ঞান হয় কিনা কে বলিতে পারে? যদি তাদৃশ জ্ঞান হয় বল, তাহা হইলে অদৃষ্টই স্মৃতির কারণ। (প্রাগুক্ত কারণগুলির অন্যতম কারণ নহে) ইহা সকলের অনুমোদিত। সতের জ্ঞান হয়, অসতের জ্ঞান হয় না, এই নিয়মটাকে সমর্থন করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষকে (বহিরিন্দ্রিয়জন্য ভ্রমের পক্ষে কারণ বলা হইয়াছে। (অসৎ মানস-ভ্রমের বিষয় হইতে পারে এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলিতেছেন) কারণ, যাহার কোন কালে সত্তা নাই এইরূপ বিষয়ের জ্ঞানকে উৎপাদন করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। (ইহার দ্বারা স্থির হইল যে, মানস-ভ্রমের যাহা বিষয়, তাহারও কোন কালে সত্তা থাকা আবশ্যক) এবং সেই ভ্রমস্থলে বনিতা প্রভৃতি কোন বস্তু সন্নিহিত থাকে না। সেই জন্য এই বনিতা প্রভৃতি বস্তু স্মৃত হইয়া ভ্রমের বিষয় হয় ইহা আচার্য্যগণ মনে করেন। তাহার মধ্যে 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই প্রথম পদের দ্বারা মানস-ভ্রমের নিরাস করা হইয়াছে, যে ভ্রম বহিরিন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-নিরপেক্ষ। কিন্তু পীতশঙ্খজ্ঞান এবং মরুভূমিতে জলজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানবিশেষ, যাহারা ইন্দ্রিয়জন্য তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য সূত্রে এই পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে [অর্থাৎ 'অব্যভিচারি' এই পদটা দেওয়া হইয়াছে]।

মূল

দূরাৎ স্থাণু-পুরুষ-সাধারণং ধর্ম্মমারোহপরিণাহরূপমুপলভমানস্য তয়োরন্যতরত্র বর্ত্তমানান্ বক্রকোটরাদীন্ করচরণান্ বা বিশেষান্ অপশ্যতঃ সমানধর্ম্মপ্রবুদ্ধসংস্কারতয়া চোভয়বর্ত্তিনোঽপি বিশেষান্ অনুস্মরতঃ পুরোঽবস্থিতার্থবিষয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বেতি সংশয়জ্ঞান-মুপজায়তে, তদিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নত্বাদি-বিশেষণযুক্তমপি ন প্রত্যক্ষ-ফলম্, অতস্তদ্ব্যবচ্ছেদায় ব্যবসায়াত্মকগ্রহণম্। নন্ মানসত্বাৎ সংশয়জ্ঞান-স্যেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নগ্রহণেন নিরাসঃ সিধ্যত্যেবেতি কিং পদান্তরেণ?

তথা চ ভাষ্যকারঃ *—স্মৃত্যনুমানাগমসংশয়-প্রতিভাস্বপ্নজ্ঞানোহস্থাদি-প্রত্যক্ষমিচ্ছাদয়শ্চ মনসো লিঙ্গানীতি বক্ষ্যতি। নৈবম্, স্থাণ্বাদিসংশয়স্য বাহ্যেন্দ্রিয়ান্বয়-ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাৎ। কশ্চিদ্ধি মানসঃ সংশয়ঃ সমস্ত্যেব, যথা দৈশিকস্য জ্যোতির্গণকাদেরেকদাহন্যদা চাসম্যগাদিশ্য তৃতীয়ে পদে পুনরাদিশতঃ সংশয়ো ভবতি কিময়মস্মদাদেশঃ সংবদেদুত বিসংবদেদিতি, স ভাষ্যকৃতশ্চেতসি কেবলমনঃকরণ ইতি স্থিতিঃ। যস্তু বিস্ফারিতাক্ষস্য স্থাণুর্বা পুরুষো বেত্যাদিঃ সম্পদ্যতে সংশয়স্তমনিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজং কো নামাচক্ষীত? নম্বতস্মিংস্তদিতি জ্ঞানং ব্যভিচারি ব্যাখ্যাতম্, একরূপঞ্চ পুরোঽবস্থিতমর্থমনেকরূপতয়া স্পৃশতি সংশয়ঃ স্থাণুর্বা পুরুষো বেতি সোঽয়মতস্মিংস্তথাভাবাদ্ বিপর্য্যয় এবেতি পূর্ব্বপদব্যুদস্তত্বান্নপদান্তরব্যবচ্ছেদ্যতামর্হতীতি। নৈতদেবম্, স্বরূপভেদাৎ কারণভেদাচ্চ। একমেব বিরুদ্ধমাকারমুল্লিখন্ বিপর্য্যয়ো জায়তে, স্থাণৌ পুরুষ ইতি পুংসি বা স্থাণুরিতি। অনিয়তাকারদ্বয়োল্লেখী তু সংশয়ো ভবতি স্থাণুর্বা স্যাৎ পুরুষো বেতি। সোঽয়ং স্বরূপভেদঃ প্রত্যাত্মসংবেদ্যঃ। কারণভেদস্তু† বিরুদ্ধবিশেষঃ স্মরণপ্রভবো‡ বিপর্য্যয়ঃ। শুক্তিকায়াং সন্নিহিতায়াং রজতবিশেষান্ মরীচিষু সলিলগত-বিশেষান্ অনুস্মরতো বিপর্য্যয়ো ভবতি, উভয়বিশেষস্মরণজন্মা তু সংশয় ইতি পদান্তরনিরসনীয় এবায়ম্।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি দূর হইতে উচ্চতারূপ স্থাণু-পুরুষ-সাধারণ-ধর্ম্ম দেখিয়া তাহাদের অন্যতরগত বক্রকোটরপ্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম (ইহা স্থাণুর অসাধারণ ধর্ম্ম) অথবা হস্তপদরূপ বিশেষ ধর্ম্ম (ইহা পুরুষের অসাধারণ ধর্ম্ম) দেখিতে না পাইয়া উভয়ের বিশেষ ধর্ম্মের পক্ষে সংস্কার থাকায় এবং ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় উভয়েরই বিশেষ ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া

* ন্যায়ভাষ্যে অ. ১ আ. ১ সূ. ১৫।

† কথ্যতে ইতি শেষঃ।

‡ বিরুদ্ধবিশেষস্মরণপ্রভব ইতি দুষ্টঃ পাঠঃ।

অর্থাৎ স্থাণুত্ব-পুরুষত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ করিয়া সম্মুখে অবস্থিত বস্তুটীর উপর 'এইটী স্থাণু' বা 'এইটী পুরুষ' এই প্রকার সংশয় করে, সেই সংশয়জ্ঞানটী অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হইলেও এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষের বিশেষণ উহাতে থাকিলেও প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফল হইবে না। এই জন্য তাহাকে ব্যাবর্ত্তন করিবার জন্য 'ব্যবসায়াত্মক' এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সংশয়জ্ঞান-মাত্রই মানস*, সুতরাং 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই পদটী দেওয়ায় তাহার নিরাস সিদ্ধ হইতেছে, অতএব 'ব্যবসায়াত্মক' এই স্বতন্ত্র পদটী দিবার প্রয়োজন কি? এবং ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন স্মৃতি, অনুমান, আগম, সংশয়, প্রতিভা, স্বপ্নজ্ঞান, উহ ও সুখাদি প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছাদিগুণ মনের লিঙ্গ এই উক্তির দ্বারা সেই কথা বলিবেন [অর্থাৎ স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞানের পক্ষে এবং ইচ্ছাদির পক্ষে মন করণ এই কথা ভাষ্যকার বলিবেন] এই কথা বলিতে পার না। কারণ—স্থাণু কি না? ইত্যাদি সংশয় বহিরিন্দ্রিয়জন্য। তবে কোন মানস-সংশয় আছেই। মানস-সংশয়ের উদাহরণ—জ্যোতিষী প্রভৃতির স্বদেশবাসীর নিকট দুইবার অফল কথা বলিয়া তৃতীয় স্থানে [অর্থাৎ কোন বিদেশী লোকের নিকট] পুনরায় সেইরূপ কথা বলিতে বলিতে তাহার সংশয় এই বলিয়া হয়, যে আমার কথা কি ফলিবে, অথবা ফলিবে না। সেই সংশয়টী ভাষ্যকারের মনে মনোজন্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল। [অর্থাৎ মানস-সংশয়কে মাত্র লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার সংশয়কে মানস বলিয়াছেন। সর্ব্ববিধ সংশয়কে মানস বলেন নাই] ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু যে বিস্তারপূর্ব্বক দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পর ইহা স্থাণু বা পুরুষ ইত্যাদি সংশয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জন্য নহে ইহা কে বলিতে পারে?

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যেখানে তাহার অভাব আছে, সেখানে তাহার অস্তিত্ব-জ্ঞানকে ব্যভিচারী বলিয়াছ।

* যদিও সুখাদি প্রত্যক্ষ এবং সংশয়াদি উভয়ই মানস, তথাপি ইহাদের বৈষম্য আছে, কারণ—সুখাদি প্রত্যক্ষের প্রতি মন ইন্দ্রিয়রূপে করণ, সংশয়াদির প্রতি মন ইন্দ্রিয়রূপে করণ নহে।

এবং স্থাণু বা পুরুষ এই প্রকার সংশয় একপ্রকার সম্মুখীন বস্তুকে বিরুদ্ধ নানাভাবে গ্রহণ করিতেছে, অতএব এই সেই সংশয়-জ্ঞান বিপর্য্যয়-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বিপর্য্যয়-ভিন্ন আর কিছু নহে। [অর্থাৎ সংশয়জ্ঞান পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক ভাব লইয়া (অনেক স্বরূপ লইয়া) প্রবৃত্ত হয়। ২টী বিরুদ্ধ স্বরূপ একত্র থাকিতে পারে না। সুতরাং সন্দিগ্ধ বস্তুতে একটীর অভাব থাকিবেই। ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে, যেখানে যে স্বরূপটী নাই, সেইখানে সেই স্বরূপের জ্ঞান হওয়ায় সংশয়ও বিপর্য্যয়-লক্ষণাক্রান্ত হইল বলিতে হইবে] অতএব পূর্ব্বপদের দ্বারা [অর্থাৎ 'অব্যভিচারি' এই পদের দ্বারাই] তাহা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে বলিয়া অন্য পদের দ্বারা [অর্থাৎ 'ব্যবসায়াত্মক' এই স্বতন্ত্র পদের দ্বারা] সংশয়ের প্রতিষেধ করা উচিত নহে।

এই কথা বলিতে পার না। কারণ—সংশয় এবং বিপর্য্যয়ের স্বরূপভেদ এবং কারণভেদ আছে। স্থাণুকে পুরুষ বলিয়া বা পুরুষকে স্থাণু বলিয়া এই ভাবেই বিরুদ্ধ আকারের প্রকাশক হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা বিপর্য্যয়। [অর্থাৎ বিপর্য্যয়ে একটী কোটি, এবং তাহা বিরুদ্ধ হইলেও স্থির পক্ষ।] ইহা স্থাণুও হইতে পারে, বা পুরুষও হইতে পারে, এইভাবে অনির্ভর আকারদ্বয়ের গ্রাহী হইয়া সংশয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। [অর্থাৎ সংশয়ে ২টী পক্ষ, এবং তাহা পরস্পর-বিরুদ্ধ, কিন্তু কোন পক্ষেই নির্ভরতা থাকে না।] এই সেই স্বরূপভেদ প্রত্যেকের পরিজ্ঞাত। কিন্তু কেমন করিয়া কারণভেদ হইল, তাহা বলিতেছি। বিপর্য্যয় বিরুদ্ধ বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ হইতে উৎপন্ন হয়, [যাহা ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট, তাহাতে সে ধর্ম্ম থাকে না, তাহার স্মরণ-জন্য সেই ধর্ম্মীতে সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের নিশ্চয়ই বিপর্য্যয়] সন্নিকৃষ্ট শুক্তিকাতে, রজতগত বিশেষ-ধর্ম্মের (রজতত্বের) এবং সূর্য্যকিরণগুলিতে সলিলগত বিশেষ-ধর্ম্মের স্মরণকারীর বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু সংশয় উভয়কোটিগত বিশেষ-ধর্ম্মদ্বয়ের স্মরণজন্য। [অর্থাৎ সংশয়ের ২টী কোটি, পরস্পরবিরুদ্ধ ২টী পক্ষ লইয়াই সংশয়-জ্ঞান হইয়া থাকে। সংশয়ের পূর্ব্বে ঐ উভয়কোটিগত পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষ-ধর্ম্মদ্বয়ের স্মরণ হয়। নচেৎ সংশয় পরস্পরবিরুদ্ধ ২টী বিষয়

লইয়া নিয়ত প্রবৃত্ত হইত না। কারণ—সংশয়ও অন্যতম বিশিষ্ট জ্ঞান। বিশিষ্ট-জ্ঞানের প্রতি বিশেষণ-জ্ঞান কারণ, প্রাগুক্তস্মরণই বিশেষণ-জ্ঞান] অতএব [অর্থাৎ সংশয়-জ্ঞানটা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য বলিয়া প্রথম বিশেষণের দ্বারা সংশয়-জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তন অসম্ভব বিধায়] অন্য পদের দ্বারা ('ব্যবসায়াত্মক' এই পদের দ্বারা মূল) সংশয়-জ্ঞানের নিরাস কর্ত্তব্য।

মূল

নন্বু সংশয়বিপর্য্যয়য়োরপি নির্ব্বিকল্পকয়োঃ*রসম্ভবাদব্যপদেশ্যপদেনৈব প্রবরপক্ষে প্রতিক্ষেপঃ সিধ্যেৎ। পুরোঽবস্থিতস্থাণ্বাদিধর্ম্মিদর্শনমাত্রমেব নির্ব্বিকল্পকমিন্দ্রিয়ব্যাপারজম্। অনন্তরন্তূভয়ান্যতরবিশেষণস্মরণজন্মনো-রুল্লিখিতশব্দয়োরেব সংশয়বিপর্য্যয়য়োরুৎপাদঃ, তত্র বিশেষণস্মৃত্যৈব শব্দানুবেধস্যাক্ষেপাৎ। অতঃ পদদ্বয়মপি তদ্ব্যুদাসায় ন কর্ত্তব্যম্। অত্র তদেব তাবদ্ বক্তব্যম্। প্রবরপক্ষঃ প্রতিক্ষিপ্ত এব যতঃ শব্দানুবেধ-জাতমস্তি প্রত্যক্ষমুপপাদিতম্। নন্বু ভবতু প্রবরপক্ষঃ প্রতিক্ষিপ্তঃ, সদৃশদর্শননিষ্ঠিতে তু নয়নব্যাপারে বিশেষস্মৃতেরূর্দ্ধমুপজায়মানৌ সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ নেন্দ্রিয়জাবিতি প্রথমপদেনৈব নিরস্তৌ ভবতঃ, তদসৎ। স্মৃতেরূর্দ্ধমপীন্দ্রিয়ব্যাপারানুবৃত্তেরিত্যুক্তত্বাৎ। এতচ্চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যা-মবগম্যতে, নিমীলিতচক্ষুষস্তদনুৎপাদাৎ। ন চ তদানীমন্তঃসঙ্কল্পরূপেণাপি শব্দোল্লেখঃ, উৎপন্নে তু সংশয়ে বিপর্য্যয়ে চ বাচকস্মরণং ভবিষ্যতীতি সম্যগ্-জ্ঞানবৎ সংশয়বিপর্য্যয়াবপি শব্দোল্লেখশূন্যৌ সংবেদ্যেতে। বিশেষস্মৃতিস্তু বিশেষবিষয়ত্বাৎ তানেবাক্ষিপতু শব্দস্য কিং বর্ত্ততে ? বাচকশব্দস্মৃতিস্তু শব্দমুপস্থাপয়তি। সা চ ন তাবদুপপন্নেতি।

সম্যক্ প্রত্যয়বৎ তস্মাদ্ বাচকোল্লেখবর্জ্জিতৌ।
অক্ষব্যাপারজন্মানৌ স্তঃ সংশয়বিপর্য্যয়ৌ॥

ঈদৃশয়োঃ কথমনয়োরাদ্যপদব্যুদসনীয়তা ? তস্মাৎ তদপাকৃতয়ে যুক্তং পদদ্বয়স্যাপ্যুপাদানম্।

* নির্ব্বিকল্পকয়োরিতি পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, সংশয়াত্মক-নির্ব্বিকল্পক এবং বিপর্য্যয়াত্মক নির্ব্বিকল্পক সম্ভবপর নহে বলিয়া 'অব্যপদেশ্য' এই পদের দ্বারাই প্রবরের মতে সংশয় এবং বিপর্য্যয়ের প্রতিষেধ হইতে পারে। [অর্থাৎ তাঁহার মতে সংশয় এবং বিপর্য্যয় সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া বাচকাবচ্ছিন্নবাচ্যার্থবিষয়ক, সুতরাং তাহাও ব্যপদেশ্য, সুতরাং 'অব্যপদেশ্য' এই পদের দ্বারা তাহাদের ব্যাবর্ত্তন হওয়া উচিত।] (সংশয় এবং বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বে) সম্মুখে অবস্থিত স্থাণু প্রভৃতি ধর্ম্মীর (স্বরূপপ্রকাশক) দর্শনমাত্রই নির্ব্বিকল্পক এবং তাহা ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য। কিন্তু ঐ নির্ব্বিকল্পকের পর কোটিদ্বয়গত বিশেষ-ধর্ম্ম-দ্বয়ের স্মরণজনিত সংশয় এবং অন্যতরগত বিশেষ-ধর্ম্মের স্মরণজন্য বিপর্য্যয়ের উৎপত্তি হয়, ঐ জ্ঞান দুইটাই শব্দের উল্লেখযুক্ত [অর্থাৎ সবিকল্পক বিধায় সংজ্ঞার দ্বারা ব্যপদেশ্য]। কারণ—বিশেষ-ধর্ম্মের স্মৃতির দ্বারাই তাহাতে (উক্তজ্ঞানে) শব্দানুবেধের প্রসক্তি হয়। অতএব তাহাদের ব্যাবর্ত্তনের জন্য (ভ্রম-সংশয়ের ব্যাবর্ত্তনের জন্য) কেবল ব্যবসায়াত্মক পদ কেন, দুইটা পদও ('অব্যভিচারি' এবং 'ব্যবসায়াত্মক' এই দুইটা পদও) প্রদেয় নহে। ইহা পূর্ব্বপক্ষীর কথা। (উত্তর) এই ক্ষেত্রে তাহাই বক্তব্য (যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি), (বক্তব্যের উল্লেখ) প্রবরের মতের প্রতিষেধ করিয়াছি, যেহেতু শব্দানুবেধজনিত প্রত্যক্ষ উপপাদিত আছে। [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের প্রতি সংজ্ঞাস্মরণ কারণ হওয়ায় তাহা শব্দানুবিদ্ধ, এবং অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ আছে বলিয়া এবং তাহাও প্রত্যক্ষের বিষয় বিধায় কারণ বলিয়া সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ শব্দানুবেধজনিত। কিন্তু তাহা হইলেও ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্য বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ, এই সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।]

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রবরপক্ষ প্রতিষিদ্ধ হোক। কিন্তু সদৃশদর্শনের দ্বারা নয়ন-ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইয়া গেলে বিশেষ-ধর্ম্মের স্মৃতির পর সংশয় এবং ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়,

অতএব তাহারা ইন্দ্রিয়জন্য নহে, সুতরাং প্রথমপদের দ্বারাই [অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই পদের দ্বারাই সেই সংশয় এবং ভ্রমের নিরাস হইতেছে। [অর্থাৎ সংশয় এবং ভ্রমের নিরাসের জন্য 'ব্যবসায়াত্মক' ও 'ব্যভিচারি' এই দুইটী পদ দিবার প্রয়োজন নাই।]

(উত্তর) তাহা সঙ্গত নহে। কারণ—বিশেষ-ধর্ম্মের স্মৃতির পরেও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের অনুবৃত্তি থাকে, এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত সংশয়াদির অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা ইহা পরিজ্ঞাত আছে। (বিশেষ-ধর্ম্মের স্মৃতির পরেও ইন্দ্রিয়-ব্যাপার অনুবৃত্ত থাকে ইহা জ্ঞাত আছে) কারণ—চক্ষু মুদ্রিত করিবার পর তাহাদের (সংশয়াদির) উৎপত্তি হয় না। এবং সেই সময়ে [অর্থাৎ সংশয়াদিকালে] অভ্যন্তরে সঙ্কল্পরূপেও শব্দের উল্লেখ থাকে না; [অর্থাৎ সেই সময়ে মনে শব্দোল্লেখের কল্পনাও থাকে না] কিন্তু সংশয় এবং বিপর্য্যয় (ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হইলে (উৎপন্ন হইবার পর) বাচকের (সংশয় এবং বিপর্য্যয়ের বিষয়ীভূত পদার্থের সংজ্ঞার) স্মরণ হইবে, অতএব যথার্থজ্ঞানের ন্যায় সংশয় এবং বিপর্য্যয়ও শব্দের উল্লেখশূন্য ইহা জানা যায়। কিন্তু বিশেষ-ধর্ম্মের স্মৃতি বিশেষ-ধর্ম্মেরই উপস্থাপক হোক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। উহাতে শব্দের কি হয়? [অর্থাৎ ঐ স্মৃতি শব্দের উপস্থাপক হয় না] কিন্তু বাচকভূত শব্দের স্মৃতি শব্দের উপস্থাপক হইয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ শব্দের স্মৃতি যুক্তিসঙ্গত নহে [অর্থাৎ সংশয়াদিকালে তাদৃশ শব্দের স্মৃতির অবসর নাই]। ইহা যুক্তিপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছি। অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, যথার্থজ্ঞানের ন্যায় সংশয়-বিপর্য্যয়ও শব্দোল্লেখবর্জ্জিত। তাহারা ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে উৎপন্ন হয়। (ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্ত হইবার পর উৎপন্ন হয় না।) * এতাদৃশ সংশয় এবং বিপর্য্যয়ের প্রথম পদের দ্বারা কেমন করিয়া নিরাস হইবে? সেই জন্য তাহাদিগকে নিরাস করিবার উদ্দেশ্যে পদদ্বয়েরও (অব্যভিচারি এবং ব্যবসায়াত্মক এই দুইটী পদেরও) উল্লেখ হইয়াছে।

* প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, 'অব্যপদেশ্য' এই পদের দ্বারাও সংশয়-বিপর্য্যয়ের নিরাস হয় না।

টিপ্পনী

সংশয়-ব্যাবর্ত্তনের জন্য 'ব্যবসায়াত্মক' এই পদটী দেওয়া হইয়াছে—তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ইহা আপাততঃ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তাৎপর্য্য নাই। কারণ—তিনি বলিয়াছেন যে, 'অব্যপদেশ্য' এই পদটী হইতে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের সংগ্রহ হইয়াছে, এবং 'ব্যবসায়াত্মক' এই পদটী হইতে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের সংগ্রহ হইয়াছে। সংশয়-নিরাস 'ব্যবসায়াত্মক' এই পদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কারণ—'অব্যভিচারি' এই পদ হইতে সংশয়ের নিরাস হইতে পারে। কারণ—সংশয়ও ব্যভিচারী জ্ঞান। যে সময়ে যে দেশে বিষয়ের জ্ঞান করিতে যাইতেছ, সেই সময়ে সেই দেশে যদি সেই বিষয়টী না থাকে, তাহা হইলে সেই কালে সেই দেশে সেই বিষয়ের জ্ঞানকে ব্যভিচারী বলে। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানটী ব্যভিচারী জ্ঞান। কিন্তু দেশান্তরে কালান্তরে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ করিবার সময়ে সেই অনুভূত বিষয়টী যদি সেই দেশে না থাকে, তাহা হইলে সেই স্মরণ-জ্ঞানটী ব্যভিচারী হইবে না। কারণ—স্মরণের বিষয়ভূতবস্তুটী অতীতকালে সেই দেশে ছিল। স্মরণও সেই দেশ এবং সেই কালেরই গ্রাহক। এইরূপ অব্যভিচারিতার বর্ণনা রামানুজদর্শন শ্রীভাষ্যে ব্যাবর্ত্তমানতার মিথ্যাত্ব-সাধকতাভঙ্গ-বিচার-প্রসঙ্গে উত্থিত আছে। এইরূপ অব্যভিচারিতার কথা তাৎপর্য্যটীকায়ও প্রমাণের অর্থাব্যভিচারিতাবর্ণনাপ্রসঙ্গে আলোচিত আছে। অতএব সংশয়-জ্ঞানও ব্যভিচারী জ্ঞান, কারণ—সংশয়-জ্ঞানের বিষয়ভূত বস্তু ২টী, এবং তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ। সুতরাং ঐ দুইটী বিষয় এক সময়ে একত্র থাকিতে পারে না। সুতরাং যে স্থানে সংশয় হয়, সেই সময়ে সেই স্থানে ঐ দুইটী বিরুদ্ধ বিষয়ের অন্যতর নাই। অন্যতর না থাকিলেও অন্যতর আছে বলিয়া সংশয়-জ্ঞান হওয়ায় সংশয়ও ব্যভিচারী। অতএব উহার নিরাস 'অব্যভিচারি' এই পদের দ্বারা হইতে পারে। সুতরাং সংশয়-নিরাসের জন্য 'ব্যবসায়াত্মক' এই পদটী দিবার প্রয়োজন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপ আলোচনা করিয়া পরিশেষে

বলিয়াছেন যে, সংশয়নিরাস 'ব্যবসায়াত্মক' এই পদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, তবে গৌণ উদ্দেশ্য হইতে পারে। এই জন্য তিনি সংশয়-নিরাসকে অন্বাচয়* বলিয়াছেন।

মূল

এবং লক্ষণপদানি ব্যাখ্যাতানি। লক্ষ্যপদস্তু প্রত্যক্ষমিতি জ্ঞানবিশেষে রূঢ্যৈব প্রবর্ত্ততে। যোগস্তু ব্যভিচারাৎ। প্রতিগতমক্ষং প্রত্যক্ষমিত্যক্ষরার্থঃ, স চায়ং সুখাদাবপি সম্ভবতীতি রূঢ়িরেব সাধীয়সী। অথবা জ্ঞানপদস্য সূত্রে নির্দ্দেশাদ্ যোগপক্ষোঽপ্যস্তু ন চাসৌ দৃশ্যমানো নিহ্নোতুং যুক্তঃ। যোগরূঢ়িস্তু নাম ন সম্মতৈব বিদুষাম্। যত্রাপি হি স্বয়ং দৃশ্যতে, তত্রাপি শব্দপ্রবৃত্তৌ প্রযোজকমেব ভবতি। কথং পুনরক্ষং প্রতিগতং জ্ঞানমিষ্যতে? ন সংযোগিত্বেন অঞ্জনাদেঃ প্রত্যক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন সমবায়িত্বেন অক্ষবর্ত্তিনাং রূপাদীনাং তথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন জনকত্বেন অক্ষারম্ভকাণাং পরমাণূনামপি তথাভাবপ্রসক্তেঃ। তস্মাজ্ জন্যত্বেনৈব জ্ঞানমক্ষং প্রতিগতমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। অব্যয়ীভাবব্যাখ্যানস্তু ন যুক্তং প্রত্যক্ষঃ পুরুষঃ প্রত্যক্ষা স্ত্রীত্যাদিব্যবহারদর্শনাদিত্যলং প্রসঙ্গেন।

তেনেন্দ্রিয়ার্থজন্মাদি-বিশেষণগণান্বিতম্।
যতো ভবতি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষমিতি স্থিতম্॥
ইতি বিগতকলঙ্কমস্য ধীমানকুরুত লক্ষণমেতদক্ষপাদঃ।
ন তু পররচিতানি লক্ষণানি ক্ষণমপি সূক্ষ্মদৃশাং বিশন্তি চেতঃ॥
যৎ তাবৎ কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তমিতি লক্ষণম্।
প্রত্যক্ষস্য জগৌ ভিক্ষুস্তদত্যন্তমসাম্প্রতম্॥
শব্দসংসর্গযোগ্যার্থপ্রতীতিঃ কিল কল্পনা।
অস্যাশ্চ কেন দোষেণ প্রামাণ্যং ন বিষহ্যতে।

* মুখ্যের সিদ্ধি এবং অপ্রধানের নিষ্পত্তিকে অন্বাচয় বলে।

অনুবাদ

এইরূপে লক্ষণপদগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু 'প্রত্যক্ষ' ইহা লক্ষ্যপদ, তাহা কেবলমাত্র রূঢ়ির সহায়তায় জ্ঞানবিশেষ-রূপ অর্থের প্রতিপাদক হইতেছে। যোগের বলে ঐ পদটী অর্থের বোধক হইতেছে না [অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ প্রত্যক্ষ-শব্দের যৌগিকার্থ হয় না, উহা রূঢ়ার্থ], কারণ—যোগার্থ অনুপপন্ন হয় [অর্থাৎ যথাশ্রুতার্থ অনুপপন্ন হয়]। (কেন অনুপপন্ন হয়, তাহা দেখাইতেছে) 'প্রত্যক্ষ' এই পদটার যথাশ্রুত অর্থ (জনকত্ব-সম্বন্ধে) ইন্দ্রিয়াশ্রিত [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জন্য] এবং এই সেই যৌগিকার্থ সুখাদিতেও সম্ভবপর হইতে পারে, সুতরাং রূঢ়িই প্রশস্ত কল্প। অথবা সূত্রে জ্ঞানপদের নির্দ্দেশ থাকায় (প্রত্যক্ষপদের) যৌগিকার্থও গৃহীত হোক। কারণ—দৃশ্যমান যৌগিকার্থের অপলাপ যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু যোগরূঢ়ি পণ্ডিতগণের সম্মতই নহে। কারণ—যে স্থলে যোগ এবং রূঢ়ি উভয় দেখা যায় [অর্থাৎ উভয়ই অবাধিত] সে স্থলেও তাদৃশ উভয় শব্দের শক্তি-নির্ব্বাচনে সহায়তা করে মাত্র [অর্থাৎ তাদৃশস্থলে যৌগিকার্থ এবং রূঢ়ার্থ উভয়ই শাব্দবোধের বিষয় হয় না]। জ্ঞানকে অক্ষ-প্রতিগত বল কেমন করিয়া ? [অর্থাৎ অক্ষ-প্রতিগত-শব্দের অর্থ যদি অক্ষ-সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে অক্ষের সহিত জ্ঞানের সংযোগ অসম্ভব বিধায় জ্ঞানকে পাওয়া যায় না।] না [অর্থাৎ এই কথা বলিতে পার না]। কারণ সংযোগী বলিয়া অঞ্জনাদিকে প্রত্যক্ষ বলায় আপত্তি হয়। অক্ষ-প্রতিগত-শব্দের অর্থ যদি অক্ষ-সমবেত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকে অক্ষপ্রতিগত বল কেমন করিয়া ? না [অর্থাৎ এই কথাও বলিতে পার না], কারণ—সমবেত বলিয়া অক্ষস্থিত রূপাদির প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। অক্ষ-প্রতিগত-শব্দের অর্থ যদি অক্ষজনক হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকে অক্ষ-প্রতিগত বল কেমন করিয়া ? না [অর্থাৎ এই কথাও বলিতে পার না], কারণ—(অক্ষের জনক বলিয়া) অক্ষের আরম্ভক পরমাণুগুলির প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। সেইজন্য অক্ষ-প্রতিগত-শব্দের অর্থ অক্ষজন্য, জন্যত্ব-নিবন্ধনই জ্ঞান অক্ষ-প্রতিগত এইভাবে ব্যাখ্যা

করা উচিত। অব্যয়ীভাব সমাস করিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। কারণ—প্রত্যক্ষ-শব্দের পুরুষের সহিত অন্বয়ে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীর সহিত অন্বয়ে স্ত্রীলিঙ্গ এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়, অতএব এতদপেক্ষা অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জনিতত্বপ্রভৃতি বিশেষণগুলির দ্বারা বিশেষিত বিজ্ঞান যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

অতি বুদ্ধিমান্ ভগবান্ অক্ষপাদ মুনি ইহার (প্রত্যক্ষ-প্রমাণের) এই নির্দ্দোষ লক্ষণটী করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকগণের প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণগুলি সূক্ষ্মদর্শিগণের হৃদয়গ্রাহী হয় না। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 'কল্পনাহীন এবং ভ্রমভিন্ন যে জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ' এইরূপে যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। শব্দের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া (শব্দের সহিত এক হইয়া) প্রতীয়মান হইবার যোগ্য অর্থের প্রতীতিকে কল্পনা বলে। যে জ্ঞানটী কল্পনাত্মক, কোন্ দোষে তাহার প্রামাণ্য সহ্য করিতে পারিতেছ না ?

টিপ্পনী

জয়ন্নৈয়ায়িক জয়ন্ত যোগরূঢ় বলিয়া কোন শব্দের স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে যাহা যোগরূঢ়, তাহাও রূঢ়, কারণ—যাহা যোগরূঢ়, তাহা কেবলমাত্র রূঢ়ার্থকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। কেবলমাত্র শক্তি-নির্ব্বাচনকালে যোগ এবং রূঢ়ি উভয়ের অনুসন্ধান হইয়া থাকে। কিন্তু শাব্দবোধ-কালে যৌগিকার্থ এবং রূঢ়ার্থ উভয়ের প্রতীতি হয় না। ইহার উদাহরণ—পঙ্কজ-শব্দ। পদ্ম—পঙ্ক হইতে উৎপন্ন বলিয়া পঙ্কজ-শব্দের অর্থ। কিন্তু মীন, শৈবাল প্রভৃতি পঙ্ক হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহারা পঙ্কজ-শব্দের অর্থ হইতে পারে না। ইহার কারণ একমাত্র রূঢ়ি। পঙ্কজ-শব্দ হইতে কেবলমাত্র পদ্মরূপ অর্থই শাব্দবোধের বিষয় হইয়া থাকে। যৌগিকার্থ এবং রূঢ়ার্থ এই উভয়ের সম্মেলনে কোন অর্থ শাব্দবোধের বিষয় হয় না। ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। নব্য-নৈয়ায়িক জগদীশের মতটী

ঠিক উহার বিপরীত। কারণ—তিনি যোগরূঢ় বলিয়া স্বতন্ত্র পদের স্বীকার করিয়াছেন। জগদীশ শব্দশক্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থে নামপ্রকরণে ১৬-সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন যে, নামশব্দ চারি প্রকার—রূঢ়, যৌগিক, যোগরূঢ় এবং লক্ষক। এবং তিনি রূঢ় এবং যৌগিক অপেক্ষায় যোগরূঢ়-শব্দের পার্থক্য-প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন যে, রূঢ়শব্দ হইতে প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগজ অর্থের কদাচ প্রতীতি হয় না। যৌগিক শব্দ নিয়তই প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগজ অর্থেরই প্রকাশক। কিন্তু যোগরূঢ় শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়-নিরপেক্ষ হইয়া কখনও অর্থবিশেষের বোধক হয় না। পরন্তু প্রকৃতি-প্রত্যয়-সাপেক্ষ হইয়া কোন বিশিষ্ট অর্থের বোধক হইয়া থাকে। জগদীশ বলিয়াছেন—

"স্বান্তর্নিবিষ্টশব্দার্থস্বার্থয়োর্বোধকৃন্মিথঃ।
যোগরূঢ়ং ন যত্রৈকং বিনাঽন্যস্যাস্তি শাব্দধীঃ॥
—শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়াং নামপ্রকরণে ২৬-সংখ্যক-কারিকা॥

জগদীশের মতে পঙ্কজ প্রভৃতি শব্দস্থলে যোগার্থ এবং রূঢ়ার্থ উভয়ের পরস্পর-যোগে শাব্দবোধ হইয়া থাকে। যোগরূঢ় পঙ্কজ-শব্দ কেবলমাত্র পদ্মরূপ অর্থকে বোধ করায় না, এবং 'পঙ্কোৎপন্ন' এইরূপ অর্থমাত্রকেও বোধ করায় না। যোগরূঢ় শব্দ গঙ্গেশেরও অভিমত—ইহাও জগদীশ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা গ্রন্থে প্রমাণিত করিয়াছেন। গ্রন্থগৌরব-ভয়ে সেই সকল কথার আলোচনা করিলাম না। অতএব নব্য ও প্রাচীনের মত-ভেদ আছে, ইহা স্পষ্টরূপে বলা যাইতে পারে।

মূল

নম্বভিলাপসংসর্গযোগ্য-প্রতিভাসত্বাদপি হি কমন্তং দোষং মৃগয়তে ভবান্? অসদর্থবিষয়ত্যাগে * তত্ত্বমযুক্তং † ভবতি, শব্দার্থস্তু বাস্তবস্তা-

* অসদর্থবিষয়কোমে তত্ত্বমযুক্তমিতি আদর্শপুস্তকমূলেঽযুক্তঃ পাঠঃ।
† তত্ত্বমযুক্তং ভবতি ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সঙ্গচ্ছতে, হেতোরনবস্থাপনাৎ।

ভাবাৎ। স্বলক্ষণস্য সজাতীয়েতর-ব্যাবৃত্তাত্মনঃ সম্বন্ধাধিগমব্যপেক্ষপ্রবৃত্তিনা শব্দেন বিষয়ীকর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্তুনোঽনুপলম্ভাৎ। ন চেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষান্বয়-ব্যতিরেকানুবিধায়িনী কল্পনা বুদ্ধিঃ, তমন্তরেণাপি ভাবাৎ। তস্মিন্ সত্যপি চ পূর্ব্বানুভূতবাচকশব্দযোজনং বিনাঽনুৎপাদাৎ। যদি চেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষস্তজ্জনকো ভবেৎ প্রথমমেব তথাবিধাং ধিয়ং জনয়েৎ, ন চ জনয়তি। তদয়ং শব্দস্মৃতেরূর্দ্ধমপি ন জনক ইতি মন্যামহে। তদুক্তম্—

> যঃ প্রাগজনকো বুদ্ধেরুপযোগাবিশেষতঃ।
> স পশ্চাদপি তেন স্যাদর্থাপায়েঽপি নেত্রধীঃ॥ ইতি

অপিচ সত্যপীন্দ্রিয়ার্থসংসর্গে স্মৃত্যপেক্ষয়া সোঽর্থস্তয়ৈব ব্যবহিতঃ স্যাৎ। আহ চ—

> অর্থোপযোগেঽপি পুনঃ স্মার্ত্তং শব্দানুযোজনম্।
> অক্ষধীর্যদ্যপেক্ষেত সোঽর্থো ব্যবহিতো ভবেৎ॥ ইতি

সঙ্কেত-স্মরণ-সহকারিসব্যপেক্ষমক্ষমীদৃশীঃ বুদ্ধিমুপজনয়তীতি চেৎ, ন। ব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তোপকারাদিবিকল্পৈঃ সহকারিণো নিরস্তত্বাৎ।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, সবিকল্পক-জ্ঞানমাত্রের বাচকশব্দের (সংজ্ঞাশব্দের) সংসর্গযোগ্যতাভিন্ন অন্য কোন্ দোষ তুমি চাহিতেছ? [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষমাত্রই বাচকশব্দসংস্পৃষ্ট] যদ্যপি বালক এবং মূকের বাচকশব্দের কোন অভিজ্ঞতা নাই, তথাপি তাহাদেরও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উক্ত অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহাদের সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বাচকশব্দের সংস্পৃষ্ট নহে, অতএব বালক এবং মূকের সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য আসিতে পারে, এইজন্য বৌদ্ধগণ সবিকল্পক-জ্ঞানকে বাচকশব্দের সংসর্গযোগ্য বলিয়াছেন।

বালক এবং মূকাদির সবিকল্পক-প্রত্যক্ষে বাচকশব্দের সংসর্গ না থাকিলেও তাদৃশ শব্দের সংসর্গ-যোগ্যতা আছে। তাদৃশ সংসর্গ-যোগ্যতাই সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্যসাধক। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কখনও বাচকশব্দ-বিশেষিতভাবে অর্থের গ্রাহক হয় না। বাচকশব্দ-বিশেষিত অর্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পক্ষে অসমর্থ। সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যবাদী তুমি যদি অর্থের অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ্যতাকে দোষ বলিয়া বিবেচনা না কর, তবে তোমার মতে দোষ কি? [যাহা না থাকায় সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ তোমার মতে প্রমাণ, আমার মতে উহা প্রবল দোষ।]*

কিন্তু সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় অলীক এই কথা না বলিলে যথাযথ-ভাবে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের পরিচয় দেওয়া হয় না। কারণ—যথার্থ শব্দার্থ নাই (অথচ উহাই একমাত্র সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়) †। (শব্দার্থ কেন যথার্থ হয় না, তাহার কারণ দেখাইবার জন্য বলিতেছেন) কারণ—যে শব্দশক্তি জ্ঞানের সাহায্য লইয়া অর্থবোধ করাইয়া থাকে, তাহা সজাতীয় ইতর হইতে ভিন্ন স্বলক্ষণের গ্রাহক হইতে পারে না। স্বলক্ষণ-ভিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। [অর্থাৎ বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণ এবং সামান্য এই দুইটীমাত্র প্রমেয়, তন্মধ্যে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষই স্বলক্ষণের গ্রাহক, এবং অনুমান সামান্যের গ্রাহক। ‡ স্বলক্ষণ এবং সামান্য কেহই সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। সুতরাং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, তাহা অলীক] এবং কল্পনা-বুদ্ধি অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষকে কারণ-রূপে অপেক্ষা করে না। কারণ—তদ্‌ব্যতিরেকেও কল্পনা-বুদ্ধি হইতে পারে। এবং অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটিলেও পূর্ব্বানুভূত

* ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের টীকাকার ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য বলিয়াছেন যে, একই জ্ঞানে যদি অভিধেয়ের আকার এবং বাচক-শব্দের আকার এই উভয় আকার সন্নিবিষ্ট হয়, তখন সেই জ্ঞানের অর্থ অভিলাপ-সংসৃষ্ট হয়।

† তাৎপর্য্য-টীকাকার বৌদ্ধ-সম্মত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-দূষণ-প্রসঙ্গে বৌদ্ধের কথা বলিয়াছেন, শব্দমাত্রই কল্পনা-সম্ভূত, সুতরাং শব্দের যাহা অর্থ তাহা কল্পিত। যাহা কল্পিত, তাহা সত্য হয় না। অতএব লক্ষণাত্মক শব্দ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের অভিধায়ক হয় না।

‡ যে বিষয়টীর নৈকট্য- এবং দূরত্ব-নিবন্ধন গ্রাহ্যাকারের ভেদ হয়, তাহা স্বলক্ষণ। এবং যে বিষয়টীর নৈকট্য এবং দূরত্ব ঘটিলেও গ্রাহ্যাকারের ভেদ হয় না (স্পষ্টত্ব বা অস্পষ্টত্বরূপে ভেদ হয় না), তাহা সামান্য।

বাচকশব্দের (সংজ্ঞাশব্দের) স্মরণব্যতিরেকে সেই কল্পনা-বুদ্ধির উৎপত্তি হয় না। এবং যদি অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সেই কল্পনা-বুদ্ধির জনক হইত, তাহা হইলে সেই সন্নিকর্ষ প্রথমেই সেই কল্পনার উৎপাদন করিত [অর্থাৎ উক্ত শব্দের যোজনার পূর্ব্বেই কল্পনা-বুদ্ধি উৎপন্ন করিত], পরন্তু কল্পনা-বুদ্ধি উৎপন্ন করে না। সেইজন্য শব্দস্মৃতির পরেও এই সন্নিকর্ষ কল্পনা-বুদ্ধির উৎপাদক হয় না; ইহা আমরা মনে করি। সেই কথা পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন। যে সন্নিকর্ষ কল্পনা-বুদ্ধিতে অনুপযোগী বলিয়া শব্দস্মৃতির পূর্ব্বে কল্পনা-বুদ্ধির জনক হয় না, সেই সন্নিকর্ষ সেই কারণে শব্দস্মৃতির পরেও কল্পনা-বুদ্ধির জনক হইতে পারে না, অতএব অর্থ না থাকিলেও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হয়—এই কথা বলিয়াছেন।

আরও এক কথা, অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও উক্ত শব্দস্মৃতির অপেক্ষার জন্য সেই স্মৃতির দ্বারাই সেই অর্থ ব্যবহিত হইয়া পড়ে, এবং অর্থের উপযোগিতা থাকিলেও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান যদি স্মরণাধীন শব্দ-যোজনাকে বিশেষরূপে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেই অর্থ ব্যবহিত হওয়া উচিত, এই কথা বলিয়াছেন। [অর্থাৎ বৌদ্ধমতে সৎপদার্থমাত্রই ক্ষণিক, সুতরাং ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিও ক্ষণিক; এবং ক্ষণিকতা-নিবন্ধন অবশ্যকর্ত্তব্য শব্দস্মৃতি এবং তদুত্তরকর্ত্তব্য শব্দ-যোজনাকালে সেই সন্নিকর্ষাদির সত্তাই থাকে না। সুতরাং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ সেই সন্নিকর্ষাদিজন্য না হওয়ায় পরন্তু কল্পনা-জন্য হওয়ায় তাহা প্রমাণ নহে।] যদি বল যে, ইন্দ্রিয় সঙ্কেত-স্মরণরূপ সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া এইরূপ বুদ্ধিকে (সবিকল্পক-বুদ্ধিকে) উৎপন্ন করে [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়জন্য, তবে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের পক্ষে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ অপেক্ষা কারণগত কিছু তারতম্য আছে, তাহা হইতেছে এই যে, ইন্দ্রিয় যখন সঙ্কেত-স্মরণরূপ সহকারীর সাহায্য লইয়া প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন করে, তখন ঐ প্রত্যক্ষ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ, নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় সঙ্কেত-স্মরণরূপ সহকারীর অপেক্ষা করে না।] এই কথাও বলিতে পার না, কারণ—সহকারিকৃত উপকার

উপকার্য্য হইতে অতিরিক্ত বা অনতিরিক্ত ইত্যাদি বিতর্কের দ্বারা সহকারীর নিরাস করা হইয়াছে। [অর্থাৎ মুখ্য কারণ যদি সহকারীর অপেক্ষা করে, তাহা হইলে মুখ্য কারণ সহকারীর উপকৃত ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, এবং ঐ সহকারিকৃত উপকারটী মুখ্য-কারণগত অতিশয়-বিশেষ (শক্তিবিশেষ), এবং ঐ উপকারটী মুখ্য কারণ হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? ভিন্ন যদি বল, তাহা হইলে আগন্তুক ঐ উপকারকেই কার্য্যের কারণ বলিব, মুখ্য কারণের অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। যদি অভিন্ন বল, তাহা হইলে উপকারের পূর্ব্ববর্ত্তী সেই মুখ্য কারণ নষ্ট হইয়াছে, এবং অপর উপকার্য্য কারণ সেই সময়ে ঘটিল, ইহা বলিতে হইবে, কারণ—একটী বস্তুর দুইটী স্বরূপ হয় না। ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করিতে হইবে—ইত্যাদি বিতর্কের দ্বারা বৌদ্ধগণ সহকারী কারণের প্রতিষেধ করিয়াছেন]

টিপ্পনী

বস্তুস্থিরত্ববাদী নৈয়ায়িকের মতে মুখ্য কারণ, সহকারী কারণ—এইরূপে কারণের বৈচিত্র্য স্বীকৃত আছে। তাঁহাদের মতে কোন একটী কার্য্যের সম্পাদন একটীমাত্র কারণের দ্বারা হয় না, তাহা স্বীকার করিলে এক-কারণ-পরিশেষাপত্তি দোষ হয়। ঐ দোষ তাঁহাদের অননুমোদিত। তাঁহাদের মতে সামগ্রী হইতে কার্য্য হয়। কারণকূটই সামগ্রী-পদ-বাচ্য। ঐ সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম মুখ্য কারণ, অন্যতম সহকারী কারণ। তাঁহাদের মতে সকল কারণই স্থির, কেহই ক্ষণিক নহে। সহকারি-কারণ স্বীকার না করিলে মুখ্য কারণের স্থিরত্ব-নিবন্ধন কার্য্যের ক্রমিকতা অনুপপন্ন হয়। কারণ—যে সমর্থ, সে বিলম্বে কার্য্য করিবে কেন? বরং পূর্ব্বাপর কার্য্যগুলির যৌগপদ্যের আপত্তি হয়। সহকারি-কারণের স্বীকার করিলে এই অনুপপত্তি হয় না। কারণ—বিভিন্ন কার্য্যের পক্ষে সহকারি-কারণ ভিন্ন, সুতরাং সহকারি-কারণের ক্রমিকতাবশতঃ কার্য্যেরও ক্রমিকতা ঘটিয়া থাকে। বৌদ্ধগণ এই মত মানেন না।

তাঁহাদের মতে সৎ বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, সুতরাং কারণও ক্ষণিক। ক্ষণিক যদি হইল, তাহা হইলে ক্ষণভেদে কারণ ভিন্ন হইল, এবং ঐরূপে ক্ষণভেদে কারণের ভেদবশতঃ এক সময়ে সকল কারণ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পরন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণ সংঘটিত হওয়ায় কার্য্যের ক্রমিকতা সম্ভবপর হইতে পারে। সুতরাং তাঁহারা সহকারি-কারণ স্বীকার করেন নাই। কেহ কেহ বৌদ্ধ মতের উপর এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, যদি সহকারি-কারণের উচ্ছেদ কর, তাহা হইলে কুশূলস্থিত বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু সহকারি-কারণ স্বীকৃত হইলে সলিল-মৃত্তিকাপ্রভৃতির বীজের সহকারিতা-বশতঃ কুশূলস্থিত বীজের তাদৃশ সহকারীর সহিত সম্মেলনাভাববশতঃ তাদৃশ বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তির আপত্তি হয় না। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধে বৌদ্ধগণ বলেন যে, উক্ত আপত্তির খণ্ডনের জন্য সহকারি-কারণ-স্বীকার অনুচিত। বরং সহকারি-কারণ স্বীকৃত হইলে অধিকতর অনর্থ সংঘটিত হয়, কারণ—মুখ্য কারণ অনুপকারক সহকারি-কারণের অপেক্ষা করে না। সহকারি-কারণের অপেক্ষা যদি করে, তাহা হইলে সহকারি-কারণকে উপকারক বলিতে হইবে, এবং ঐ মুখ্য কারণগত উপকারটী মুখ্য কারণ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন তাহাও বলিতে হইবে। যদি ভিন্ন বল, তাহা হইলে অতিশয় বা কুর্ব্বদ্রূপত্ব যাহার নামান্তর, আগন্তুক মাত্র সেই উপকারটীকেই কারণ বলা উচিত, কারণ—তাহারই সহিত কার্য্যের অন্বয়-ব্যতিরেক দেখা যায়, সুতরাং সেই উপকারের আস্পদরূপে মুখ্য কারণকে আর কারণ বলিবার প্রয়োজন থাকে না। এবং সেই কার্য্যে সহকারীগুলিও কারণরূপে অপেক্ষিত হইল না। তাহাই যদি হইল, তবে সহকারি-কারণ মানিবার প্রয়োজন কি? এবং আরও একটী কথা এই যে, সহকারিকৃত উপকারটী যদি উপকার্য্য হইতে অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে উপকৃত অনুপকৃত হইতে অতিরিক্ত হইয়া পড়িল, কারণ—একই বস্তুর দুইটী স্বরূপ হয় না। ফলতঃ ঐ উপকারটী বিকারেই পরিণত হইয়া পড়ায় উপকার্য্যটী অনুপকার্য্য হইতে পৃথক্ হওয়ায় বস্তুস্থৈর্য্যের

পরিবর্ত্তে ক্ষণিকত্ববাদ আসিয়া পড়িল। এই জন্যই কোন বৌদ্ধাচার্য্য বলিয়াছেন—

"বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্নশ্চর্ম্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্।
চর্ম্মোপমশ্চেৎ সোঽনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলঃ॥"

যদি ঐ উপকারটী উপকার্য্য হইতে অভিন্ন বল, তাহা হইলেও সহকারীর প্রতিদান ক্ষণিকত্ববাদ ঘটিয়া পড়ে। কারণ—সহকারিকৃত উপকারের পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুটী নষ্ট হইল, অন্য একটী উপকার্য্য অর্থাৎ কুর্ব্বদ্রূপপদবাচ্য বস্তু আসিয়া পড়িল, এই কথা বলিতে হয়; তাহা হইলে সেই ক্ষণিকত্ব-বাদেরই প্রতিষ্ঠা হইয়া পড়ে, বস্তুস্থৈর্য্যবাদ প্রতিহত হয়। এই সকল বিতর্কের দ্বারা সহকারীর প্রতি বৌদ্ধগণ কটাক্ষবিক্ষেপ করিয়াছেন। এই সকল আলোচনা সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শন-প্রসঙ্গে বিবৃত আছে।

মূল

কিঞ্চ, দণ্ডীত্যাদিবিকল্পবিজ্ঞানং নেন্দ্রিয়াপাতবেলায়ামেব জায়তে, কিন্তু বহুপ্রক্রিয়াপেক্ষম্। যদাহ—

বিশেষণং বিশেষ্যঞ্চ সম্বন্ধং লৌকিকীং স্থিতিম্।
গৃহীত্বা সকলঞ্চৈতৎ তথা প্রত্যেতি নান্যথা॥ ইতি।

ন চেয়তীং প্রক্রিয়াং প্রথমনয়নোপনিপাতজাতং অবিকল্পকং জ্ঞানমুদ্বোঢ়ুং ক্ষমমিত্যাহ—

সঙ্কেতস্মরণোপায়ং দৃষ্টসঙ্কল্পনাত্মকম্।
পূর্ব্বাপরপরামর্শশূন্যং তচ্চাক্ষুষং কথম্॥ ইতি।

তত্রৈতৎ স্যাৎ। দ্বিবিধা বিকল্পাঃ ছাত্রমনোরথবিরচিতা ইদন্তাগ্রাহিণশ্চ * ইদং নীলমিত্যাদয়ঃ তত্র পূর্ব্বে মা ভূবন্ প্রমাণম্, কস্তেষর্থনিরপেক্ষজন্মসু

* ইদন্তাগ্রাহিণশ্চ নীলমিত্যাদয় ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন শোভনঃ।

প্রামাণ্যেঽভিনিবেশঃ। ইদন্তাগ্রাহিণাং স্বার্থাবিনাভূতত্বাৎ কথং ন প্রামাণ্যমিতি? উচ্যতে। সর্ব্ব এবামী বিকল্পাঃ পরমার্থতোঽর্থং ন স্পৃশন্ত্যেব, স হি নির্ব্বিকল্পকেনৈব * সর্ব্বাত্মনা পরিচ্ছিন্নঃ, তদুক্তম্—

> একস্যার্থস্বভাবস্য প্রত্যক্ষস্য সতঃ স্বয়ম্।
> কোঽন্যো ন দৃষ্টো ভাগঃ স্যাদ্ যঃ প্রমাণৈঃ পরীক্ষ্যতে॥ ইতি।

যত্তু কেষাঞ্চিদ্ বিকল্পানামিদন্তাগ্রাহিত্বস্পষ্টত্বাদিরূপং তদর্থাবিনাভাবি-নির্ব্বিকল্পকদর্শনপৃষ্ঠভাবিত্বাবাপ্ততচ্ছায়াসংসর্গজনিতং ন তু তেষামর্থস্পর্শঃ কশ্চিদস্তি, অর্থাত্মনো নির্ব্বিকল্পেনৈব মুদ্রিতত্বাৎ।

অনুবাদ

আরও একটা কথা এই যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইবামাত্রই 'দণ্ডী' ইত্যাদি বিকল্পজ্ঞান (সবিকল্পক-জ্ঞান) উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বহু প্রক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হয়—যাহা একজন বলিয়াছেন।

বিশেষণ, বিশেষ্য, বিশেষ্য এবং বিশেষণের সম্বন্ধ ও লৌকিক ব্যবহার এই সকল বুঝিয়া তাহার পর সেই প্রকার জ্ঞান [অর্থাৎ 'দণ্ডী' ইত্যাদি বিশিষ্ট জ্ঞান] হইয়া থাকে। প্রথম চক্ষুঃসন্নিকর্ষমাত্রেই নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান এত অধিক বিষয়কে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে—এই কথা কেহ বলিয়াছেন। সেই কথাটা এই যে, জ্ঞানটী সঙ্কেত-স্মরণ-জন্য, প্রত্যক্ষের অনন্তর উৎপন্ন কল্পনারূপে পরিণত এবং পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধশূন্য†, তাহা চাক্ষুষ কেমন করিয়া হইবে? [অর্থাৎ চাক্ষুষমাত্রই সত্য বস্তুকে লইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সবিকল্পক-জ্ঞানের বিষয় যখন তাদৃশ নহে, তখন তাহা চাক্ষুষ নহে।] সেইপক্ষে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। কল্পনা দুই প্রকার, তন্মধ্যে এক প্রকার অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনিয়ন্ত্রিতেচ্ছা-প্রসূত [অর্থাৎ সর্ব্বাংশে ভ্রমরূপ] অপর প্রকার ইদন্তাগ্রাহী (ধর্ম্মিস্বরূপগ্রাহী)

* অসর্ব্বাত্মনেত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সাধুঃ।

† নির্ব্বিকল্পকের বিষয়ভূত ব্যক্তিকে লইয়া অপহৃত।

—ইহা নীল ইত্যাদি প্রকার [অর্থাৎ ধর্ম্ম্যংশে অভ্রান্ত এবং প্রকারাংশে ভ্রমরূপ]। তন্মধ্যে প্রাগুক্তকল্পনাত্মক জ্ঞান প্রমাণ না হোক ; কোন্ ব্যক্তি সত্যবস্তুকে লইয়া অপ্রবৃত্ত সেই জ্ঞানগুলির উপর (সর্ব্বাংশে ভ্রমাত্মক কল্পনাময় জ্ঞানগুলির উপর) প্রামাণ্যস্থাপনে বদ্ধপরিকর হয় ? [অর্থাৎ কেহই তাহাদিগকে প্রমাণ বলেন না।] কিন্তু যে সকল জ্ঞান ইদন্তাগ্রাহী [অর্থাৎ ধর্ম্মিস্বরূপগ্রাহী] তাহাদের প্রকৃতার্থের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় তাহারা কেন প্রমাণ হইবে না ? ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

(উত্তর) উক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবাদস্বরূপে বলিতেছি—ঐ সকল কল্পনাত্মক জ্ঞানমাত্রই বাস্তবিকপক্ষে অসন্দিগ্ধ, অবিপর্য্যস্ত এবং অনধিগত বস্তুর সহিত নিঃসম্বন্ধ, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ—সেই অর্থ (ধর্ম্মিস্বরূপ অর্থ) নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গৃহীত। সেই কথা কেহ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত অবাধিত একটী অর্থস্বরূপের অন্য কোন্ অংশ স্বয়ং দেখ নাই, যাহা সবিকল্পক-প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণের দ্বারা সম্যক্‌রূপে দেখিয়া থাক [অর্থাৎ যাহাকে দেখিবার জন্য সবিকল্পক-প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেছ] ? কিন্তু কতকগুলি বিকল্পের যে ইদন্তাগ্রাহিত্ব, (ধর্ম্মিগ্রাহিত্ব) স্পষ্টত্ব প্রভৃতি প্রমাণের রূপ দেখা যায়, তাহা সদর্থের সহিত নিয়ত-সম্বন্ধ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পশ্চাদ্‌ভাবিত্ববশতঃ তৎসাদৃশ্য-নিবন্ধন ; কিন্তু সেই সকল বিকল্পজ্ঞানের প্রমেয়ভূত অর্থের সহিত কোন সংস্পর্শ নাই। কারণ—অর্থের যাহা স্বরূপ, তাহা নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারাই গৃহীত হইয়াছে। [অর্থাৎ ইদন্তাগ্রাহী প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত যাহা ধর্ম্ম্যংশ, তাহা পূর্ব্বেই নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারাই গৃহীত হইয়াছে। সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ তাহার গ্রাহক হইলে গৃহীতগ্রাহিত্ব-নিবন্ধন তাহা অপ্রমাণই হইবে।]

মূল

তস্মাদতাত্ত্বিকাকারসমুল্লেখ-পুরঃসরাঃ।
ন যথা বস্তু জায়ন্তে কদাচিদপি কল্পনাঃ॥

পঞ্চ চৈতাঃ কল্পনা ভবন্তি—জাতিকল্পনা, গুণকল্পনা, ক্রিয়াকল্পনা, নামকল্পনা,

দ্রব্যকল্পনা চেতি। তাশ্চ ক্বচিদভেদেঽপি ভেদকল্পনাৎ ক্বচিচ্চ ভেদেঽপ্য-ভেদকল্পনাৎ কল্পনা উচ্যন্তে।

জাতিজাতিমতোর্ভেদো ন কশ্চিৎ পরমার্থতঃ।
ভেদারোপণরূপা চ জায়তে জাতিকল্পনা॥

ইদমস্ত গোর্গোত্বমিতি, ন হি কশ্চিদ্ ভেদং পশ্যতি, তেনাভেদে ভেদকল্পনৈব।

এতয়া সদৃশন্যায়াম্মন্তব্যা গুণকল্পনা।
তত্রাপ্যভিন্নয়োর্ভেদঃ কল্প্যতে গুণতদ্বতোঃ॥

তথা চাহুঃ। এষ গুণী রূপাদিভ্যোঽর্থান্তরত্বেন নাত্মানং দর্শয়তি, তেভ্যশ্চ ব্যতিরেকং বাঞ্ছতীতি চিত্রম্।

ভেদারোপণরূপৈব গুণবৎ কর্ম্ম-কল্পনা।
তৎস্বরূপাতিরিক্তা হি ন ক্রিয়া নাম কাচন॥

গচ্ছতি দেবদত্ত ইতি দেবদত্তস্যৈবান্যানাতিরিক্তস্য প্রতিভাসাৎ।

বিভিন্নয়োরভেদেন প্রবৃত্তা নামকল্পনা।
চৈত্রোঽয়মিত্যভেদেন নিশ্চয়ো নাম-নামিনোঃ॥

চৈত্র ইত্যয়ং শব্দঃ, অয়মিত্যর্থঃ, কীদৃশমনয়োঃ সামানাধিকরণ্যম্?

এবং দণ্ড্যয়মিত্যাদির্মন্তব্যা দ্রব্যকল্পনা।
সামানাধিকরণ্যেন ভেদিনোর্গ্রহণাৎ তয়োঃ॥

অনুবাদ

অতএব উপসংহারে কল্পনা-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, কল্পনা-মাত্রই মিথ্যা আকারকে লইয়া প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং ঐ কল্পনা কখনও যাহার উপর কল্পনা সেই বস্তুর যথাযথ স্বরূপকে অতিক্রম না করিয়া উৎপন্ন হয় না; এবং এই কল্পনা পাঁচ প্রকার।

জাতিকল্পনা, গুণকল্পনা, ক্রিয়াকল্পনা, নামকল্পনা, এবং দ্রব্যকল্পনা এইরূপে পাঁচ প্রকার। এবং সেই কল্পনাগুলিকে কোন স্থলে অভেদ

থাকিলেও ভেদ-কল্পনাবশতঃ, বা কোন স্থলে ভেদ থাকিলেও অভেদ-কল্পনাবশতঃ কল্পনা বলা হইয়া থাকে।

বাস্তবিকপক্ষে জাতি-জাতিমান্-এর কোন ভেদ নাই। সুতরাং জাতি-কল্পনাটী অভেদ থাকিলেও ভেদারোপ-স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকে। কারণ— এই গোরুর এইটী গোত্ব এইভাবে কেহ ভেদ দর্শন করে না, সেইজন্য জাতি এবং জাতিমান্-এর অভেদ-সত্ত্বে ভেদকল্পনাই হইয়া থাকে। এইরূপ তুল্যযুক্তিতে গুণকল্পনাটী বুঝিবে। সেই স্থলেও অভিন্ন গুণ ও গুণবানের ভেদ-কল্পনা হইয়া থাকে। এবং তাহাই অপরে বলিয়াছেন। এই গুণী রূপাদি হইতে পৃথক্‌ভাবে নিজেকে দেখায় না, অথচ সেই সকল গুণ হইতে গুণীর ভেদ ইচ্ছা করিতেছ ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। গুণের ন্যায় ক্রিয়া-কল্পনাটীও অভেদে ভেদারোপস্বরূপই। কারণ—ক্রিয়াবান্ হইতে ক্রিয়ার কোন ভেদ নাই। দেবদত্ত গমন করিতেছে এই কথা বলিলে দেবদত্তেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। সেই সময়ে প্রতীয়মান দেবদত্তগত কোন ন্যূন ধর্ম্ম বা অধিক ধর্ম্মের প্রতীতি হয় না। কিন্তু নামবান্ হইতে নামটী ভিন্ন, তাহা হইলেও তাহাদের অভেদ-কল্পনা হইয়া থাকে। 'ইনি চৈত্র' এইরূপে নাম ও নামবানের অভেদে নিশ্চয় হয়।

'চৈত্র' এইটী সংজ্ঞাশব্দ, (অয়ম্) এইটী অর্থ। এই দুইটীর কেমন করিয়া অভেদে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব সম্ভবপর হয়? এবং 'এইটী দণ্ডী' ইত্যাদি প্রকার দ্রব্যকল্পনা বুঝিবে। [অর্থাৎ ভিন্ন দ্রব্যদ্বয়ের 'এইটী দণ্ডী' ইত্যাদিরূপে অভেদকল্পনা হইয়া থাকে।] কারণ—ভিন্ন দ্রব্যদ্বয়ের অভেদে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবের গ্রহণ হয়। (সুতরাং দ্রব্যকল্পনাটী ভেদে অভেদারোপ-স্বরূপ।)

মূল

নন্থ যত্রাভেদে ভেদং ভেদে চাভেদমারোপয়ন্ত্যঃ কল্পনাঃ প্রবর্ত্তন্তে তৎ কথমাসু বাধকঃ প্রত্যয়ো ন জায়তে শুক্তিকা-রজতবুদ্ধিবৎ? উচ্যতে— যত্র বস্তু বস্ত্বন্তরাত্মনাঽবভাসতে, তত্র বাধকো ভবতি মরীচিষিব জলবুদ্ধৌ, ইহ তু

ন জাত্যাদি বস্ত্বন্তরমস্তি, যতো বস্ত্বন্তরাত্মনাঽস্য গ্রহো ভবেৎ। ব্যক্তিবিষয়া এবৈতে সামানাধিকরণ্য-বৈয়ধিকরণ্য-বিকল্পাঃ, তস্মাদ্ বস্ত্বন্তরানবভাসিষ্বেষু ন বাধকপ্রত্যয়ো জায়তে। তস্মান্ন বিপর্য্যয়াত্মানো বিকল্পাঃ। ন চৈতে প্রমাণম্। এতদুল্লিখ্যমানস্য জাত্যাদেরপারমার্থিকত্বাৎ। অতএব প্রমাণ-বিপর্য্যয়াভ্যামন্যস্য এব বিকল্প ইত্যাচক্ষতে ইত্যলং বিস্তরেণ।

এবমেতাঃ প্রবর্ত্তন্তে বাসনামাত্রনির্ম্মিতাঃ।
কল্পিতালীকভেদাদি-প্রপঞ্চাঃ পঞ্চ কল্পনাঃ॥
এবঞ্চ পশ্যতা তাসাং প্রামাণ্যামোদমন্দতাম্।
ভিক্ষুণা লক্ষণগ্রন্থে তদপোঢ়পদং কৃতম্॥

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি অভেদ থাকিলে ভেদের কিংবা ভেদ থাকিলে অভেদের আরোপের হেতুভূত হইয়া কল্পনাগুলি প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে এই সকল কল্পনার প্রতিষেধ করিবার জন্য শুক্তিকার উপর রজতবুদ্ধি উৎপন্ন হইলে যেরূপ বাধকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বাধকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। (ইহা বৌদ্ধের উত্তর) যে স্থলে বস্তু অন্য বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, সেই স্থলে মরীচিতে জলবুদ্ধি হইলে যেরূপ বাধনিশ্চয় হয় (ইহা জল নহে, ইহা মরীচি এইরূপ বাধ-নিশ্চয় হয়), সেরূপ বাধনিশ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে (কল্পনা-স্থলে) জাতি প্রভৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই [অর্থাৎ জাত্যাদিরূপে পারমার্থিক বস্তু নাই, উহারা কল্পিত] যাহার জন্য (বস্ত্বন্তরের অস্তিত্বের জন্য) বস্ত্বন্তরের সহিত অভিন্নভাবে জাতি প্রভৃতির নিশ্চয় হইতে পারে। [অর্থাৎ জাতি প্রভৃতির যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত (অর্থাৎ জাতি প্রভৃতি যদি কল্পিত না হইত) তাহা হইলে বস্তুবিশেষের সহিত জাতি প্রভৃতির ভেদগ্রহ-বাধক প্রত্যয় হইত।] এই সকল অভেদে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবের কিংবা ভেদে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবের কল্পনাগুলি একটী ব্যক্তিকে

লইয়াই হইয়া থাকে [অর্থাৎ উক্ত বিশেষ্য-বিশেষণ দুইটার মধ্যে একটার সত্তা আছে, অন্যের সত্তা নাই, উহা অলীক] সেই জন্য এই কল্পনাত্মক জ্ঞানগুলি যাহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এইরূপ অন্যবস্তুকে লইয়া না হওয়ায় ঐ কল্পনাগুলির পক্ষে বাধক-নিশ্চয় জন্মায় না। সেইজন্য বিকল্পগুলি বিপর্য্যয়স্বভাব নহে, * এবং এই সকল বিকল্পগুলি প্রমাণ নহে। কারণ—এই সকল বিকল্পের বিষয়ভূত জাতি প্রভৃতি সত্য নহে। অতএব এই বিকল্প প্রমাণ ও বিপর্য্যয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই কথা আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন। অতএব অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবং এই পাঁচ প্রকার কল্পনার পক্ষে একমাত্র বাসনা কারণ, কল্পিত অলীক প্রপঞ্চ ইহার বিষয়। আরও এক কথা, বৌদ্ধ ভিক্ষু সেই সকল কল্পনাগুলির প্রামাণ্যলেশশূন্যতা দেখিয়া প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্রে 'কল্পনাপোঢ়' এই পদটী দিয়াছেন।

মূল

অত্র প্রতিবিধীয়তে। তদিদং সঙ্কীর্ণপ্রায়মতিবহু বিলপতা ভবতা ন নিয়তং কিমপি বিকল্পানামপ্রামাণ্যকারণমিতি স্পষ্টমাবেদিতম্, তদুচ্যতাম্— কিং শব্দার্থাবভাসিত্বগর্ভীকৃতমসদর্থবাচিত্বং তদপ্রামাণ্যকারণমভিমতমুত সঙ্কেতস্মৃত্যপেক্ষোপনতমনিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বমুত বিশেষণগ্রহণাদ্যপেক্ষাবাপ্তং বহুপ্রয়াসসাধ্যত্বমুত পূর্ব্বাপরপরামর্শশূন্যচাক্ষুষবৈলক্ষণ্যবাচোযুক্তিসমর্পিতং বিচারকত্বমুত নির্ব্বিকল্পকপরিচ্ছিন্ন-বস্তুগ্রাহিতানিবন্ধনমধিগতাধিগন্তৃত্বমুত ভেদাভেদসমারোপভণিতমতস্মিংস্তদিতিগ্রাহিত্বমুত বৃত্তিবিকল্পাদিবাধিত-সামান্যাদি-গ্রহণসূচিতং † বাধ্যত্বমেবেতি। তত্র তাবন্ন শব্দসংসর্গযোগ্যার্থ-গ্রহণদ্বারকমসদর্থগ্রাহিত্বমেষামপ্রামাণ্যকারণমভিধাতুং যুক্তম্। শব্দার্থস্য

* পাতঞ্জল দর্শনেও বিকল্প-সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত। পাতঞ্জল দর্শনেও বিকল্প স্বীকৃত আছে, অন্য দর্শনে বিপর্য্যয়-ভিন্নরূপে বিকল্প স্বীকৃত নাই। পাতঞ্জল দর্শনেও বিকল্প অপ্রমাণ।

† সামান্যগ্রহণেত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ। আদিপদেনাবয়বিপ্রভৃতয়ো গ্রাহ্যাঃ। বৌদ্ধৈর-বয়বাবয়বিভাবাদয়োঽপি ন স্বীক্রিয়ন্তে।

বাস্তবস্য সমর্থয়িষ্যমাণত্বাৎ। কঃ পুনরসাবতি চেদ্ য এব নির্ব্বিকল্পকে প্রতিভাসতে। কিং নির্ব্বিকল্পকে সামান্যাদিকমবভাসতে? বাঢ়মবভাসতে ইতি বক্ষ্যামঃ। অতএব বাধাত্বমপি ন প্রামাণ্যাপহারকারণমেবাং বক্তব্যম্। স্মৃতিবিকল্পাদের্বাধস্য পরিহরিষ্যমাণত্বাৎ। বাধকান্তরস্য চ নেদমিতি প্রত্যয়স্য শুক্তিকা-রজত-জ্ঞানাদিবদ্ ভবতৈবানভ্যুপগমাৎ। নাপ্যনিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ-জন্যত্বং সঙ্কেতগ্রহণ-কালানুভূত-শব্দস্মরণাপেক্ষণাদস্য বক্তব্যম্। সহকার্য্যা-পেক্ষায়ামপি তদ্ব্যাপারাবিরতেঃ।*

অনুবাদ

বৌদ্ধ মতের প্রতিষেধ করিতেছি। সেই এই অতিজটিল কতকগুলি অধিক কথা বলিয়া তুমি সবিকল্পক-প্রত্যক্ষগত অপ্রামাণ্যের কোন নির্দ্ধারিত কারণ স্পষ্টভাবে বল নাই [অর্থাৎ কতকগুলি বাজে কথা বলিয়াছ, প্রয়োজনীয় কথা কিছু বল নাই], সেইজন্য আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল। শব্দ-সংস্পৃষ্টভাবে অর্থের বোধকতাবশতঃ অলীকার্থ-গ্রাহিত্ব কি তোমার অনুমোদিত সবিকল্পক-প্রত্যক্ষগত অপ্রামাণ্যের কারণ? কিংবা সঙ্কেত-স্মরণের অপেক্ষাবশতঃ সঙ্ঘটিত অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্যত্বাভাব অপ্রামাণ্য কারণ? [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে সঙ্কেত-স্মরণকে অবশ্যই অপেক্ষা করিতে হয়। সেই অপেক্ষার জন্যই ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট অর্থটা নষ্ট হওয়ায় সবিকল্পক-প্রত্যক্ষটা অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য নহে। তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে যাহাকে প্রত্যক্ষ বলিতে যাইতেছ, তাহা যদি অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য না হয়, তবে তাহা কেমন করিয়া প্রমাণ হইবে? ইহা কি তোমার মত?] অথবা বিশেষণ-জ্ঞান প্রভৃতির অপেক্ষা সঙ্ঘটিত অধিকপরিশ্রম-সাধ্যত্ব কি অপ্রামাণ্যের কারণ? কিংবা পূর্ব্বাপরের অনুসন্ধানশূন্য আদ্য প্রত্যক্ষ অপেক্ষায় বৈলক্ষণ্য-কথনের যুক্তির দ্বারা উপস্থাপিত বিচারকত্ব কি অপ্রামাণ্যের কারণ? [অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ পূর্ব্বাপর-গৃহীত

* এই সকল আলোচনা বেদান্তদর্শনের ২য় অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে ১৮শ সূত্রে আছে।

বিষয়ের অননুসন্ধায়ক ; সবিকল্পক পূর্ব্বাপর-গৃহীত বিষয়ের অনুসন্ধায়ক। এই অনুসন্ধায়কত্বই বিচারকত্ব, বিচারকত্ব চেতনের ধর্ম্ম, উহা অচেতন জ্ঞানে থাকে না। কিন্তু নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ অপেক্ষায় সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বৈলক্ষণ্য-কথনের যুক্তির দ্বারা ঐ চেতনধর্ম্ম-বিচারকত্ব সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের উপর আরোপিত হইয়াছে, সেইজন্য কি সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য ?] অথবা নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, তাহাকেও লইয়া সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ প্রবৃত্ত হওয়ায় গৃহীতগ্রাহিতা-দোষ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষে ঘটিতেছে, সেইজন্য কি ইহা অপ্রমাণ ? কিংবা ভেদ থাকিলেও অভেদের সমারোপ-নিবন্ধন সবিকল্পক-প্রত্যক্ষটী কি অপ্রমাণ ? [অর্থাৎ যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহা আছে এই কথা বলিয়াছ, অতএব সেই ভাবটীর প্রকাশক বলিয়া কি সবিকল্পক-প্রত্যক্ষটী অপ্রমাণ ?] অথবা বৃত্তিবিষয়ে নানা বিরুদ্ধতর্কাদি কারণে বাধিত বলিয়া প্রমাণিতজাতিপ্রভৃতি বিষয়কে লইয়া সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ প্রবৃত্ত, সুতরাং তাহা বাধ্য, ঐ বাধ্যত্বই তদ্গত অপ্রামাণ্যের কারণ কি ? [অর্থাৎ যাহা নিত্য, অথচ অনেক-সমবেত তাহা জাতি, জাতির লক্ষণ এইভাবে থাকায় সমবায়ের সিদ্ধির পর জাতির সিদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সমবায় অসিদ্ধ হইলে জাতিও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। বৃত্তি-শব্দের অর্থ সম্বন্ধ, সমবায়ও সম্বন্ধ, সুতরাং সমবায়ও বৃত্তি-শব্দের অর্থ। বৌদ্ধ প্রভৃতি দার্শনিক সমবায় মানেন না। তাঁহারা বলেন—দ্রব্য গুণ-প্রভৃতির ভেদ সিদ্ধ হইলে সমবায় সিদ্ধ হয়, এবং সমবায় সিদ্ধ হইলে দ্রব্যগুণপ্রভৃতির ভেদ সিদ্ধ হয়, এইরূপ অন্যোহন্যাশ্রয়-দোষের ভয়ে তাঁহারা সমবায়-সম্বন্ধ মানেন না। তাঁহারা দ্রব্য গুণ প্রভৃতির সম্বন্ধকে তাদাত্ম্য বলেন। এবং সংযোগরূপ সম্বন্ধের যেরূপ অতিরিক্ত সম্বন্ধ মানিতে হয়, তদ্রূপ সমবায় মানিলে সমবায়েরও অন্য সম্বন্ধ মানিতে হইবে, এবং তাহারও অন্য সম্বন্ধ মানিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা-দোষ-ভয়ে তাঁহাদের মতে সমবায়-সম্বন্ধ অস্বীকৃত। সমবায়-সম্বন্ধ অস্বীকৃত হইলে জাতি প্রভৃতিরও স্বতন্ত্রতা থাকে না। এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৃত্তি-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিরুদ্ধ তর্ক থাকায় জাতিপ্রভৃতি অসৎ বলিয়া

অপ্রমাণিত হইয়াছে, এবং অবয়বীর সম্বন্ধেও বৃত্তিবিকল্প আছে, দ্বিত্বাদি সংখ্যা যেরূপ অনেক আশ্রয়ের উপর থাকে, একটী মাত্র আশ্রয়ের উপর থাকে না, তদ্রূপ অবয়বী সমস্ত অবয়বের উপর থাকে একটী মাত্র অবয়বের উপর থাকে না, অবয়বীর সম্বন্ধে কি এইরূপ নিয়ম ? অথবা অবয়বী কি প্রত্যেক অবয়বে ভিন্নভিন্নভাবে অবস্থান করে ? যদি ১ম পক্ষটী সম্মত হয়, তাহা হইলে সমস্ত অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা না থাকায় অবয়বীর প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়, আশ্রয়গুলির প্রত্যক্ষ না হইলে আশ্রিতের প্রত্যক্ষ হয় না। যদি ২য় পক্ষটী সম্মত হয়, তাহা হইলে একটী অবয়বরূপ আশ্রয়ের উপর অবয়বীর ব্যাপার ঘটিলে অন্য অবয়বরূপ আশ্রয়ে সেই অবয়বীই নির্ব্যাপার হইয়া পড়িবে। যে সময়ে চৈত্র * কাশীতে সব্যাপার হইয়া থাকে, সেই সময়ে পাটলিপুত্রে সব্যাপার হয় না। একই বস্তুর একই সময়ে নানাস্থানে পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি হইলে নানাত্বের আপত্তি হয়। এই প্রকার বৃত্তিবিকল্প-দ্বারা বৌদ্ধগণ অবয়ববিবাদের প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ জাতি বা অবয়বী প্রভৃতি প্রতিষিদ্ধ বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বাধ্য, স্থাপনীয় নহে। উক্ত প্রকার বাধ্যত্ব-বশতঃই কি সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ ?] তাহার মধ্যে সংজ্ঞা-শব্দের সংসর্গযোগ্য অর্থকে প্রকাশন-দ্বারা অলীকার্থ-গ্রাহিত্ব সবিকল্পক-প্রত্যক্ষগত অপ্রামাণ্যের কারণ ইহা বলা উচিত নহে। কারণ—শব্দসংসর্গযোগ্য অর্থ যে যথার্থ পরে তাহার সমর্থন করিব। যদি বল যে, শব্দসংস্পৃষ্ট অর্থটী কি ? তাহা হইলে বলিব যে, যে বিষয়টী নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহা সবিকল্পক-প্রত্যক্ষেও প্রতীয়মান হয় (নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পকের বিষয় ভিন্ন নহে) তাহাই শব্দসংস্পৃষ্ট অর্থ। (বৌদ্ধের প্রশ্ন) নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষে কি জাতি প্রভৃতি প্রতীয়মান হয় ? (নৈয়ায়িকের উত্তর) অবশ্যই প্রতীয়মান হয়। এই কথা পরে বলিব। প্রামাণ্যপ্রতিষেধক-বাধ্যত্বও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষমাত্রে নাই, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ, বৃত্তিবিকল্পাদি-জন্য বাধের পরিহার করিব। এবং

* এই সকল আলোচনা বেদান্তদর্শনের ২য় অধ্যায়ে স্মৃতিপাদে ১৮শ সূত্রে আছে।

তুমিই শুক্তিকার উপর রজতজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় সবিকল্পক-প্রত্যক্ষমাত্রের পক্ষে ইহা অমুক নহে এইরূপে অন্য কোন বাধক স্বীকার কর নাই। সঙ্কেত-গ্রহণকালে অনুভূত শব্দের (বাচক শব্দের) স্মরণের অপেক্ষা থাকায় সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য নহে, ইহা বলাও উচিত নহে। কারণ — শব্দস্মরণকে সহকারিরূপে অপেক্ষা করিলেও ইন্দ্রিয়ব্যাপারের বিরাম হয় না।

মূল

যঃ প্রাগ্ জনকো বুদ্ধেঃ স লব্ধ্বা সহকারিণম্।
কালান্তরেণ তাং বুদ্ধিং বিদধৎ কেন বার্য্যতে ?

ব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তোপকারককরণাদিবিকল্পাস্তু ক্ষণভঙ্গভঙ্গে নিরাকরিষ্যন্তে। রূপগ্রহণে চ চক্ষুষঃ প্রদীপাদেরপেক্ষায়াং দুষ্পরিহারাস্তে বিকল্পাঃ। ন বৈ কিঞ্চিদেকং জনকমিতি ভবন্তোঽপি পঠন্তি। ভবৎপক্ষেঽপি তুল্যাস্তে, যত্রোভয়োর্দোষো ন তেনৈকশ্চোদ্যো ভবতি। তস্মাদুপযোগাবিশেষাদিন্দ্রিয়ালোকমনস্কারবিষয়বদ্ বাচকস্মরণমপি সামগ্র্যন্তর্গতমেতৎপ্রত্যয়জন্মনি ব্যাপ্রিয়তে ইতি ন বাচকস্মরণজনিতত্বেন স্মার্ত্তত্বাদপ্রমাণং বিকল্পঃ, রূপস্মৃত্যাখ্যসমনন্তরপ্রত্যয়নির্ম্মিতস্য নির্ব্বিকল্পকস্য * রসজ্ঞানস্যাপি তথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। যচ্চেদমুচ্যতে সোঽর্থো ব্যবহিতো ভবেদিতি, তত্র বিদ্মঃ কীদৃশং ব্যবধানমর্থস্যেতি। ন হি দীপেন বা মনসা বা বিজ্ঞানহেতুনা কদাচিদর্থো ব্যবধীয়তে। মনোবচ্চ বাচকস্মৃতিরপি সামগ্র্যন্তর্গতা † সতী তৎপ্রতীতৌ ব্যাপ্রিয়তে ইতি কথমর্থং ব্যবদধীত। স্মৃতিবিষয়ীকৃতঃ শব্দস্তমর্থং ব্যবধত্তে ইতি চেন্ন, শব্দস্য তৎপ্রকাশকত্বেন জ্ঞানবদ্ দীপবদ্বা ব্যবধায়কত্বাভাবাৎ ন চেন্দ্রিয়ব্যাপারতিরোধানং ব্যবধানম্, তস্যাধুনাপ্যনুবর্ত্তমানত্বাৎ।

* নির্ব্বিকল্পস্য ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

† অসামগ্র্যন্তর্গতেতি পাঠস্তু ন সঙ্গচ্ছতে।

অনুবাদ

যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ শব্দস্মৃতির (বাচকশব্দস্মৃতির) পূর্ব্বে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের উৎপাদক হয়নি, সেই সন্নিকর্ষ শব্দস্মৃতিরূপ সহকারী কারণকে পাইয়া সময়ান্তরে সেই বুদ্ধিকে [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষকে] যখন উৎপন্ন করে তখন তাহাকে কে বারণ করিতে পারে ? (কেহই পারে না।)

সহকারিকৃত উপকার্য্য হইতে অতিরিক্ত বা অনতিরিক্ত* এই সকল বিতর্কগুলি ক্ষণিকত্ববাদ-নিরাকরণ-প্রসঙ্গে নিরাকৃত করিব। চক্ষুঃ রূপপ্রত্যক্ষ করিতে গেলে যদি প্রদীপ প্রভৃতিকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেইসকল বিতর্কগুলিকে পরিহার করা যায় না। কোন একটী কার্য্যে একটীমাত্র জনক হয়, ইহা তোমরাও বল না [অর্থাৎ তোমাদের মতেও মুখ্য কারণ সহকারী কারণের সাহায্য লইয়া কার্য্যের জনক হয়।] সেই সকল বিকল্প তোমাদের মতেও সমান। যদি উভয় মতেই দোষ থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা একজন তিরস্কার্য্য হয় না।† সেইজন্য উপযোগিতা সমান বলিয়া ইন্দ্রিয় (চক্ষুরিন্দ্রিয়), আলোক, মনঃসংযোগ এবং প্রত্যক্ষের বিষয়ের ন্যায় (রূপাদি-বিষয়ের ন্যায়) সংজ্ঞা-শব্দের স্মরণও প্রত্যক্ষ-সামগ্রীর অন্তর্গত হইয়া রূপ-প্রত্যক্ষ-সম্পাদন-কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। অতএব সংজ্ঞা-শব্দের স্মরণজনিত বলিয়া সবিকল্পক-প্রত্যক্ষও স্মৃতিস্বরূপ, সুতরাং তাহা অপ্রমাণ, ইহা সঙ্গত কথা নহে, কারণ—রূপস্মৃতিস্বরূপ অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী কারণের দ্বারা উৎপন্ন রস-জ্ঞানাত্মক নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষেরও অপ্রামাণ্যের আপত্তি হয়, এবং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষকালে (শব্দস্মৃতির দ্বারা) নির্ব্বিকল্পকের বিষয়ভূত বস্তুটী ব্যবহিত হইয়া পড়ে, এই কথা যে বলিয়াছ, ইহাতে অর্থের ব্যবধান কীদৃশ, তাহা বুঝিতেছি না।

কারণ—প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণ দীপের দ্বারা বা মনের দ্বারা কখনও বিষয় ব্যবহিত হয় না ; এবং মনের ন্যায় বাচক-শব্দের

* এইসকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

† "যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ।
নৈকস্তত্রানুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃশার্থবিচারণে॥"

(সংজ্ঞা-শব্দের) স্মরণও প্রত্যক্ষ-সামগ্রীর অন্তর্গত হইয়া রূপ-প্রত্যক্ষ-কর্ম্মে ব্যাপৃত হয় বলিয়া কেমন করিয়া প্রত্যক্ষবিষয়ভূত অর্থকে ব্যবহিত করিতে পারে ? [অর্থাৎ কোনমতেই ব্যবহিত করিতে পারে না।] যদি বল যে, সংজ্ঞা-শব্দ স্মৃতিবিষয় হইবার পর সেই অর্থকে ব্যবহিত করে (স্মৃতি ব্যবহিত করে না), তাহাও বলিতে পার না। কারণ—শব্দ বিষয়প্রকাশক, সুতরাং জ্ঞানের ন্যায় বা দীপের ন্যায় বিষয়ব্যবধায়ক হয় না [অর্থাৎ বিষয়-প্রকাশের প্রতিরোধক হয় না], এবং ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের প্রতিরোধকে ব্যবধান বলা যায় না, কারণ—এখনও সেই ব্যাপারটা অনুবর্ত্তমান [অর্থাৎ বাচকস্মৃতির পূর্ব্বে সেই ব্যাপার যেরূপ ছিল, বাচকস্মৃতির পরেও তাহা রহিয়াছে]।

মূল

যথা তদ্ভাবভাবিত্বাদাদ্যবিজ্ঞানমক্ষজম্।
তথা তদ্ভাবভাবিত্বাদুত্তরং জ্ঞানমক্ষজম্॥

নহি বাচকস্মরণানন্তরমক্ষিণী নিমীল্য বিকল্পয়তি পটোঽয়মিতি। অথ যাবদ্বাচকবিজ্ঞানং হৃদয়পথমবতরতি, তাবৎ সোঽর্থঃ ক্ষণিকত্বাদতিক্রান্ত ইতি ব্যবহিত উচ্যতে, তদপি দুরাশামাত্রম্। ক্ষণভঙ্গস্যোপরিষ্টা-ন্নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ। অপি চ প্রদর্শিতপ্রাপ্ত্যাদিব্যবহারবৎ সন্তান-দ্বারকমিহাপি তদ্গ্রহণং ভবিষ্যতীতি সর্ব্বথা ন ব্যবধানম্। তদেবং সময়-স্মরণসাপেক্ষত্বেঽপি নেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নতামতিবর্ত্ততে সবিকল্পকং বিজ্ঞানমিতি কথমপ্রত্যক্ষম্ ?

যৎ পুনর্বিশেষণ-বিশেষ্যগ্রহণাদি-সামগ্র্যপেক্ষত্বেন বহুপ্রয়াসসাধ্যত্ব-মপ্রামাণ্যকারণমভিধীয়তে, তদতীব সুভাষিতম্। ন হি বহুক্লেশসাধ্যত্বং নাম প্রামাণ্যমুপহন্তি।

উক্তঞ্চ—ন হি গিরিশৃঙ্গমারুহ্য যদ্গৃহ্যতে, তদপ্রত্যক্ষমিতি। রসাদি-জ্ঞানাপেক্ষয়া চ রূপজ্ঞানস্য দীপাদ্যালোকাহরণপ্রয়াসসাধ্যত্বাদপ্রামাণ্যং স্যাৎ।

যদপি পূর্ব্বাপর-পরামর্শরহিত-চাক্ষুষবিজ্ঞান-বৈপরীত্যেন বিকল্প-জ্ঞানানাং বিচারকত্বাদপ্রামাণ্যমুচ্যতে, তদপি ন সম্যক্। সর্ব্বত্র জ্ঞানস্য বিচারকত্বানুপপত্তেঃ।

বিচারকো হি মাতা, স হি পশ্যতি স্মরত্যনুসন্ধত্তে, বিচারয়তীচ্ছতি, দ্বেষ্টি, যততে, গৃহ্ণাতি, জহাতি, সুখমনুভবতীতি বক্ষ্যামঃ। অর্থঞ্চ স্পৃশতো বিজ্ঞানস্য বিচারয়তোঽপি কথমপ্রামাণ্যং স্যাৎ।

অনুবাদ

যেরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকায় প্রথম প্রত্যক্ষটী [অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষটী] ইন্দ্রিয়জন্য, সেরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্বয়-ব্যতিরেক থাকায় নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের উত্তরকালবর্ত্তী সবিকল্পক-প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়জন্য।

কারণ—দ্রষ্টা সংজ্ঞাশব্দের-স্মরণের পর চক্ষুর্দ্বয়কে নিমীলিত করিয়া 'এইটী পট' এই বলিয়া কল্পনা করে না। যদি বল যে, যখন সংজ্ঞা-শব্দের স্মরণ অন্তঃকরণে উপস্থিত হয়, তখনই সেই অর্থটী (নির্ব্বিকল্পকের বিষয়-ভূত অর্থটী) ক্ষণিকতা-নিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব তাহাকে ব্যবহিত বলা হইয়া থাকে। তাহাও দুরাশামাত্র। কারণ—ক্ষণিকত্ববাদ পরে নিরাকৃত করিব। আরও এক কথা, স্থিরত্বপক্ষে যেরূপ প্রদর্শিত বস্তুর প্রাপ্তি প্রভৃতির ব্যবহার সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের অনন্তর হইয়া থাকে, তদ্রূপ ক্ষণিকত্বপক্ষেও ক্ষণিক-বস্তুসন্তান-দ্বারা সেই বস্তুর [অর্থাৎ প্রদর্শিত বস্তুর] প্রাপ্তি হইবে, সুতরাং কোনমতে ব্যবধান সম্ভবপর নহে। সেই জন্য এইরূপে (কথিত প্রকারে) সঙ্কেত-স্মরণের অপেক্ষা থাকিলেও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপত্তিকে অতিক্রম করে না। অতএব সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ কেন অপ্রমাণ হইবে? বিশেষণ-বিশেষ্যের জ্ঞান প্রভৃতি সামগ্রীকে অপেক্ষা করার জন্য সবিকল্পক-প্রত্যক্ষটী বহুপ্রয়াসসাধ্য, এবং বহুপ্রয়াসসাধ্যত্বই সবিকল্পক-প্রত্যক্ষগত অপ্রামাণ্যের কারণ এই কথা যে বলিতেছ, তাহা অত্যন্ত অসহ্য কথা।

কারণ—অত্যধিকপ্রয়াসসাধ্যত্ব প্রামাণ্যের ব্যাঘাতক হয় না। এবং কেহ বলিয়াছেন যে, পর্ব্বতের চূড়ার উপর আরোহণ করিয়া যাহার প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহা অপ্রমাণ-প্রত্যক্ষ নহে। এবং রসাদির প্রত্যক্ষ অপেক্ষায় রূপ-প্রত্যক্ষের প্রদীপপ্রভৃতি আলোকের সংগ্রহ করার জন্য বহু প্রয়াস-সাধ্যত্ববশতঃ অপ্রামাণ্যের আপত্তি হইয়া পড়ে। আরও যে পূর্ব্বাপরের অনুসন্ধানশূন্য নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ অপেক্ষায় সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বৈলক্ষণ্যবশতঃ বিচারকতা-নিবন্ধন [অর্থাৎ পূর্ব্বাপরগৃহীত বিষয়ের অনুসন্ধানকারিত্বরূপ বিচারকতা-বশতঃ] অপ্রামাণ্য বলিয়া থাক, তাহাও সঙ্গত কথা নহে। কারণ—যে বিচারক হইয়া থাকে, সেই জ্ঞাতা, সেই দেখে, স্মরণ করে, পূর্ব্বাপরের অনুসন্ধান করে, বিচার করে, ইচ্ছা করে, দ্বেষ করে, যত্ন করে, গ্রহণ করে, পরিত্যাগ করে, এবং সুখ ভোগ করে। এই কথা পরে বলিব। [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ জ্ঞান-বিশেষ, সে জ্ঞাতা হইতে পারে না, সুতরাং সে বিচারক হইতে পারে না।]

অথবা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বিজ্ঞানের বিচারকারিত্ব থাকিলেও অপ্রামাণ্য কেন হইবে? [অর্থাৎ চুম্বকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ লৌহের ক্রিয়া হয়, এবং ক্রিয়া হইলেও তাহা চেতন হয় না, তদ্রূপ অর্থের সহিত সম্বন্ধবশতঃ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিচারকত্ব ঘটিলেও তাহা অপ্রমাণ হইবে না।]

মূল

অথাস্তু নির্ব্বিকল্পকেনৈব সর্ব্বত্বনাস্পৃষ্টত্বাৎ পিষ্টপেষণমযুক্তম্ ইতি সবিকল্পকমপি গতার্থগ্রাহিত্বাদপ্রমাণমিতি মন্যসে, তদপি ন সাধু, পূর্ব্বমেব পরিহৃতত্বাৎ। ন হ্যনধিগতাধিগন্তৃত্বং প্রামাণ্যমিত্যুক্তম্। গৃহীতগ্রহণেঽপি প্রমাণস্য প্রমাণত্বানতিবৃত্তেঃ।

যত্ত্বভ্যধায়ি ভিন্নেষভেদমভিন্নেষু চ ভেদং কল্পয়ন্ত্যাঃ কল্পনা অতস্মিংস্তদ্-গ্রহে প্রামাণ্যমবজহতীতি, তদযুক্তম্। অতস্মিংস্তদ্‌গ্রহো ভবত্যপ্রামাণ্য-কারণম্, তত্ত্বিহ নাস্তি, তস্য হি বাধক-প্রত্যয়োপসন্নিপাতান্নিশ্চয়ঃ। ন চ

ভবদুপবর্ণিতাসু পঞ্চস্বপি জাত্যাদিকল্পনাসু বাধকং কিঞ্চিদস্তীতি নাতস্মিংস্তদ্‌গ্রাহিণ্যঃ কল্পনা ভবন্তি।

জাতির্জাতিমতো ভিন্না গুণী গুণগণাৎ পৃথক্।
তথৈব তৎপ্রতীতেশ্চ কল্পনোক্তিরবাধিকা॥

এতচ্চোপরিষ্টান্নির্ণেষ্যতে।

দ্রব্যনাম্নোস্তু ভিন্নয়োর্ভেদেনৈব প্রতীতির্নাভেদকল্পনা। নহি দেবদত্তশব্দোঽয়মিত্যেবং তদ্‌বাচ্যাবগতিরেষা, ন শব্দোঽস্যামর্থারূঢ়োঽবভাসতে; ন শব্দবিবর্ত্তরূপেণার্থঃ পরিস্ফুরতি, কিং তর্হি?

*শব্দস্মৃত্যাখ্যসামগ্র্যাসামর্থ্যাতিশয়োদ্ভবঃ।
প্রত্যয়াতিশয়ঃ সোঽয়মিত্যেবং প্রাক্ প্রসাধিতম্॥

অনুবাদ

যদি মনে কর যে, নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে যে বিষয়টী গৃহীত, সবিকল্পক-প্রত্যক্ষও তাহার গ্রাহক, যেরূপ পিষ্টপেষণ অযুক্ত, তদ্রূপ যাহা গৃহীতগ্রাহী তাহারও প্রামাণ্য অযুক্ত, সুতরাং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষও প্রমাণ নহে;—তাহাও ঠিক কথা নহে, কারণ—পূর্ব্বেই তাহার প্রতিষেধ করিয়াছি। কারণ—'অগৃহীতগ্রাহিত্বই প্রামাণ্য' এই কথা বলি নাই, কারণ—গৃহীতগ্রহণ হইলেও প্রমাণের প্রামাণ্য যায় না। কিন্তু যে বলিয়াছ, ভিন্ন স্থলে অভেদ এবং অভিন্নস্থলে ভেদের কল্পনার হেতুভূত হইয়া কল্পনাত্মকজ্ঞানগুলি তচ্ছূন্যে তদ্মতিত্বনিবন্ধন প্রমাণত্ব পরিত্যাগ করে, তাহা যুক্তিযুক্ত; তচ্ছূন্যে তন্মতিত্ব অপ্রামাণ্যের কারণ হয় বটে, কিন্তু সবিকল্পক-প্রত্যক্ষস্থলে সেই ভাবটী নাই। কারণ—বাধক-নিশ্চয়ের দ্বারা তাহার (অপ্রামাণ্য-কারণের) নিশ্চয় হইয়া থাকে [অর্থাৎ যে বুদ্ধির পক্ষে বাধ-নিশ্চয় ঘটে, সেই বুদ্ধিটী অপ্রমাণ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়], এবং তোমার কিছু পূর্ব্বে বর্ণিত পাঁচটী জাতি প্রভৃতির কল্পনাগুলির পক্ষেও

* 'শব্দস্মৃত্যাদি' ইত্যেব পাঠঃ শোভনঃ।

কোন বাধ-নিশ্চয় নাই। সুতরাং ঐ কল্পনাগুলি যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহার গ্রাহক হইতেছে না।

জাতি এবং জাতিমান্ অভিন্ন নহে, গুণী গুণ হইতে পৃথক্, এবং সেই-ভাবেই তাহাদের প্রতীতি হয় বলিয়া বিশিষ্ট-জ্ঞানকে সবিকল্পক-জ্ঞান বলার পক্ষে বাধা নাই, এবং ইহা পরে বলিব। কিন্তু পরস্পরভিন্ন দ্রব্য এবং সংজ্ঞা-শব্দের ভেদ লইয়াই প্রতীতি হয়, অভেদ-কল্পনা হয় না। কারণ— এই সবিকল্পক-প্রত্যক্ষটী সম্মুখে পরিদৃশ্যমান বস্তুটী দেবদত্ত-শব্দ,এইরূপে সেই দেবদত্ত-শব্দের অভিধেয় অর্থের সহিত দেবদত্ত-শব্দের অভেদ-বিষয়ক প্রতীতি নহে। এই প্রতীতিতে সংজ্ঞা-শব্দ অর্থারূঢ় হইয়া [অর্থাৎ অর্থের উপর অধ্যস্তরূপে] প্রতীয়মান হয় না। কিংবা সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত বস্তুটী শব্দ-বিবর্ত্তরূপে [অর্থাৎ শব্দের উপর অধ্যস্তরূপে] প্রতীয়মান হয় না [অর্থাৎ সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী অর্থের উপর অধ্যস্ত শব্দ-বিষয়ক প্রতীতি কিংবা শব্দের উপর অধ্যস্ত অর্থেরও প্রতীতি নহে]। তাহা হইলে ঐ প্রত্যক্ষটী কীদৃশ ?

(উত্তর) এই সেই বিজ্ঞানটী (সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী) সংজ্ঞা-শব্দের স্মরণ-প্রভৃতি-কারণ-সমূহের সমধিক সামর্থ্যের দ্বারা উৎপন্ন বিলক্ষণ প্রতীতিস্বরূপ, পূর্ব্বে ইহার সাধন করিয়াছি।

মূল

দণ্ড্যয়মিতি দ্রব্যাভেদকল্পনা তু মন্দমতিভিরেবোদাহৃতা। ন হি দণ্ডো-হয়মিতি দেবদত্তে প্রতীতিঃ, অপি তু দণ্ডীতি। তত্র চ প্রকৃতি-প্রত্যয়ৌ পৃথগেবোপলভ্যেতে, দণ্ডোঽস্যাস্তীতি দণ্ডী, তদিহ যথৈব বস্তু, তথৈব তদবসায় ইতি নাভেদারোপঃ। কর্ম্মণি তদ্দ্বয়মপি নাস্তি, নাভিন্নে ভেদ-কল্পনম্, ন চ ভিন্নেঽপ্যভেদকল্পনা।

ক্রিয়া হি তত্ত্বতো ভিন্না ভেদেনৈব চ গৃহ্যতে।
চলতীত্যাদিবোধেষু তৎস্বরূপাবভাসনাৎ ॥

তেন ক্রিয়া-গুণ-দ্রব্য-নাম-জাত্যুপরঞ্জিতম্।
বিষয়ং দর্শয়ন্নেতি বিকল্পো নাপ্রমাণতাম্॥
বিপর্য্যয়াৎ সমুত্তীর্ণ ইতি সাধু সহামহে।
প্রমাণাত্তু বহির্ভূতং বিকল্পং ন ক্ষমামহে॥
ক্বচিদ্ বাধকযোগেন যদি তস্যাপ্রমাণতা।
নির্ব্বিকল্পেঽপি তুল্যাঽসৌ দ্বিচন্দ্রাদ্যবভাসিনি॥
মনোরাজ্যবিকল্পানাং কামমস্ত্বপ্রমাণতা।
যথাবস্তু প্রবৃত্তানাং ন ত্বসাবক্ষজন্মনাম্।

ন চ নির্ব্বিকল্পক-পৃষ্ঠভাবিত্বকৃতমেষামেতদ্রূপম্। বিষয়সংস্পর্শমন্তরেণ স্বতঃ স্বচ্ছরূপাণাং জ্ঞানানামেবমাকারত্বানুপপত্তেঃ। কিং নির্ব্বিকল্পক-পৃষ্ঠভাবিতা করিষ্যতি? তদনন্তরভাবিনী হি স্মৃতিরপি ক্বচিদ্ দৃশ্যত এব। ন চ সা তচ্ছায়াবতীতি দুরাশামাত্রমেতৎ।

অনুবাদ

দণ্ডী এই প্রকার দ্রব্যের দণ্ডরূপ দ্রব্যের সহিত অভেদকে বিষয় করিয়া 'এইটী দণ্ডী' ইত্যাকার কল্পনাত্মক প্রতীতি হইয়া থাকে, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা অল্পবুদ্ধি। কারণ—'এইটী দণ্ড' এই কথা বলিলে দেবদত্তের প্রতীতি হয় না, কিন্তু 'দণ্ডী' এই কথা বলিলে দেবদত্তের প্রতীতি হয়। এবং সেইরূপ স্থলে পূর্ব্বেই প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের উপলব্ধি হয়। দণ্ড ইহার আছে, অতএব এই ব্যক্তি দণ্ডী। অতএব এই স্থলে বস্তুর স্বরূপ যাদৃশ, সেইভাবেই সেই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে, সুতরাং অভেদের আরোপ হইতেছে না। ক্রিয়াতে দুইটীই হয় না, অভিন্নে ভেদকল্পনা হয় না এবং ভিন্নেও অভেদ-কল্পনা হয় না। (এই কল্পনাদ্বয়ই উক্ত দুইটী শব্দের অর্থ।)

কারণ—ক্রিয়া ক্রিয়াবান্ হইতে বাস্তবিক ভিন্ন। এবং ক্রিয়া ভিন্নভাবেই গৃহীত হয়, কারণ 'চলিতেছে' ইত্যাদি জ্ঞানে ক্রিয়ার

স্বরূপের অবধারণ হয়। সেইজন্য ক্রিয়া, গুণ, দ্রব্য, নাম এবং জাতির দ্বারা বিশেষিত বিষয়ের গ্রাহক হওয়ায় সবিকল্পক-জ্ঞান অপ্রমাণ হয় না।

সবিকল্পক-জ্ঞান বিপর্য্যয় নহে এই কথা যে বলিয়াছ, তাহা আমাদের সুসহ, কিন্তু সবিকল্পক-জ্ঞান প্রমাণ নহে এই কথা সহ্য করিতে পারি না। কোন স্থলে সবিকল্পক-জ্ঞানের পক্ষে বাধক থাকিলে যদি সবিকল্পক-জ্ঞানমাত্রকে অপ্রমাণ বল, তাহা হইলে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ চন্দ্রদ্বৈতের বোধক হওয়ায় তাহাও অপ্রমাণ হোক। [অর্থাৎ চন্দ্রদ্বৈতবিষয়ে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ হওয়ায় সকল নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষই অপ্রমাণ হোক।] যে সকল সবিকল্পক-জ্ঞান কেবলমাত্র মনঃকল্পিত বিষয়গুলিকে লইয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অপ্রমাণ হোক, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই, কিন্তু যে সকল সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ যথাযথ বস্তুকে লইয়া প্রবৃত্ত, তাহারা কেন অপ্রমাণ হইবে?

এবং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষগুলি নির্ব্বিকল্পকের পর উৎপন্ন বলিয়া উহারা কোন বিষয়কে না লইয়া প্রবৃত্ত—এই কথাও বলিতে পার না, কারণ—বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না হইলে স্বতোনির্ম্মল জ্ঞানগুলির এইরূপ আকার [অর্থাৎ কল্পনাময়ত্ব] যুক্তিবিরুদ্ধ [অর্থাৎ যে সকল সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়াংশে কোন বাধা নাই, তাহারা অপ্রমাণ নহে]।

নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পশ্চাৎ উৎপত্তি সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের পক্ষে কি করিবে? [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়াংশে কোন কল্পনা (বিষয়স্বরূপের পরিবর্ত্তন) আনাইয়া দিবে না।] কারণ—নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পর কোন কোন স্থলে স্মৃতিও দেখা যায় [অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পশ্চাৎ উৎপন্ন জ্ঞানের যদি বিষয়াংশে পরিবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পর যথাযথভাবে স্মৃতি হইত না, স্মৃতিরও বিষয়াংশে পরিবর্ত্তন হইত]। এবং সেই স্মৃতি নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের সদৃশ নহে, [অর্থাৎ উহাদের বিষয়াংশে ঐক্য নাই] ইহা দুরাশামাত্র [অর্থাৎ ঐরূপ আশা করা অনুচিত]।

মূল

নম্ন নির্ব্বিকল্পকে নৈব বস্তুসর্ব্বস্বং গৃহীতম্। একস্যার্থস্বভাবস্যেতি বর্ণিতম্। প্রতিবিহিতমেতৎ, গৃহীতগ্রহণেঽপি প্রামাণ্যানপায়াৎ। কিঞ্চ কিং নির্ব্বিকল্পকেন গৃহ্যতে ইত্যেতদেব ন জানীমঃ।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারাই গ্রাহ্যবস্তুর স্বরূপটা সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে। একটামাত্র বস্তুস্বরূপের কোন ভাগটা নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হয় নাই, যাহার গ্রহণের জন্য সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের উপযোগিতা হইবে, এই কথা বর্ণনা করিয়াছি [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষমাত্রই গৃহীতগ্রাহী]। (উত্তর) ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি। কারণ—গৃহীতগ্রহণ করিলেও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যের ব্যাঘাত হয় না। আরও এক কথা, নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য কি? আমরা ইহাই বুঝিতেছি না।

মূল

ভবন্তো নির্ব্বিকল্পস্য বিষয়ং সম্প্রচক্ষতে।
সজাতীয়বিজাতীয়-পরাবৃত্তং স্বলক্ষণম্॥
মহাসামান্যমন্যে তু সত্তাং তদ্‌বিষয়ং বিদুঃ।
বাগ্রূপমপরে তত্ত্বং প্রমেয়ং তস্য মন্যতে॥
কেচিদ্ গুণক্রিয়াদ্রব্যজাতিভেদাদিরূষিতম্।
শবলং বস্তু মন্যন্তে নির্ব্বিকল্পক-গোচরম্॥
প্রত্যক্ষবিষয়েঽপ্যেতাশ্চিত্রং বিপ্রতিপত্তয়ঃ।
পরোক্ষার্থে হি বিমতিঃ প্রত্যক্ষেণোপশাম্যতি॥
প্রত্যক্ষে হি সমুৎপন্না বিমতিঃ কেন শাম্যতি।
ইদং ভাতি ন ভাতীতি সংবিদ্ বিপ্রতিপত্তিষু॥
পরপ্রত্যায়নে পুংসাং শরণং শপথোক্তয়ঃ।

ন তু শপথশরণা এব নিরুদ্যমমাস্মহে, মার্গান্তরেণাপি তৎ প্রমেয়ং নিশ্চিনুমঃ।

নির্ব্বিকল্পানুসারেণ সবিকল্পকসম্ভবাৎ।
গ্রাহ্যং তদানুগুণ্যেন নির্ব্বিকল্পস্য মন্মহে॥

তত্র ন তাবৎ সকলসজাতীয়বিজাতীয়ব্যাবৃত্তং * স্বলক্ষণং প্রত্যক্ষস্য বিষয়ঃ।

গৃহীতে নির্ব্বিকল্পেন ব্যাবৃত্তে হি স্বলক্ষণে।
অকস্মাদেব সামান্যবিকল্পোল্লসনং কথম্॥

নির্ব্বিকল্পানুসারেণ হি বিকল্পাঃ প্রাদুর্ভবিতুমর্হন্তি। অপি চ।

অনুবাদ

তোমরা সজাতীয় এবং বিজাতীয় হইতে ব্যাবৃত্ত স্বলক্ষণকে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া থাক। কিন্তু অন্যলোক সর্ব্বজাতি অপেক্ষায় অধিক-দেশবৃত্তি সত্তাকে তাহার বিষয় মনে করেন। (ইহা জৈন-সম্প্রদায়-বিশেষের মত।)

অপরে সৎ বাক্যকে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের প্রমেয় মনে করেন। [অর্থাৎ তাঁহাদের মতে অর্থকে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় বলা যায় না, কারণ—অর্থমাত্র সংজ্ঞাশব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ। সুতরাং অর্থমাত্রের প্রত্যক্ষই কল্পনাময়। সুতরাং তাঁহারা সৎ বাক্যকে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের প্রমেয় বলেন। বাক্যে অর্থের সংস্রব নাই, এবং সৎ বাক্যে কল্পনার সংস্রবও নাই। সুতরাং সৎ বাক্যের প্রত্যক্ষই নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ।] (ইহা ভর্তৃহরির মত, ইহা কেহ কেহ বলেন।) কেহ কেহ গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য এবং জাতি প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত বলিয়া বিচিত্র যথার্থ বস্তু নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা মনে করেন। (ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর মত।)

* সজাতীয়ব্যাবৃত্তিমিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

প্রত্যক্ষের বিষয় লইয়াও এই প্রকার মতভেদ আশ্চর্য্যজনক। কারণ—পরোক্ষের বিষয় লইয়া মতভেদ হইলে প্রত্যক্ষের দ্বারাই তাহার উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয় লইয়া মতভেদ হইলে তাহার উপশম কোন্ প্রমাণের দ্বারা হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে মঞ্জরীকার বলিতেছেন। এই বস্তুটী প্রতীয়মান হইতেছে, কিংবা প্রতীয়মান হইতেছে না এইরূপে প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি হইলে [অর্থাৎ উপলভ্যমান বস্তুর স্বরূপ লইয়া প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে মতভেদ হইলে] শপথোক্তি [অর্থাৎ কোন আপ্ত ব্যক্তির শপথপূর্ব্বক উক্তি] বিপ্রতিপন্ন পরকে বুঝাইবার উপায়। কিন্তু আমরা শপথের শরণাগত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে থাকি না। অন্য উপায়ের দ্বারাও নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের কি প্রমেয় তাহা স্থির করিয়া থাকি। সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের অনুগামী বলিয়া সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের আনুকূল্য করিবার জন্য নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য আমরা মনে করিয়া থাকি [অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের যেরূপ গ্রাহ্য বলিলে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের আনুকূল্য হয়, আমরা নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য সেরূপ এইকথা বলিয়া থাকি]। সেইপক্ষে সর্ব্ববিধ সজাতীয় এবং বিজাতীয় হইতে ব্যাবৃত্ত স্বলক্ষণটী নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য হয় না। কারণ—ব্যাবৃত্ত স্বলক্ষণটী নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হইবার পর অকারণ কেমন করিয়া সামান্যগ্রাহী সবিকল্পকের উৎপত্তি হয়? কারণ—সবিকল্পক-প্রত্যক্ষগুলির নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের অনুসরণ করিয়া উৎপত্তি হওয়া উচিত [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ এবং নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়গত সম্পূর্ণ বৈষম্য হওয়া উচিত নহে]। আরও এক কথা—

মূল

বিজাতীয়-পরাবৃত্তিবিষয়া যত্তকল্পনা।*
ব্যাবৃত্তিরূপং সামান্যং গৃহীতং হন্ত দর্শনৈঃ॥

* যদি কল্পনেতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

ব্যাবৃত্তান্নন্যু নৈবান্যা ব্যাবৃত্তিঃ পরমার্থতঃ।
*ব্যাবৃত্ত গ্রহণেনৈবং সুতরাং তদ্‌গ্রহো ভবেৎ॥
সামান্যগ্রহণেঽপ্যেবং তদ্‌ব্যাপারবিকল্পনাৎ।
স্বলক্ষণপরিচ্ছেদনিষ্ঠং তন্নাবতিষ্ঠতে॥

নাপি সত্তাদ্বৈতবাদিসম্মতসত্তাখ্যো নির্ব্বিকল্পকস্য† বিষয়ো যুক্তঃ।

সত্তাগ্রহণপক্ষেঽপি বিশেষাবগতিঃ কুতঃ।
স ভাতি ভেদা‡স্পৃষ্টা চেৎ সিদ্ধমদ্বৈত-দর্শনম্॥
ন চ ভেদং বিনা সত্তা গ্রহীতুমপি শক্যতে।
নাবিদ্যামাত্রমেবেদমিতি চ স্থাপয়িষ্যতে॥
বাক্তত্ত্বপ্রতিভাসোঽপি প্রতিক্ষিপ্তোঽনয়া দিশা।
কথঞ্চ চাক্ষুষে জ্ঞানে বাক্তত্ত্বমেব ভাসতে॥
অগৃহীতে তু সম্বন্ধে গৃহীতে বাপি বিস্মৃতে।
অপ্রবুদ্ধেঽপি সংস্কারে বাচকাবগতিঃ কুতঃ॥
চিত্রতাপি পৃথগ্‌ ভূতৈর্ধর্ম্মৈস্তৎসমবায়িভিঃ।
জাত্যাদিভির্যদীষ্যেত ধর্ম্মিণঃ কামমস্তু সা॥

অনুবাদ

যদি সজাতীয় এবং বিজাতীয়ের ব্যাবর্ত্তন কল্পনাভিন্নজ্ঞাননির্ব্বিকল্পকের বিষয় হয় এই কথা বল, তাহা হইলে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষেরও ইতরব্যাবৃত্তি-স্বরূপ* সামান্য বিষয় হয় এই কথা বলিব, তাহা তোমাদের পক্ষে দুঃসংবাদ। ব্যাবৃত্তি এবং ব্যাবৃত্ত ইহারা বাস্তবিকই ভিন্ন নহে। অতএব ব্যাবৃত্তের গ্রহণের দ্বারাই ব্যাবৃত্তি-গ্রহণ (জ্ঞান) হইতে পারে। [অর্থাৎ স্বলক্ষণ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়, স্বলক্ষণটী সজাতীয় বিজাতীয়

* ব্যাবৃত্তগ্রহণেনৈবেতি পাঠো মনোজ্ঞঃ।
† নির্ব্বিকল্পস্যেতি পাঠো ন সমীচীনঃ।
‡ ভেদস্পৃষ্টেত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

ব্যাবৃত্ত পদার্থ। সুতরাং সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবৃত্তিও নির্ব্বিকল্পকের বিষয়। তদ্রূপ সামান্যও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়, সামান্য সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবৃত্ত-পদার্থ, সুতরাং ইতরব্যাবৃত্তিও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় এবং ইতরব্যাবৃত্তি নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষও প্রমাণ হইবে না কেন? এবং ব্যাবৃত্তি যদি কল্পিত হইত তাহা হইলে ব্যাবৃত্তি নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইত না। সুতরাং ব্যাবৃত্তি কল্পিত নহে, উহা ব্যাবৃত্তেরই স্বরূপ ইহা তোমাদের মত ইহা বলিতে হইবে, আমরাও ব্যাবৃত্তিকে কল্পিত বলি না, সেই ব্যাবৃত্তিকে লইয়া যখন সবিকল্পক-প্রত্যক্ষও প্রবৃত্ত, তখন তাহা অপ্রমাণ হইবে কেন? এবং ব্যাবৃত্ত ও ব্যাবৃত্তির যখন অভেদ, তখন অকল্পিত ব্যাবৃত্তি হইতে ব্যাবৃত্তের অভেদবশতঃ ব্যাবৃত্তও অকল্পিত।] এবং সামান্যবিষয়ক সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের কার্য্য, সেই জন্যও স্বলক্ষণ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। [অর্থাৎ স্বলক্ষণকে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় বলিলে এবং সামান্যকে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় বলিলে উক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের বিষয়ভেদনিবন্ধন সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের কার্য্য হইতে পারে না] একমাত্র সত্তার নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষবিষয়ত্ববাদীর সম্মত সত্তাও নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না।

একমাত্র সত্তাই যদি নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা হইলেও সত্তার ব্যাপ্য জাতির (পৃথিবীত্ব প্রভৃতির) প্রত্যক্ষ কেমন করিয়া হয়, একমাত্র সত্তাই যদি নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু যদি নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় না হয়? [অর্থাৎ সত্তা যদি অকল্পিত বলিয়া নির্ব্বিকল্পকের বিষয় হয়, অন্যান্য বস্তু কল্পিত বলিয়া তাহার বিষয় না হয়] তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর দর্শন সিদ্ধ হইয়া পড়ে (অদ্বৈতবাদীর মতে একমাত্র সৎপদার্থ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ব্রহ্মই সৎপদার্থ এবং সত্তা ও সৎ একই পদার্থ)। পক্ষান্তরে ব্যাপ্য জাতির প্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্তার প্রত্যক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। এবং এইরূপ জ্ঞান অবিদ্যাজন্য নহে, ইহা প্রমাণিত করিব। যে মতে বাক্তত্ব

নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, সেই মতটী এই উপায়ে (কথিত উপায়ে) নিরস্ত হইয়াছে। [অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় এবং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় অন্য, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় এক হওয়া উচিত] এবং চাক্ষুষ জ্ঞানে ব্যক্তিত্ব কেমন করিয়া বিষয় হয়? কিন্তু শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ পূর্ব্বে গৃহীত না হইলে কিংবা সম্বন্ধ গৃহীত হইলেও বিস্মৃত হইলে এবং সম্বন্ধ-বিষয়ক সংস্কার উদবোধিত না হইলে [অর্থাৎ সম্বন্ধ-বিষয়ক সংস্কারের উদ্‌বোধ না হওয়ায় সম্বন্ধটা স্মৃতিপথে না আসিলে] বাচকশব্দের (সংজ্ঞা-শব্দের) জ্ঞান কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? যদি সমবেত বিভিন্ন ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মীর বৈচিত্র্য তোমাদের অভীষ্ট হয়, তাহা হোক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

মূল

তদাত্মকতা তু নৈকস্য নিত্যং তত্ত্বানুপগ্রহাৎ।
অংশনিষ্কর্ষপক্ষে তু ধর্ম্মভেদো বলাদ্ ভবেৎ॥
যস্য যত্র যদোদ্ভূতিজিঘৃক্ষা চেতি কথ্যতে।
তদাত্মকত্বং ধর্ম্মাণামুচ্যতে চেত্যসঙ্গতম্॥
* দেশাভেদস্তু ধর্ম্মাণামস্মাভিরপি নেষ্যতে।
ধর্ম্মী হি তেষামাধারো ন পুনঃ স তদাত্মকঃ॥
তস্মাদ্ য এব বস্ত্বাত্মা সবিকল্পস্য গোচরঃ।
স এব নির্ব্বিকল্পস্য শব্দোল্লেখবিবর্জ্জিতঃ॥
কিমাত্মকোঽসাবিতি চেদ্ যদ্ যদা প্রতিভাসতে।
বস্তুপ্রমিতয়শ্চৈব প্রষ্টব্যা ন তু বাদিনঃ॥
ক্বচিদ্ জাতিঃ ক্বচিদ দ্রব্যং ক্বচিৎ কর্ম্ম ক্বচিদ্ গুণঃ।
যদেব সবিকল্পেন তদেবানেন গৃহ্যতে॥
ইহ শব্দানুসন্ধানমাত্রমভ্যধিকং পরম্।
বিষয়ে ন তু ভেদোঽস্তি সবিকল্পাবিকল্পয়োঃ॥

* দেশাভেদস্ত ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন শোভনঃ।

অতঃ শব্দানুসন্ধানবন্ধ্যামঅননুবন্ধি বা * ।
জাত্যাদিবিষয়গ্রাহি সর্ব্বং প্রত্যক্ষমিষ্যতে ॥
তস্মাদ্ যৎ কল্পনাপোঢ়পদং প্রত্যক্ষলক্ষণে ।
ভিক্ষুণা পঠিতং তস্য ব্যবচ্ছেদ্যং ন বিদ্যতে ॥

অনুবাদ

একের সেই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মের সহিত অভেদ অনুচিত, কারণ—নিয়ত [অর্থাৎ কোন সময়ে] ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ গৃহীত হয় না। কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি-সহকারে ধর্ম্মগুলির প্রতি প্রণিধান করিলে ধর্ম্মধর্ম্মীর ভেদ প্রমাণিত হইতে পারে।

যে স্থানে যাহার যে সময়ে উৎপত্তি বা জ্ঞানের ইচ্ছা বর্ণিত হয় সেই ধর্ম্মীর সহিত (সেই সকল) ধর্ম্মের সেই সময়ে অভেদ-কথন অসঙ্গত। [অর্থাৎ ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ হইলে ধর্ম্মীর উৎপত্তির পর ধর্ম্মের উৎপত্তির কথা বা ধর্ম্মী গৃহীত হইবার পর তদ্গত ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা অসঙ্গত হয়। একই বস্তুর দুই বার উৎপত্তি হয় না, বা জ্ঞাতব্যের জ্ঞান পূর্ব্বে হইলে পুনরায় তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয় না, ইচ্ছার বিষয়সিদ্ধি ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়] কিন্তু আমরাও ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ স্বীকার করি না। কারণ—যাহা ধর্ম্মী তাহা ধর্ম্মের আশ্রয়, কিন্তু সেই ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে অভিন্ন হয় না। সেই জন্য যে বস্তুটী সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের গোচর হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের গোচর হয়। [অর্থাৎ ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ হইলে ধর্ম্মকে নির্ব্বি-কল্পকের বিষয় এবং ধর্ম্মীকে সবিকল্পের বিষয় বলিলে চলিত, তাহাতেও বিষয়গত বৈষম্য হইত না। কারণ—ধর্ম্ম ধর্ম্মী এক—আমরা এই কথা বলিতে পারি না] নির্ব্বিকল্পক সবিকল্পকের বিষয়গত বৈষম্য না হইলেও স্বরূপগত বৈষম্য আছে। নির্ব্বিকল্পক সংজ্ঞাশব্দের স্মৃতিপূর্ব্বক নহে। (কিন্তু সবিকল্পক সংজ্ঞাশব্দের স্মৃতিপূর্ব্বক) যে সময়ে যাহা প্রতীয়মান

* অননুবন্ধি বেতি পাঠঃ সঙ্গচ্ছতে, অন্যথা বৈকল্পিকার্থকবাশব্দপ্রয়োগানর্থক্যাপত্তেঃ। তদনুবন্ধি বেত্যাদর্শ-পুস্তক-পাঠস্তু ন শোভনঃ।

হয়, ঐ বস্তুটির স্বরূপ কীদৃশ ? [অর্থাৎ ঐ বস্তুটী ধর্ম্ম হইতে অভিন্ন-ভাবে প্রতীয়মান হয় না ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয় ?] এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, এই বিষয়ে বস্তুবিষয়ক জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। তোমাদের মতের বিরোধীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে। [অর্থাৎ যে বিরোধী সে ত অবশ্যই বলিবে যে, ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু বিরোধীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজ নিজ অনুভবের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে ভিন্নভাবেই প্রতীয়মান হয়।

কারণ—ধর্ম্ম-ধর্ম্মীকে একত্র করিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা বিশিষ্ট-জ্ঞান, উক্ত বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণজ্ঞান কারণ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-ধর্ম্মী যদি অভিন্ন হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মরূপ বিশেষণ ধর্ম্মী হইতে অভিন্ন হওয়ায় উক্ত বিশেষণের জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি কারণ হইত না। কারণ—নিজের জ্ঞান নিজের জ্ঞানের প্রতি কারণ হয় না।]

কোন স্থলে জাতি, কোন স্থলে দ্রব্য, কোন স্থলে ক্রিয়া বা কোন স্থলে গুণ যাহাই সবিকল্পের বিষয় হয়, তাহাই এই নির্ব্বিকল্পের বিষয় হইয়া থাকে। এই সবিকল্পস্থলে একমাত্র সংজ্ঞাশব্দের স্মরণ অধিক কার্য্য, [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে সংজ্ঞাশব্দের স্মরণ হয়, কিন্তু নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে উক্ত শব্দের স্মরণ হয় না, এইমাত্র উভয়ের প্রভেদ] কিন্তু সবিকল্পক এবং নির্ব্বিকল্পকের বিষয়গত কোন প্রভেদ থাকে না। অতএব সকল প্রত্যক্ষই [অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ এবং নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ সকলই] জাতিপ্রভৃতিবিষয়ের গ্রাহক বলিয়া আমাদের অনুমোদিত, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ সংজ্ঞাশব্দের স্মৃতি-পূর্ব্বক কেহ বা সংজ্ঞাশব্দের স্মৃতিপূর্ব্বক নহে। (এইমাত্র তাহাদের বৈষম্য। নব্য-নৈয়ায়িক বিশ্বনাথপ্রভৃতির মতে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ জাতি এবং জাতিমানের বৈশিষ্ট্যকে বিষয় করিয়া প্রবৃত্ত নহে। কিন্তু সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ উহাদের বৈশিষ্ট্যকে বিষয় করিয়া প্রবৃত্ত। সুতরাং তাঁহাদের মতে নির্ব্বিকল্পক এবং সবিকল্পকের বিষয়গত বৈষম্য আছে। কিন্তু জয়ন্তের মতে তাহাদের বিষয়গত বৈষম্য নাই। সবিকল্পক-জ্ঞানটী

বিশিষ্টবুদ্ধি হইলেও বৈশিষ্ট্য তাহার বিষয় নহে। বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞান কারণ, সবিকল্পক-বুদ্ধির পূর্ব্বে বিশেষণজ্ঞান ও সংজ্ঞাশব্দের স্মরণ হওয়ায় সবিকল্পক-বুদ্ধি নির্ব্বিকল্পক অপেক্ষা বিলক্ষণভাবে উৎপন্ন হয়। ইহাই জয়ন্তের মত।)

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, বৌদ্ধভিক্ষু প্রত্যক্ষের লক্ষণে যে 'কল্পনাপোঢ়' এই পদটার প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই পদটার ব্যাবর্ত্তনীয় কিছুই নাই।

মূল

অভ্রান্তপদস্যাপি ব্যাবর্ত্ত্যং ন কিঞ্চন তন্মতেন পশ্যামঃ। নমু তিমিরা-শুভ্রমণনৌযানসংক্ষোভাদ্যাহিতবিভ্রমস্য * দ্বিচন্দ্রালাতচক্রচলৎ-পাদপাদি দর্শনমপোহমস্য পরৈরুক্তম্।

সত্যমুক্তম্, অযুক্তন্তু তৎ, কল্পনাপোঢ়পদেনৈব তদ্ব্যুদাসসিদ্ধেঃ। তত্রাপ নির্ব্বিকল্পকং জ্ঞানমেকচন্দ্রাদিবিষয়মেব, বিকল্পান্তু বিপরীতাকারগ্রাহিণো ভবন্তি, যথা মরীচিগ্রাহিণি নির্ব্বিকল্পকে সলিলাবসায়ী বিকল্প ইতি। নমু তিমিরেণ দ্বিধাকৃতং চক্ষুরেকতয়া ন শক্নোতি শশিনং গ্রহীতুমিতি নির্ব্বিকল্পকমপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানম্। যদ্যেবং তরঙ্গাদিসাদৃশ্যকবিতমুষরে মরীচিচক্রং চক্ষুষা পরিচ্ছেত্তুমশক্যমিতি তত্রাপি নির্ব্বিকল্পকমুদকগ্রাহি বিজ্ঞানং কিমিতি নেষ্যতে। অভ্যুপগমে বা সদসৎকল্পনোৎপাতাদিকৃত-প্রমাণেতরব্যবহারো ন স্যাৎ। অপিচ ন বাধকোপনিপাতমন্তরেণ ভ্রান্ততাৎবকল্পতে জ্ঞানানাম্, ন চ ক্ষণিকবাদিমতে বাধ্যবাধকভাবো বুদ্ধীনামুপপদ্যতে ইত্যলং বিমর্দ্দেন।

ইতি সুনিপুণবুদ্ধির্লক্ষণং বক্তুকামঃ
পদযুগলমপীদং নির্ম্মমে নানবদ্যম্।

* দ্বিভ্রমমিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন শোভনঃ।

ভবতু মতিমহিম্নশ্চেষ্টিতং দৃষ্টমেতজ্-
জগদভিভবধীরং ধীমতো ধর্ম্মকীর্ত্তেঃ ॥

শ্রোত্রাদিবৃত্তিরপরৈরবিকল্পিকেতি
প্রত্যক্ষলক্ষণমবর্ণিতদপ্যপাস্তম্।
সাম্যান্নয়শ্চ* ন চ সিধ্যতি বুদ্ধিবৃত্ত্যা
দ্রষ্টৃত্বমাত্মন ইতি প্রতিপাদিতং প্রাক্।

অনুবাদ

(প্রত্যক্ষলক্ষণে) 'অভ্রান্ত' এই পদটীর দ্বারা কাহার ব্যাবর্ত্তন সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাহার মতে (বৌদ্ধমতে) দেখিতেছি না। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তির তিমিররোগে বুদ্ধিবিকার ঘটিয়াছে, বা যাহার সত্বর-অলাতভ্রমণজন্য বুদ্ধিবিকার ঘটিয়াছে, অথবা যাহার নৌকাযানের সত্বরগতিবিশেষপ্রভৃতির দ্বারা বুদ্ধিবিকার ঘটিয়াছে, সেই সেই ব্যক্তির দ্বি-চন্দ্রদর্শন, অলাতচক্রের দর্শন এবং চলন্ত বৃক্ষের দর্শন (ভ্রমাত্মক) হয়। ঐ সকল ভ্রমাত্মক দর্শনগুলি ইহার (অভ্রান্ত পদের) ব্যাবর্ত্ত্য, ইহা অপরে বলিয়াছেন। এই কথা তাঁহারা সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ—'কল্পনাপোঢ়' এই পদের দ্বারাই তাহার (সেই ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষের) ব্যাবর্ত্তন সিদ্ধ হইতে পারে। সেই স্থলেও [অর্থাৎ সবিকল্পক যথোক্ত ভ্রমস্থলেও] নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানটী একচন্দ্র প্রভৃতি বিষয়কে লইয়া [অর্থাৎ অবাধিত বিষয়কে লইয়া] প্রবৃত্ত হয়, [অর্থাৎ অকল্পিত অথচ বাধিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত হয় না, যদি এইভাবে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে 'অভ্রান্ত' এই পদের ব্যাবর্ত্তনীয় স্থল তাহা হইত]।

কিন্তু বিকল্পভূত ভ্রমজ্ঞানগুলি বিপরীতাকারকে গ্রহণ করে। [অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান কখনও ভ্রমাত্মক হয় না, পরন্তু সবিকল্পক-জ্ঞানই ভ্রমাত্মক হয়] ইহার দৃষ্টান্ত—নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান মরীচিরূপ

* সাম্যান্ন বর্ত্মেতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হইবার পর সবিকল্পক-জ্ঞান সলিলরূপ বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাই আমাদের মত।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, তিমির-রোগের দ্বারা চক্ষু বিভক্ত হওয়ায় চন্দ্রকে এক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, সুতরাং নির্ব্বিকল্পকও দ্বিচন্দ্রকেই বিষয় করিয়া হইয়া থাকে। [অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পকের পূর্ব্বে চক্ষুঃ তিমিররোগাক্রান্ত, এবং তিমির-রোগে চক্ষুর বিভাগ ঘটায় ঐ বিভক্ত চক্ষু একটা বিষয়কে দুইটা করিয়া প্রকাশ করে। ঐরূপভাবে প্রকাশ করাও তিমির-রোগের কার্য্য।

সুতরাং ঐরূপ রোগাক্রান্ত চক্ষুঃ নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষই উৎপন্ন করুক, বা সবিকল্পক-প্রত্যক্ষই উৎপন্ন করুক, কোন প্রত্যক্ষই একটীমাত্র গ্রাহ্য বস্তুকে এক বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবে না, পরন্তু দুই বলিয়াই প্রকাশ করিবে, সুতরাং নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানও ভ্রমাত্মক হইতে পারিবে। তাদৃশ নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান কল্পনাপোঢ়, অতএব তাদৃশ নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনের জন্যই অভ্রান্ত পদের সার্থকতা।] এই কথা যদি বল, [অর্থাৎ এক স্থলে যদি নির্ব্বিকল্পকের ভ্রমরূপতা স্বীকার কর] তাহা হইলে ক্ষারভূমিতে পতিত তরঙ্গাদিসদৃশ কিরণসমষ্টিকে সূর্য্যকিরণসমষ্টি বলিয়া নিশ্চয় করা অসম্ভব বিধায় সেই স্থলেও নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানকে জলগ্রাহক বল না কেন? [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দোষও যেরূপ ভ্রমের কারণ, তদ্রূপ বিষয়দোষও ভ্রমের কারণ, নির্ব্বিকল্পক-কালে বিষয়দোষ থাকে না, কিন্তু সবিকল্পক-কালে বিষয়-দোষ থাকে—ইহা ঠিক কথা নহে। কথিত স্থলে তরঙ্গাদিসাদৃশ্যরূপ বিষয়দোষ থাকায় নির্ব্বিকল্পক ও পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রমাত্মক হইবে।]

পক্ষান্তরে যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে (নির্ব্বিকল্পক-স্থলে) সৎ কল্পনার এবং (সবিকল্পক-স্থলে) অসৎ কল্পনার সঙ্ঘটনাদি-নিবন্ধন (নির্ব্বিকল্পক-স্থলমাত্রে) প্রমাণব্যবহার এবং (সবিকল্পক-স্থলমাত্রে) অপ্রমাণব্যবহার হইতে পারে না। আরও এক কথা, যতক্ষণ বাধক নিশ্চয় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের ভ্রমত্ব উপপন্ন হয় না। কিন্তু ক্ষণিকবাদীর মতে জ্ঞানগুলির বাধ্যবাধকভাব যুক্তিসঙ্গত নহে। [অর্থাৎ ক্ষণিকত্বনিবন্ধন বাধ্য জ্ঞানের অনমুসন্ধান-বশতঃ বাধক-জ্ঞান

উত্থাপিত হইতে পারে না] অতএব বৌদ্ধদিগকে অধিকতরভাবে অপমানিত করিবার প্রয়োজন নাই।

সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিতে ইচ্ছুক হইয়া এই দুইটী পদও নির্দ্দোষভাবে প্রযুক্ত করিতে পারেন নাই। [অর্থাৎ অন্যান্য লক্ষণকর্ত্তা লক্ষণে বহুপদের সন্নিবেশ করিয়া থাকেন, এবং সেই পদগুলি নির্দ্দোষ হয়, কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তির বুদ্ধি এরূপ সুতীক্ষ্ণ, যে তিনি প্রত্যক্ষের লক্ষণে দুইটীমাত্র পদের সন্নিবেশ করিতে গিয়াও নির্দ্দোষভাবে করিতে পারেন নাই।] তবে বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের চেষ্টা হ'য়ে থাকে হোক। (তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই।) কিন্তু বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মকীর্ত্তির পরাভববশতঃ সমস্ত দেশ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা দেখা গিয়াছে।

অপরে (বার্ষগণ্য) শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিভূত আলোচনমাত্রকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যুক্তির তুল্যতানিবন্ধন [অর্থাৎ যে যুক্তির বশে (ভ্রমে অতিব্যাপ্তির জন্য) বৌদ্ধদের নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল না, সেই যুক্তির বশে] তাহাও নিরাকৃত হইয়াছে। [অর্থাৎ সংশয় প্রভৃতি জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া বার্ষগণ্য* সম্মত প্রত্যক্ষ-লক্ষণও দুষ্ট] এবং (প্রমাণভূত ঐ) বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা আত্মার দ্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হয় না, এই কথা পূর্ব্বে (প্রমাণের আলোচনা-প্রসঙ্গে) বিবৃত করিয়াছি। [অর্থাৎ জ্ঞান, অধ্যবসায় (নিশ্চয়) যাহার ব্যাপার, অর্থদর্শন তাহার ফল নহে, (অর্থদর্শনরূপ ফল তাহাতে থাকে না) কারণ—তাহা মহত্তত্ত্ব-নামক অচেতন বস্তু বা ইন্দ্রিয়রূপ অচেতন বস্তু। অর্থদর্শনরূপ ফল যাহাতে থাকে, তাহা আত্মা, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ প্রমাণ তাহাতে থাকে না। অতএব প্রমাণ ও ফলের বৈয়ধিকরণ্যবশতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ ও ফলের সামানাধিকরণ্যই যুক্তিসঙ্গত। এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।]

* বার্ষগণ্য একজন সাংখ্যমতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিত।

মূল

সৎসম্প্রযোগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎ প্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাদিত্যেতৎ সূত্রং* জৈমিনীয়ৈঃ সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষলক্ষণপরত্বেন ন ব্যাখ্যাতম্। চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ† ইতি প্রকৃতপ্রতিজ্ঞাসঙ্গত্যভাবাদপিতু ধর্ম্মং প্রতি প্রত্যক্ষমনিমিত্তমেবংলক্ষণকত্বাদিত্যনুবাদত্বং লক্ষণস্যাপি সম্ভবেদিতি তদেতল্লক্ষণবর্ণনে সূত্রযোজনমসমীচীনম্। অতিব্যাপ্তিদোষানতিবৃত্তেশ্চ। ‡

তথাহীন্দ্রিয়াণাং সৎসম্প্রয়োগে সতি পুরুষস্য জায়মানা বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষমিতি সূত্রার্থঃ। তথাচাতিব্যাপ্তিঃ, সংশয়বিপর্য্যয়বুদ্ধ্যোরপি ইন্দ্রিয়সংযোগজত্বেন প্রত্যক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। অথ সৎসম্প্রযোগ ইতি সতাং সম্প্রযোগ ইতি ব্যাখ্যায়তে, তথাপি নিরালম্বনবিভ্রমা এবার্থনিরপেক্ষজন্মানো নিরস্তা ভবেয়ুর্ন সাবলম্বনৌ সংশয়বিপর্য্যয়ৌ। অথ সতি সম্প্রযোগে ইতি সৎসপ্তমীপক্ষ এব ন ত্যজ্যতে, সংশয়বিপর্য্যয়চ্ছেদী চ সম্প্রযোগ ইত্যুপসর্গো বর্ণ্যতে, যথোক্তম্—

> 'সম্যগর্থে চ সংশব্দো দুষ্প্রয়োগনিবারণঃ'।
> 'দুষ্টত্বাচ্ছুক্তিকাযোগো বার্য্যতে রজতেক্ষণাৎ।' §

তথাপি প্রয়োগসম্যক্ত্বস্যাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষানবগম্যত্বাৎ কার্য্যতো ঽবগতির্বক্তব্যা। কার্য্যঞ্চ জ্ঞানং ন চ তৎ অবিশেষিতমেব প্রয়োগস্য সম্যক্ত্বমবগময়তি।

* জৈমিনিসূত্রম্, অ. ১ পা. ১ সূ. ৪।

† জৈমিনিসূত্রম্, অ. ১ পা. ১ সূ. ২।

‡ দোষানতিবৃত্তেরিতি পাঠো ন শোভনঃ।

§ শ্লোকবার্ত্তিকে সূ. ৪ শ্লো. ৩৮, ৩৯। ৩৮ শ্লোকস্য ২য়-পাদঃ, ৩৯ শ্লোকস্য ১ম-পাদঃ। বিভিন্ন-শ্লোকস্য বিভিন্নপাদদ্বয়মেকীকৃত্য অত্রোক্তম্। অক্ষরেক্ষণাদিতিপাঠাপেক্ষয়া রজতেক্ষণাদিতি পাঠঃ সমীচীনতয়া প্রতিভাতি মে।

অনুবাদ

বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে জ্ঞাতার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। সেই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের পক্ষে, প্রমাণ নহে, কারণ—প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান বিষয়েরই গ্রাহক হইয়া থাকে। [অর্থাৎ 'অশ্বমেধেন যজেত' ইত্যাদি প্রবর্ত্তকবাক্যশ্রবণের পর যে ধর্ম্মের জ্ঞান হয়, সেই ধর্ম্মটি তৎকালে অবর্ত্তমান, সুতরাং প্রত্যক্ষ তাহার প্রতি প্রমাণ হইতে পারে না।] জৈমিনি ঋষির অনুগামী শবরস্বামি-প্রভৃতি মহাত্মগণ এই সূত্রটীর সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষলক্ষণেই তাৎপর্য্য এই বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। কারণ—ধর্ম্ম পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয়, 'চোদনা*লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ' [অর্থাৎ যাহার পক্ষে বিধিবাক্য প্রমাণ সেই ধর্ম্মের লক্ষণ হইতেছে যাহা সত্য হইয়া সুখ অপেক্ষা অধিক দুঃখের জনক হয় না, তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপ ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়া সূত্রকার ধর্ম্মেরই প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু সহসা অপ্রস্তাবিত প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে প্রকৃতবিষয়িণী [অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়িণী] প্রতিজ্ঞার অসঙ্গতি হয়। [অর্থাৎ পূর্ব্বে যদি প্রত্যক্ষ প্রতিজ্ঞাত বিষয় হইত, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ-নির্ব্বাচন সঙ্গত হইত। অতএব প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা অনধিকারচর্চ্চাতুল্য] আরও এক কথা, ধর্ম্মের প্রতি প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ এইরূপভাবে ধর্ম্মের পক্ষে প্রত্যক্ষ উত্থাপিত হওয়ার পর প্রত্যক্ষলক্ষণ করায় প্রত্যক্ষলক্ষণটিও অনুবাদস্বরূপ হইতে পারে। সুতরাং ধর্ম্মের লক্ষণবর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রত্যক্ষসূত্রের যোজনা অসঙ্গত। এবং অসঙ্গতির আরও কারণ এই যে, এইরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিলে অতিব্যাপ্তি-দোষের বারণ হয় না। অতিব্যাপ্তি-দোষ কেন হয়, তাহা দেখাইতেছেন। বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে জ্ঞাতার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ, ইহাই প্রত্যক্ষসূত্রের

* প্রবর্ত্তক শব্দের নাম চোদনা। ধর্ম্মের পক্ষে প্রমাণবিপ্রতিপত্তি থাকায় সেই বিপ্রতিপত্তি-নিরাসের উদ্দেশ্যে 'চোদনালক্ষণ' এই অংশ দেওয়া হইয়াছে। বিধিবাক্য যাহার জ্ঞানের করণ ইহাই 'চোদনালক্ষণ' এই বাক্যের অর্থ। 'অর্থ' এই শব্দের দ্বারা ধর্ম্মের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে।

অর্থ। তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি হইল। কারণ— সংশয় এবং ভ্রমেরও ইন্দ্রিয়সংযোগজত্ব-নিবন্ধন প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। যদি বল যে, (প্রত্যক্ষসূত্রঘটক) 'সৎসম্প্রয়োগ' এই শব্দটার সতের যোগ, অসতের নহে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলেও যে ভ্রমগুলি অর্থজন্য নহে তাহারা নিরালম্বন, তাহাদেরই ব্যাবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু সংশয় বিপর্য্যয়ের ব্যাবর্ত্তন হইতে পারে না, কারণ তাহারা সালম্বন [অর্থাৎ অর্থজন্য]। যদি বল যে, সম্প্রয়োগ হইলে এইরূপ ব্যাখ্যা করায় সতিসপ্তমী-পক্ষ পরিত্যক্ত হয় না, এবং উক্তসম্প্রয়োগটা সংশয় এবং বিপর্য্যয়ের ব্যাবর্ত্তক, এই অভিপ্রায়ে 'সম্' এই উপসর্গের বর্ণনা করা হয়। [অর্থাৎ 'সম্' এই উপসর্গের দ্বারা ঐরূপ তাৎপর্য্যই বর্ণিত হইতেছে] ঐ কথাই কেহ বলিয়াছেন। সম্যক্ অর্থেই সম্ এই উপসর্গ শব্দটি প্রযুক্ত হয়, ঐ 'সম্' শব্দটি দুষ্টযোগের ব্যাবর্ত্তক হইতেছে। [অর্থাৎ 'সম্' এই শব্দটি যে শব্দের সহিত অন্বিত হয়, সেই শব্দটির অর্থ দোষশূন্য এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। এই স্থলে প্রয়োগ শব্দের সহিত 'সম্' এই উপসর্গের যোগ থাকায় ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগটি দোষশূন্য এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং সংশয়বিপর্য্যয়স্থলে ইন্দ্রিয়দোষ বা বিষয়-দোষ থাকায় ঐ যোগটিও দুষ্ট, সম্প্রয়োগ শব্দটী তাহার ব্যাবর্ত্তক। সুতরাং সংশয় বিপর্য্যয়ে অতিব্যাপ্তি হইবে না] শুক্তিকাতে রজতের দৃষ্টি হয় বলিয়া শুক্তিকার সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ দুষ্ট, দুষ্ট বলিয়াই তাহার ব্যাবর্ত্তন হইতেছে। [অর্থাৎ 'সম্' এই উপসর্গের যোগে দুষ্টযোগ নিবারণ-দ্বারা সম্যক্ জ্ঞানের উৎপাদক যোগ এইরূপ অর্থের লাভ হইতেছে।* সম্ উপসর্গের যোগ ঐরূপ অর্থ হইলেও (তথাকথিত) নির্দ্দোষ সংযোগ অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না,

* ইহা বলিলে প্রত্যক্ষ-প্রমিতির লক্ষণ প্রত্যক্ষ-প্রমিতি-ঘটিত হওয়ায় আত্মাশ্রয় দোষের প্রসক্তি হয়। মঞ্জরীকার এই কথা কেন আলোচনা করিলেন না, বুঝিলাম না। এই স্থলে কুমারিল উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধের দ্বারা বলিয়াছেন, 'এবং সত্যানুবাদত্বং লক্ষণস্যাপি সম্ভবেৎ।' এইরূপ করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে প্রত্যক্ষলক্ষণটী অনুবাদস্বরূপ ইহা সম্ভবপর হয়।

সুতরাং কার্য্যের দ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে। এবং জ্ঞানই ঐ কার্য্য এবং নির্ব্বিশেষিত জ্ঞান বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগের নির্দ্দোষত্বের বোধক হয় না। [অর্থাৎ জ্ঞানসামান্য তথাকথিত নির্দ্দোষত্বের বোধক হয় না, পরন্তু জ্ঞানবিশেষ তাহার বোধক হয়]।

মূল

নচ তদ্বিশেষণপরমিহ পদমপ্যক্ষরমপি মাত্রামাত্রমপি বা সূত্রে পশ্যামঃ। সতাং প্রয়োগ ইতি চ পরং নিরালম্বনবিজ্ঞাননিবৃত্তয়ে বর্ণিতম্। সতীতি তু সপ্তম্যৈব গতার্থত্বাদনর্থম্। লোকত এব কার্য্যবিশেষাবগমাৎ প্রয়োগ-সম্যক্ত্বমবগমিষ্যাম ইতি চেৎ, লোকত এব প্রত্যক্ষস্য সিদ্ধত্বাৎ কিং তল্লক্ষণে সূত্রসামর্থ্যযোজনাক্লেশেন।

যদপ্যত্রভবান্ বৃত্তিকারঃ প্রাহ (যদ্ ব্যভিচারি ন তৎ প্রত্যক্ষম্, * সৎ-প্রত্যক্ষং যদ্বিষয়ং জ্ঞানমন্যসম্প্রয়োগে ন ভবতি, ইত্যেবং তৎসতোর্ব্যত্যয়েন লক্ষণমনপবাদমবকল্পতে ইতি, তদপি বৃথাটাট্যামাত্রম্। সংশয়জ্ঞানেন ব্যভিচারানতিবৃত্তেঃ।† তত্র হি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তেন সম্প্রয়োগে ইন্দ্রিয়াণাং পুরুষস্য বুদ্ধিজন্ম সৎপ্রত্যক্ষং তদন্যবিষয়ং জ্ঞানমন্যসম্প্রয়োগে ভবতি ন তৎ-প্রত্যক্ষমস্ত্যেব।

ননূভয়বিষয়ং জ্ঞানং ন চোভাভ্যাং সম্প্রযুক্তমিন্দ্রিয়ম্। নৈবম্। নহি ধব-খদিরবৎ দ্বাবপি সংশয়-সংবিদি প্রতিভাসেতে, কিন্তু স্থাণুর্বা পুরুষো বেত্য-নির্দ্ধারিতৈকতরপদার্থতত্ত্বাবমর্শী সংশয়ো জায়তে। নূনঞ্চ তয়োরন্য তরেণেন্দ্রিয়ং সম্প্রযুক্তমেবেতি, উভয়াবমর্শিত্বাচ্চ সংশয়স্য যেন সম্প্রযুক্তং চক্ষুস্তদ্বিষয়মপি তজ্জ্ঞানং ভবত্যেবেতি নাতিব্যাপ্তিঃ পরিহৃতা ভবতি।

* সৎপ্রত্যক্ষং.........ভবতি ইত্যত্র। যৎ প্রত্যক্ষং যদ্বিষয়ং জ্ঞানমন্যসম্প্রয়োগে ভবতি ন তৎ প্রত্যক্ষমিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ, এতদ্বাক্যে সচ্ছব্দস্যাপ্রয়োগাৎ, অন্যথা তৎসতোর্ব্যত্যয়ে নেতি কথনস্য উন্মত্তপ্রলাপিতত্বাপত্তেঃ।

† আদর্শপুস্তকে অত্র § এবং চিহ্নঃ অন্যত্রাপি এবং চিহ্নো দৃশ্যতে, প্রস্তুত নিয়তাগে তস্য উপযোগি-তাহপি প্রদর্শিতা, মম তু মতে চিহ্নদ্বয়স্য প্রয়োজনং নাস্তি। সংশয়ে তাদৃশসদসৎপ্রত্যক্ষসমন্বয়ঃ প্রদর্শ্যতে। পূর্ব্বত্র সদসৎপ্রত্যক্ষস্য উল্লেখঃ কৃতঃ, ইতি মন্যে।

অনুবাদ

এবং এই স্থলে জ্ঞানের বিশেষত্ববোধক কোন পদ বা কোন অক্ষর অথবা কোন মাত্রার অংশও (সঙ্কেত-চিহ্নের অংশও) দেখিতে পাইতেছি না। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-লক্ষণের ঘটকীভূত জ্ঞান-পদের অর্থ প্রমাপ্রত্যক্ষ ইহা বুঝিবার কোন উপায় নাই, উপায় যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই উপায়ের দ্বারা বোধিত প্রমাপ্রত্যক্ষ স্বীয় কারণরূপে অদুষ্ট-ইন্দ্রিয়সংযোগের অনুমাপক হইত। অতএব অদুষ্ট-ইন্দ্রিয়-সংযোগকে বুঝিবার উপায় না থাকায় প্রত্যক্ষলক্ষণের মধ্যে তাহার প্রবেশ অনুচিত।] পক্ষান্তরে (ষষ্ঠীসমাস-অবলম্বনে) সৎ-এর যোগ এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে তাহার দ্বারা কেবলমাত্র নিরালম্বন ভ্রমের [অর্থাৎ সর্ব্বাংশে ভ্রমের] প্রতিষেধ হইতে পারে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছ। [অর্থাৎ ঐরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা সালম্বন ভ্রমের বা সংশয়ের ব্যাবর্ত্তন হয় না।] কিন্তু সপ্তম্যন্ত সৎ-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা যে অর্থ লভ্য হয়, তাহা (ষষ্ঠ্যন্ত সৎ-শব্দের প্রয়োগের দ্বারাও) লব্ধ হইয়াছে, সুতরাং সপ্তম্যন্ত সৎ-শব্দের প্রয়োগপূর্ব্বক ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নাই। [অর্থাৎ ষষ্ঠ্যন্ত সৎ-শব্দের প্রয়োগে নিরালম্বন ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সালম্বন ভ্রম বা সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ সপ্তম্যন্ত সৎ-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নিরালম্বন ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারিবে, সালম্বন ভ্রম বা সংশয়ের নিবৃত্তি হইবে না। সুতরাং সপ্তম্যন্ত সৎ-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা অধিক ফল লাভ না হওয়ায় সপ্তম্যন্ত সৎ-শব্দের প্রয়োগ অনর্থক।]

লোকের নিকট হইতেই কার্য্যবিশেষের (প্রত্যক্ষাত্মক প্রমারূপ কার্য্যের) জ্ঞান হয়, এবং তাহা হইতে অদুষ্ট সংযোগ বুঝিতে পারিব। এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব, যে, লোকের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ প্রমা কাহাকে বলে, তাহা সিদ্ধ হইতে পারিবে বলিয়া তাহার লক্ষণ করিয়া প্রত্যক্ষসূত্রসামর্থ্যের ধর্ম্মসূত্রের সহিত যোজনারূপ ক্লেশ-স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? [অর্থাৎ এইরূপ অধিক আড়ম্বর-স্বীকারের প্রয়োজন কি?] পূজনীয় বৃত্তিকার সে কথাও বলিয়াছেন, যাহা

ব্যভিচারী (বাধিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত), তাহা প্রকৃত প্রত্যক্ষ নহে, তাহা প্রত্যক্ষাভাস। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, তদতিরিক্ত বিষয়ের সহিত যদি ইন্দ্রিয়সংযোগ হয়, তাহা হইলে সেই প্রত্যক্ষটী অসৎ-প্রত্যক্ষ] কিন্তু প্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, তদতিরিক্ত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগ হওয়ার জন্য যে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না, তাহা সৎ-প্রত্যক্ষ এইরূপে তৎ-শব্দ এবং সৎ-শব্দের অন্বয়ের পরিবর্ত্তন-দ্বারা নির্ব্বাধভাবে প্রত্যক্ষের লক্ষণ উপপন্ন হইতে পারে, ইহা বৃত্তিকারের কথা, তাহাও বৃথা গলাবাজি। কারণ—সংশয়-জ্ঞানে ব্যভিচার হয়। কারণ—সেই স্থলে সংশয়-জ্ঞানটী সৎ-প্রত্যক্ষ এবং অসৎ-প্রত্যক্ষ উভয়ই হইতেছে। কারণ—সংশয়ের যাহা বিষয়, তাহার মধ্যে অন্যতর অবাধিত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জন্য জ্ঞাতার জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং তাহা সৎ-প্রত্যক্ষ। এবং সেই জ্ঞানটী অন্য-বিষয়ক হইয়া তদতিরিক্ত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ না থাকায় অবশ্যই প্রত্যক্ষাভাস হইতেছে। [অর্থাৎ সংশয়-জ্ঞানটী পরোক্ষ নহে, তাহা প্রত্যক্ষ, ঐ সংশয়-জ্ঞান এক ধর্ম্মীতে ২টী বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত হয়। তন্মধ্যে একটী বিষয় বাধিত, অন্য বিষয়টী অবাধিত। সুতরাং অবাধিত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হওয়ায় এবং সংশয়-জ্ঞান তজ্জন্য বলিয়া তাদৃশ বিষয়াংশে সংশয়জ্ঞান সৎ-প্রত্যক্ষ। কিন্তু বাধিত অন্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগ না থাকায় তদংশে তাহা অপ্রত্যক্ষ।]

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, সংশয়ের বিষয় দুইটী, এবং ঐ দুইটী বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগ ঘটে নাই। [অর্থাৎ উভয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগ না হওয়ায় সংশয়-জ্ঞানটী প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত নহে।]—এই কথা বলিতে পার না। কারণ—ধব এবং খদির এই উভয়-বিষয়ক সমূহালম্বন-প্রত্যক্ষে যেরূপ ধব এবং খদির উভয়ই অবাধিত বিষয়, তদ্রূপ সংশয়-জ্ঞানে দুইটী অবাধিত বিষয় নহে। কিন্তু স্থাণু বা পুরুষ এইরূপে সন্দিগ্ধ অন্যতর বিষয়কে লইয়া সংশয়-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং নিশ্চয়ই সেই দুইটী বিষয়ের মধ্যে অন্যতর বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় অবশ্য সংযুক্ত, অতএব সংশয়-জ্ঞানটী উভয়-বিষয়ক

বলিয়া যাহার সহিত চক্ষুঃ সংযুক্ত হইয়াছে, সংশয়-জ্ঞানে তাহাও বিষয় বলিয়া অতিব্যাপ্তির প্রতিবেধ হয় না। [অর্থাৎ প্রাগুক্ত সৎ-প্রত্যক্ষের লক্ষণ সংশয়গত হওয়ায় সংশয়ে অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে।]

মূল

অথ ব্রূয়ুঃ কিমনেন পরিক্লেশেন, ন লক্ষণবর্ণনমস্মাকমভিমতম্, অনুবাদপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ। অপিতু লোকপ্রসিদ্ধপ্রত্যক্ষানুবাদেন ধর্ম্মং প্রতি অনিমিত্তত্বমেব বিধীয়তে, ন ধর্ম্মং প্রতি প্রমাণং প্রত্যক্ষং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাদ্ বিদ্যমানার্থগ্রাহিত্বাদিত্যর্থঃ। ধর্ম্মশ্চ ন বর্ত্তমানস্ত্রিকালানবচ্ছিন্নস্য তস্য যজেত দদ্যাজ্জুহুয়াদিত্যাদিশব্দেভ্যঃ প্রতীতেঃ। তর্হি সৎ-সম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম, তৎপ্রত্যক্ষমিতি কিমর্থো গ্রন্থ ইতি চেন্ন, হেতুনির্দ্দেশপরত্বাৎ *। বিদ্যমানোপলম্ভনত্বমসিদ্ধমিতি পরো ব্রূয়াৎ, স বক্তব্যঃ, বিদ্যমানোপলম্ভনং প্রত্যক্ষং সৎসম্প্রয়োগজত্বাদিতি। প্রত্যক্ষগ্রহণমপি হেতুনির্দ্দেশার্থমেব। সৎসম্প্রয়োগস্যাসিদ্ধতাং ব্রুবন্নেনেন প্রত্যাখ্যায়তে। সৎসম্প্রয়োগজং প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষত্বাদিতি, তদুক্তম্। প্রত্যক্ষত্বমদো হেতুঃ শেষং হেতুপ্রসিদ্ধয়ে † ইতি। স্বাতন্ত্র্যেণাপি প্রত্যক্ষত্বং ধর্ম্মগ্রাহকত্বনিষেধায় বক্তব্যম্। ন ধর্ম্মগ্রাহি প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষত্বাদস্মদাদিপ্রত্যক্ষবদিত্যেবমন্যত্রৈব সূত্রতাৎপর্য্যান্নাতিব্যাপ্ত্যাদিদোষাবসর ইহেতি। তদেতদপি ন প্রামাণিকমনোহনুকূলম্। কতরস্য প্রত্যক্ষস্য ধর্ম্মং প্রত্যনিমিত্তত্বং প্রতিপাদ্যতে, কিমস্মদাদিপ্রত্যক্ষস্য যোগিপ্রত্যক্ষস্য বা? তত্রাস্মদাদিপ্রত্যক্ষস্য তথাত্বে সর্ব্বেষামবিবাদ এবেতি কিং তত্রেয়তা শ্রমেণ? যোগিপ্রত্যক্ষস্য তু ভবতামসিদ্ধত্বাৎ কস্য ধর্ম্মং প্রত্যনিমিত্তত্বপ্রতিপাদনম্?

* হেতুনির্দ্দেশপরত্বাদিত্যধিকঃ পাঠো গ্রহীতব্যঃ, অন্যথা ইতি চেন্নেতি পূর্ব্বগ্রন্থপ্রাসঙ্গিকতাপত্তেঃ। এতৎ পাঠ আদর্শপুস্তকে নাস্তি।

† শ্লোকবার্ত্তিকে সূ. ৪ শ্লো. ২১ 'প্রত্যক্ষত্বমতো হেতুঃ শেষোহেতুপ্রসিদ্ধয়ে' ইতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

অনুবাদ

যদি বল যে, এই ক্লেশের প্রয়োজন নাই, প্রত্যক্ষের লক্ষণবর্ণনা আমাদের অভিমত নহে, কারণ—তাহা অনুবাদপক্ষে নিক্ষিপ্ত। পরন্তু লোকপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষের অনুবাদের দ্বারা ধর্ম্মের প্রতি প্রত্যক্ষের অপ্রমাণত্বই বিহিত হইতেছে। কারণ—প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানবিষয়ের গ্রাহক হইয়া থাকে। এবং ধর্ম্ম বর্ত্তমান বিষয় নহে, কারণ অসনাতন ধর্ম্ম 'যজেত' 'দদ্যাৎ' 'জুহুয়াৎ' ইত্যাদি বিধিবাক্য হইতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। [অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বাক্য হইতে ধর্ম্মের প্রতীতি হইয়া থাকে। ইষ্টসাধনত্ব বিধির অর্থ, যাগ ইষ্টসাধন, দান ইষ্টসাধন, হোম ইষ্টসাধন, এইরূপে যাগাদির ইষ্টসাধনত্ব বোধিত হয়, কিন্তু যাগাদি ক্রিয়াবিশেষ, তাহা আধুনিক, তাহা ভবিষ্যৎ কালে স্বর্গরূপ ইষ্টের সাধন হয় কিরূপে ; কারণ—স্বর্গ কালে যাগাদিরূপক্রিয়াবিশেষ থাকে না। সুতরাং যাগাদিধর্ম্মের দ্বারা স্বর্গের সাধন ইহাই তাহার অর্থ। অতএব ধর্ম্ম বিধিবাক্য-প্রতিপাদ্য। অথবা মতান্তরে ধর্ম্মই বিধির অর্থ।]* তাহা হইলে বর্ত্তমান বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গুলির সম্বন্ধ হইলে জ্ঞাতার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ এই বলিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিবার জন্য গ্রন্থের অবতারণা কেন ? [অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ধর্ম্মই প্রতিপাদ্য, প্রত্যক্ষ নহে, লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রকৃতের উত্থাপন করাই বিধেয় ছিল] এই কথা বলিতে পার না, কারণ—অত্রত্য গ্রন্থ হেতুনির্দ্দেশপর। [অর্থাৎ এই গ্রন্থের দ্বারা প্রত্যক্ষগত বিদ্যমানোপলম্ভনত্বের সাধক হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে] অন্য লোক প্রত্যক্ষের বিদ্যমানোপালম্ভনত্ব [অর্থাৎ বর্ত্তমানবিষয়গ্রাহকত্ব] অসিদ্ধ [অর্থাৎ স্বীকৃত নহে], যে হেতু স্বীকৃত হয় না, তাহা সাধ্যের সাধক হয় না। বিদ্যমানোপলম্ভনত্বরূপ হেতুর দ্বারা ধর্ম্মের প্রতি প্রত্যক্ষের অপ্রমাণত্বস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু বিদ্যমানোপলম্ভনত্ব নিশ্চিত

অন্যে তু বৈদিকবিধিজ্ঞানপ্রবৃত্তৌ অপূর্ব্বজ্ঞানং প্রবর্ত্তকং নিত্যে সন্ধ্যাবন্দনাদৌ ফলাভাবেন তথা কল্পনাৎ; নিত্যাপূর্ব্বস্য পরস্য তত্রাপি স্বীকারাৎ, বিধিশক্তিরপি তত্রৈব, যাগজন্যমপূর্ব্বমিত্যেবমন্বয়বোধইত্যাহুঃ। ইতি তত্ত্বচিন্তামণৌ বিধিবাদে মাথুরী ৭৪০ পৃঃ।

নহে, উহা সন্দিগ্ধ, সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা ধর্ম্মের প্রতি প্রত্যক্ষের অপ্রমাণত্ব-স্থাপন যুক্তিবিরুদ্ধ] এই কথা বলিতে পারেন। তাঁহাকে 'যেহেতু প্রত্যক্ষ অদৃষ্ট-সংযোগ-জন্য, সেই হেতু তাহা বিদ্যমানের উপলম্ভন' (গ্রাহক) এই বলিয়া প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত। প্রত্যক্ষের গ্রহণও হেতুনির্দ্দেশের জন্য। যে সৎসম্প্রয়োগজত্বরূপ হেতু বিদ্যমানের উপলম্ভনত্বরূপ সাধ্যের সাধনে ব্যাপৃত, সেই হেতু অসিদ্ধ [অর্থাৎ স্থিরীকৃত নহে। অস্থিরীকৃত হেতুর দ্বারা সাধ্যের সাধন অসম্ভব] এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে (প্রত্যক্ষ লক্ষণের ছলে) যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ সেই হেতু এই জ্ঞানটা সৎসম্প্রয়োগজ এইরূপ যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য। সেই কথা কুমারিল বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষত্ব সৎসম্প্রয়োজত্বের সাধক। অন্য অনুমান [অর্থাৎ প্রাগুক্ত অনুমান] (কথিত) হেতুর নিশ্চায়ক।* কিংবা প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রত্যক্ষত্বরূপ হেতুর নিশ্চায়ক।

প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের গ্রাহক নহে ইহা বলিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবেও [অর্থাৎ বিদ্যমানোপলম্ভনত্বকে দ্বার না করিয়া] প্রত্যক্ষত্বকে হেতু বলা উচিত। যেরূপ আমাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের গ্রাহক হয় না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষমাত্রই ধর্ম্মের গ্রাহক হয় না, এইরূপে অন্যবিষয়েই প্রত্যক্ষসূত্রের তাৎপর্য্য থাকায় [অর্থাৎ প্রত্যক্ষমাত্রের ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণতা-সমর্থনের জন্য প্রত্যক্ষের কার্য্যকারিতা-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষসূত্রের উল্লেখচ্ছলে প্রত্যক্ষের কারণপ্রদর্শন থাকায়] অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের অবসর হইল না। [অর্থাৎ লক্ষণ কথিত হইলে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের আলোচনা হইতে পারে। কিন্তু অত্রত্য গ্রন্থের লক্ষণকথনে তাৎপর্য্য না থাকায় সেই দোষের আলোচনার অবসর নাই] ইহাও প্রামাণিক পুরুষের মনোমত নহে। মাদৃশ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা যোগিপ্রত্যক্ষ ইহার মধ্যে কোন্ প্রত্যক্ষের ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণত্ব প্রতিপন্ন করিতেছ ? সেই পক্ষে আমাদিগের প্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মের প্রতি প্রমাণ নহে, সেই সম্বন্ধে সকলেরই ঐকমত্য সুনিশ্চিত। তাহার সমর্থনের জন্য এত পরিশ্রমের

* জয়ন্ত-প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানত্রয় শ্লোকবার্ত্তিকের ন্যায়রত্নাকরাখ্য টীকাকার স্বীয় গ্রন্থে 'প্রত্যক্ষত্ব মধ্যে হেতুঃ শেষঃ হেতুপ্রসিদ্ধয়ে।' এই কারিকার ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছেন।

প্রয়োজন নাই। কিন্তু যোগিপ্রত্যক্ষ তোমাদের অসম্মত, সুতরাং কাহাকে ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছ ?

মূল

এষক্ষ ধর্ম্মিণোঽভাবাদাশ্রয়াসিদ্ধতাং স্পৃশেৎ।
বিদ্যমানোপলম্ভত্বপ্রত্যক্ষত্বাদিসাধনম্॥

পরপ্রসিদ্ধ্যা তৎসিদ্ধিরিতি চেৎ কেয়ং প্রসিদ্ধির্নাম ? প্রমাণমূলা তদ্-বিপরীতা বা। আদ্যে পক্ষে প্রমাণস্যাপক্ষপাতিত্বাৎ পরস্যেব তবাপি তৎ-সিদ্ধির্ভবতু। অপ্রমাণমূলত্বে তু ন কস্যচিদপ্যসৌ প্রসিদ্ধিঃ।

যোগিজ্ঞানং পরেষাং যৎ সিদ্ধং তদনুভাষণে।
প্রতিজ্ঞাপদয়োরেব ব্যাঘাতস্তে প্রসজ্যতে॥

পরৈর্হি ধর্ম্মগ্রাহি যোগিজ্ঞানমভ্যুপগতম্, অতস্তদনুভাষণে ধর্ম্মগ্রাহকং ন ধর্ম্মগ্রাহকমিতি উক্তং স্যাৎ।

পরসংসিদ্ধমূলঞ্চ নানুমানং প্রকল্পতে।
উক্তং ভবদ্ভিরেবেদং নিরালম্বনদূষণম্॥
সাধ্যসিদ্ধির্যথা নাস্তি পরসিদ্ধেন হেতুনা।
তথৈব ধর্ম্মিসিদ্ধত্বং পরসিদ্ধ্যা ন যুজ্যতে॥

তত্রৈতৎ স্যাৎ প্রসঙ্গসাধনমিদং প্রসঙ্গশ্চ নাম পরপ্রসিদ্ধেন পরস্যানিষ্টা-পাদনমুচ্যতে। পরস্য চ বিদ্যমানোপলম্ভনং সৎসম্প্রয়োগজঞ্চ প্রত্যক্ষং প্রসিদ্ধম্। অতস্তেনৈব* হেতুনা ধর্ম্মানিমিত্তত্বং তস্যোপপদ্যতে ইতি কো দোষঃ ? নৈতদেবম্।

প্রসঙ্গসাধনং নাম নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ।
তদ্ধি কুড্যং বিনা তত্র চিত্রকর্ম্মেব লক্ষ্যতে॥

* ধর্ম্মেণেতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

নহি নভঃকুসুমস্য সৌরভাসৌরভবিচারো যুক্তঃ। অথাপি কিং ন এতেন, ভবত্বিদং প্রসঙ্গসাধনম্।

তদত্রাপি নতু ব্যাপ্তিপ্রতীতিরিহ মাদৃশাম্।
ন ধর্ম্মগ্রাহি সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষমিতি বেত্তি কঃ ॥

অনুবাদ

এইরূপ হইলে [অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষের উপর ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণত্ব প্রতিপাদিত না হইলে অথচ যোগিপ্রত্যক্ষ অস্বীকৃত হইলে] আশ্রয়ের অসিদ্ধিনিবন্ধন বিদ্যমানোপলম্ভনত্ব এবং প্রত্যক্ষত্ব প্রভৃতি সাধন আশ্রয়াসিদ্ধিদোষে দূষিত হইয়া পড়ে। (সুতরাং অনুমানের দ্বারা ধর্ম্মের প্রতি প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ এইরূপ প্রতিপাদন অসঙ্গত) যদি বল যে, অপরের (যোগিপ্রত্যক্ষবাদীর) সিদ্ধান্ত লইয়া আমাদের ব্যবস্থা [অর্থাৎ যোগিপ্রত্যক্ষবাদীর স্বীকৃত, সুতরাং আমরা প্রতিবাদীর সিদ্ধান্তিত যোগিপ্রত্যক্ষকে পক্ষ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণত্বের স্থাপন করিতেছি] তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, প্রসিদ্ধি (সিদ্ধান্ত) কাহাকে বলে ? উহা প্রমাণমূলক, না প্রমাণমূলক নহে ? যদি প্রমাণমূলক বল, তাহা হইলে প্রমাণের পক্ষপাত না থাকায় [অর্থাৎ প্রমাণ লোকবিশেষে কার্য্য করে, এবং লোকবিশেষে করে না ইহা সম্ভবপর না হওয়ায়] পরের ন্যায় তোমারও (ঐ প্রমাণবলে যোগিপ্রত্যক্ষবিষয়ে) সম্মতি হোক।

যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে সর্ব্ববাদিস্বীকৃত (যোগি-প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণ হইতে পারে না), কিন্তু যদি বল উহা প্রমাণমূলক নহে, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে প্রসিদ্ধ হইবে না। [অর্থাৎ যাহার পক্ষে প্রমাণ নাই, তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। তাহা পক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং ও প্রত্যক্ষের উপর ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণত্বস্থাপন অসঙ্গত হয়] যেহেতু যোগিপ্রত্যক্ষ অপরের সম্মত, সেই হেতু তোমরা সেই যোগিপ্রত্যক্ষকে লইয়া পশ্চাৎ কথা বলিলে

তোমাদের মতে যোগিপ্রত্যক্ষবাদীর সম্মত 'যোগিপ্রত্যক্ষ ধর্ম্মের প্রতি প্রমাণ' এই প্রকার প্রতিজ্ঞা-বাক্য, এবং তোমাদের সম্মত (মীমাংসক সম্মত) 'যোগিপ্রত্যক্ষ ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণ এই প্রকার প্রতিজ্ঞা-বাক্য এই উভয়ের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। ব্যাঘাত কেন হইতেছে, তাহা দেখাইতেছেন। কারণ—পরে যোগিপ্রত্যক্ষকে ধর্ম্মের গ্রাহক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অতএব সেই যোগিপ্রত্যক্ষকে লইয়া পশ্চাৎ কথা বলিলে যাহা ধর্ম্মের গ্রাহক তাহা ধর্ম্মের গ্রাহক নহে এই কথা বলা হইয়া যায়। এবং যে অনুমানের মূল [অর্থাৎ আলম্বন] অপরের স্বীকৃত, তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তোমাদেরই নিরালম্বনের দোষের কথা বলিয়াছ। যেরূপ পরপ্রসিদ্ধ হেতুর দ্বারা সাধ্যের অনুমান হয় না [অর্থাৎ অনুমানের যাহা সাধন, তাহা অনুমাতারই নিশ্চিত হইয়া থাকে, তাহা অপরের নিশ্চিত হইলে অনুমাতার নিশ্চিত না হইলে তাহার দ্বারা সাধ্যের সাধন হয় না] তদ্রূপই পরের নিশ্চয়ের দ্বারা ধর্ম্মিসিদ্ধি সঙ্গত নহে। [অর্থাৎ তদ্রূপই ধর্ম্মীও পরের নিশ্চিত হইলে (অনুমাতার নিশ্চিত না হইলে, সেই ধর্ম্মীতে সাধ্যের সাধন হয় না] সেই পক্ষে [অর্থাৎ পরসম্মত উপায়ে পরের অভিমতবিষয়সাধনপক্ষে] ইহা হইতে পারে, ইহা হইতেছে প্রসঙ্গের সমর্থন। পরের স্বীকৃত উপায়ে অপরের অনভিমত বিষয়ের আপাদনকে প্রসঙ্গ বলে। প্রত্যক্ষ বিদ্যমান অর্থের গ্রাহক এবং বর্ত্তমান বিষয়েরই সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জন্য ইহা পরের স্বীকৃত। অতএব সেই হেতুর দ্বারাই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণ ইহা উপপন্ন হইতেছে, সুতরাং এই কথা বলায় দোষ কি ? (উত্তর) ইহা এইরূপ নহে। বাস্তবিক পক্ষে (এইরূপ ক্ষেত্রে) প্রসঙ্গ-সাধন হইতেছে না। কারণ—ভিত্তি বিনা চিত্রকর্ম্মের ন্যায় সেই স্থলে সেই প্রসঙ্গ সাধনকে দেখা যাইতেছে। [অর্থাৎ যেরূপ আশ্রয় না থাকিলে চিত্রকার্য্য সম্ভবপর হয় না, তদ্রূপ যোগিপ্রত্যক্ষ অস্বীকৃত হইলে তাহার উপর ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণত্ব-স্থাপনও অসম্ভব]।

কারণ—আকাশকুসুম সুরভি কি অসুরভি এই বিচার সঙ্গত নহে। অথবা আমাদের এই বিচারের প্রয়োজন নাই, [অর্থাৎ প্রসঙ্গসাধনের

সঙ্গতি বা অসঙ্গতি বিচারের প্রয়োজন নাই] ইহা প্রসঙ্গসাধন হোক। তাই (সেই প্রসঙ্গসাধন) এই স্থলেও আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষমাত্রই ধর্ম্মের প্রতি অপ্রমাণ এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয় আমাদের নাই। সকলের প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের গ্রাহক হয় না ইহা কে জানিয়া থাকে? [অর্থাৎ যাবৎ লোকের প্রত্যক্ষের কার্য্যকারিণী শক্তির সংবাদ রাখা অসম্ভব। জগতে এইরূপ লোক থাকিতেও পারে, যে যোগপ্রভাবে ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে।]

মূল

মৎপ্রত্যক্ষমক্ষমং ধর্ম্মগ্রহণে ইতি ভবান্ ন জানীতে, ত্বৎপ্রত্যক্ষমপি ন ধর্ম্মগ্রাহীতি নাহং জানে, অন্যস্য প্রত্যক্ষমীদৃশমেবেত্যুভাবপ্যাবাং ন জানীবহে।

ত্বয়া তু যদি সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষং জ্ঞাতমীদৃশম্।
তর্হি ত্বমেব যোগীতি যোগিনো দ্বেক্ষি কিং বৃথা ॥
প্রামাণিকস্থিতিং তস্মাদিত্থং শ্রোত্রিয়! বুধ্যসে।
পরোক্ষেঽতীন্দ্রিয়েঽর্থে মা বাদীর্দূষণং পুনঃ ॥
প্রমাণসিদ্ধে হতশক্তিদূষণং প্রমাণশূন্যেঽপি বৃথা তদুদ্যমঃ।
নিরস্য চোদ্যবাসনস্তু মৃগাতামতীন্দ্রিয়ে বস্তুনি সাধনং পুনঃ ॥
স চেৎ পর্য্যনুযুক্তঃ সন্ বক্তুং শক্নোতি সাধনম্।
ওমিতি প্রতিপত্তব্যং নো চেন্মাস্ত্যেব তস্য তৎ ॥

* অহো শিক্ষিতাঃ স্মঃ প্রমাণিকবৃত্তং ন দূষণং ক্রমঃ, ভবন্ত-মেবানুযুঞ্জ্মহে, তদেতর্হি কথ্যতাং ধর্ম্মাধিগমনিপুণযোগিপ্রত্যক্ষসিদ্ধৌ কিং প্রমাণমিতি। ইদমুচ্যতে, দর্শনাতিশয় এব প্রমাণম্। তথা হ্যস্মদাদির-পেক্ষিতালোকোঽবলোকয়তি নিকটস্থিতমর্থবৃন্দম্। উন্দুরুবৈরিণস্তু সান্দ্র-মতমঃপঙ্কপটলবিলিপ্তদেশপতিতমপি সম্পশ্যন্তি। সম্পাতিনামা চ গৃধ্ররাজো

* অহেতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

যোজনশতব্যবহিতামপি দশরথনন্দনসুন্দরীং দদর্শেতি শ্রূয়তে রামায়ণে। সোঽয়ং দর্শনাতিশয়ঃ শুক্লাদিগুণাতিশয় ইব তারতম্যসমন্বিত ইতি গময়তি পরমপি নিরতিশয়মতিশয়ম্। অতশ্চ যত্রাস্য পরঃ প্রকর্ষঃ তে যোগিনো গীয়ন্তে। দর্শনস্য চ পরোঽতিশয়ঃ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টভূত-ভবিষ্যদাদিবিষয়ত্বম্।

অনুবাদ

আমার প্রত্যক্ষ ধর্ম্মগ্রহণবিষয়ে অসমর্থ ইহা তুমি জান না। তোমার প্রত্যক্ষও ধর্ম্মের গ্রাহক নহে ইহা আমি জানি না, অন্যের প্রত্যক্ষ ঈদৃশই [অর্থাৎ ধর্ম্মের গ্রাহক নহে] ইহা তুমি এবং আমি উভয়েই জানি না। কিন্তু যদি তুমি সকলের প্রত্যক্ষকে ধর্ম্মের অগ্রাহক বলিয়া জানিয়া থাক, তাহা হইলে তুমিই যোগী, অতএব অকারণ কেন যোগিগণকে বিদ্বেষ করিতেছ? সেইজন্য হে বেদজ্ঞ! প্রমাণগম্য বস্তুর সংস্থানকে এইরূপে (স্বীয়জ্ঞানবলে) জানিতেছ। [অর্থাৎ যখন তুমি বেদশিক্ষা করিয়াছ, তখন তুমি বেদপ্রতিপাদ্য যোগীর সত্তার প্রতি অবিশ্বস্ত থাকিতে পার না] অতএব পরের কথিত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি পুনরায় দোষপ্রদর্শন করিও না। [অর্থাৎ যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা নাই এই কথা বলিতে পার না, বলিলে অতীন্দ্রিয়মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। অতএব যোগি-প্রত্যক্ষ সাধারণের উপলব্ধ না হইলেও তাহা বেদোক্ত, সুতরাং তাহার প্রতি অবিশ্বাস করিলে বেদের প্রতি অবিশ্বাস করিতে হয়। তোমরা শ্রোত্রিয়, সুতরাং তোমাদের বেদের প্রতি অবিশ্বাস সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য] প্রমাণসিদ্ধ বস্তুকে কেহ দূষিত করিতে পারে না। এবং যাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহার সমর্থন-বাক্যও বৃথা। পক্ষান্তরে পূর্ব্বপক্ষের দুরাগ্রহ ত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয়বস্তুসাধনের অনুসন্ধান কর। এবং যদি সে (পূর্ব্বপক্ষী) তিরস্কৃত হইয়া (যোগিপ্রত্যক্ষপ্রভৃতির) অস্বীকার-সম্বন্ধে সাধন বলিতে পারে [অর্থাৎ যদি সে অনুযুক্ত হইয়া যোগিপ্রত্যক্ষসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই ইহা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারে] তাহা হইলে

তাহা আদর করিয়া স্বীকার করিয়া লইব। যদি না পারে, তাহা হইলে তাহার উক্তির পক্ষে প্রমাণ নাই, এই কথা বলিব।

হে মহাশয়! আমরা বস্তুর সত্তা প্রমাণিত করিতে শিক্ষা করিয়াছি, কেবলমাত্র দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক বস্তুর অপলাপের কথা বলি না। তোমার প্রতিই অনুযোগ করিতেছি। এখন বল যে, ধর্ম্মগ্রহণে নিপুণ যোগিপ্রত্যক্ষের সাধনে কি প্রমাণ? (ইহা মীমাংসকের প্রশ্ন) ইহা বলিতেছি। (ইহা জয়ন্তের উত্তর) প্রত্যক্ষগত উৎকর্ষই প্রমাণ। তাহাই প্রমাণিত করিতেছি। আমাদিগের ন্যায় লোক নিকটস্থিত বস্তুকে আলোকের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু ইন্দুরের শত্রুগণ (বিড়ালগণ) গভীর অন্ধকারে পরিপূর্ণদেশপতিত বস্তুকেও দেখিয়া থাকে। সম্পাতি-নামক গৃধ্ররাজ (জটায়ু) শত যোজন হইতে দশরথতনয় রামচন্দ্রের পত্নীকে দেখিয়াছিলেন ইহা রামায়ণে শুনা যায়।

এই সেই দর্শনগত উৎকর্ষ যেহেতু শুক্লপ্রভৃতিগুণগত উৎকর্ষের ন্যায় তারতম্য-যুক্ত, অতএব তাহা যদপেক্ষা উৎকর্ষ নাই এইরূপ সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষেরও বোধক হইয়া থাকে। এবং এই কারণে যাহার দর্শনের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ থাকিবে, তাহাকে যোগী বলে। এবং সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরস্থ, অতীত এবং ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বস্তুর প্রকাশকত্বকে প্রত্যক্ষ-গত সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ বলে।

মূল

ননু স্ববিষয়ানতিক্রমেণ ভবতু তদতিশয়কল্পনা, ধর্ম্মস্তু চক্ষুষো ন বিষয় এব। যদুক্তম্—

যত্রাপ্যতিশয়ো দৃষ্টঃ স স্বার্থানতিলঙ্ঘনাৎ।
দূরসূক্ষ্মাদিদৃষ্টৌ স্যান্ন রূপে শ্রোত্রবৃত্তিতা॥*

অপি চ। যেঽপি চাতিশয়া দৃষ্টাঃ প্রজ্ঞামেধাবলৈর্নৃণাম্।
স্তোকস্তোকান্তরত্বেন ন ত্বতীন্দ্রিয়দর্শনাদিতি॥

* শ্লোকবার্ত্তিকে সূঃ ২, শ্লোঃ ১১৪

এতদযুক্তম্। যতো যদ্যপি নাস্মদাদিনয়নবিষয়ো ধর্ম্মস্তথাপি যোগীন্দ্রিয়গম্যো ভবিষ্যতি। তথাহি যোজনশতব্যবহিতমন্ধকারান্তরিতং বা নাস্মদাদিলোচনগোচরতামুপযাতি, সম্পাতিবৃষদংশদৃশোস্তু বিষয়ো ভবত্যেব। নন্বেবমবিষয়ে প্রবৃত্তং যোগিনাং চক্ষুর্গন্ধরসাদীনপি গৃহ্নীয়াৎ। যথোক্তম্—

> একেন তু প্রমাণেন সর্ব্বজ্ঞো যেন কল্প্যতে।
> নূনক * চক্ষুষা সর্ব্বান্ রসাদীন্ প্রতিপদ্যতে † ॥ ইতি।

নৈতদেবম্। রসাদিগ্রাহীণ্যপি যোগিনামিন্দ্রিয়াণি চক্ষুর্বদতিশয়বন্ত্যেবেতি ন রসাদিষু চক্ষুর্ব্যাপারঃ পরিকল্প্যতে। ধর্ম্মেঽপি ন তর্হি কল্পনীয় ইতি চেৎ ন তস্য রসাদিবৎ তদবিষয়তা ‡ সর্ব্বস্যাভাবাৎ। অপিচ যোগীন্দ্রিয়াবিষয়ত্বং ধর্ম্মস্য কথমবগতবান্ ভবান্? অবিষয়ত্বং তদ্‌ভাবেঽপি তদনবগমাদবগম্যতে, যথা নয়নসদ্‌ভাবেঽপি শব্দাশ্রবণাৎ তদবিষয়তা শব্দস্যাবসীয়তে। নচৈবং যোগিচক্ষুষি সত্যপি ধর্ম্মস্যাগ্রহণমবগন্তুং শক্নোতি ভবান্, উভয়স্যাপি ভবতঃ পরোক্ষত্বাদিতি বিষয়স্য নেতি নৈব বক্তুং যুক্তমিতি।

> নন্বু কর্ত্তব্যতারূপস্ত্রিকালস্পর্শবর্জ্জিতঃ।
> চক্ষুর্বিষয়তামেতি ধর্ম্ম ইত্যতিসাহসম্।
> সত্যং সাহসমেতৎ তে মম বা চর্ম্মচক্ষুষঃ।
> ন ত্বেষ দুর্গমঃ পন্থা যোগিনাং সর্ব্বদর্শিনাম্ ॥

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের (মীমাংসকগণের) বক্তব্য এই যে, স্ববিষয়ের অলজ্ঞানযোগে প্রত্যক্ষের উৎকর্ষ-কল্পনা হোক, [অর্থাৎ প্রত্যক্ষগত উৎকর্ষকল্পনার পক্ষে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ

* নূনং ন চক্ষুষেতি মুদ্রিতঃ পাঠঃ।

† শ্লোকবার্ত্তিকে সূঃ ২ শ্লোঃ ১১২

‡ শব্দস্যাভাবাদিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

উৎকৃষ্ট হইলেও নিজস্ব বিষয়কে লঙ্ঘন করিবে না ইহাই আমাদের বক্তব্য] কিন্তু ধর্ম্ম চক্ষুর বিষয় কোন প্রকারে হইতে পারে না। যাহা কুমারিল বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষেও উৎকর্ষ অনুভূত হইয়াছে, তাহা নিজস্ব বিষয়ের অতিক্রম না করিয়া দূরত্বসূক্ষ্মপ্রভৃতি নিজস্ব বিষয়ের গ্রহণে সমর্থ হইতে পারে। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কার্য্যকারিণী শক্তির বিশেষ বৃদ্ধি হইলেও তাহার ফলে সেই প্রত্যক্ষ নিজনিজবিষয়লঙ্ঘন করিয়া বিষয়ান্তরগ্রহণে পটু হয় না] কারণ—শ্রবণেন্দ্রিয় কখনও রূপগ্রহণে পটু হয় না। আরও এক কথা—মনুষ্যদিগের সমধিক প্রতিভাবল ও সমধিক মেধাবল দেখিয়া যে লোকাতিশায়ী প্রভাব অনুভূতির গোচরে আসিয়াছে, তাহা অতীন্দ্রিয়বস্তুদর্শনরূপ কার্য্যের দ্বারা অনুভবের গোচরে আসে নাই। [অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিভাবল এবং অসাধারণ মেধাবল মনুষ্যগত লোকাতিশায়িতার জ্ঞাপক, কিন্তু অতীন্দ্রিয়দর্শন লোকাতিশায়িতার জ্ঞাপক নহে, তাহা অসিদ্ধ] এই পর্য্যন্ত মীমাংসকের কথা। ইহা অসঙ্গত। যেহেতু, ধর্ম্ম যদিও আমাদিগের দৃষ্টিগোচর নহে, তাহা হইলেও যোগীদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারিবে। তাহাই প্রমাণিত করিতেছি, শুন। শত-যোজন দূরস্থিত কিংবা ঘোর অন্ধকারে আবৃত বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু সম্পাতি (জটায়ু) এবং বিড়ালের চক্ষুর গোচর হইয়া থাকে। আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যোগিগণের চক্ষু যদি দৃষ্টির অগোচর বিষয়েও প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে গন্ধরসপ্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের গ্রহণ করুক। এই কথাই কুমারিল বলিয়াছেন।

কিন্তু এক প্রমাণের দ্বারা সকল বিষয় যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এইরূপ কল্পনা যিনি করেন। তিনি নিশ্চিত চক্ষুর দ্বারা রস প্রভৃতি সকল বিষয়কে গ্রহণ করেন (এই কথা বলিতে হয়) [অর্থাৎ বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের গ্রহণ এবং আগমের দ্বারা ধর্ম্মের গ্রহণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন এই কথা বলিলে আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইব, কারণ—এই মতে ধর্ম্ম আগমগম্য এই সিদ্ধান্তই আছে. কিন্তু একমাত্র প্রমাণের দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের গ্রহণ করিলে সর্ব্বজ্ঞ হন, এই কথা বলিলে তাদৃশ

সর্ব্বজ্ঞতার উপর আমরা আপত্তি করিব, কারণ—যিনি এক প্রমাণের দ্বারা সকল বিষয় জানিতে পারেন, তিনি চক্ষুর দ্বারা রস প্রভৃতিকেও জানিতে পারেন।]

এই কথা ঠিক নহে। কারণ—যোগিগণের রসপ্রভৃতির গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলিও চক্ষুর ন্যায় অবশ্যই অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন, অতএব রস-প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়ে চক্ষুর কার্য্যকারিতাকল্পনার প্রয়োজন নাই। [অর্থাৎ অপর ইন্দ্রিয়কে অসমর্থ করা যোগের কার্য্য নহে। সকল ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে কার্য্যকারিণী শক্তির বর্দ্ধন যোগের কার্য্য।] তাহা হইলে ধর্ম্মেও চক্ষুর কার্য্যকারিতা-কল্পনার প্রয়োজন নাই, এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, রস-প্রভৃতির ন্যায় সেই ধর্ম্ম চক্ষুর অযোগ্য নহে, কারণ—অন্যান্য সকল বস্তুতে যোগিচক্ষুর অবিষয়ত্ব নাই। [অর্থাৎ ধর্ম্মকে যোগিচক্ষুর অযোগ্য বলিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, অতীন্দ্রিয়, অতীত, অনাগত প্রভৃতি সকল বস্তুই যোগিচক্ষুর অযোগ্য হইত। কিন্তু তাহারা যখন যোগিচক্ষুর অযোগ্য নহে, তখন ধর্ম্মও যোগিচক্ষুর অযোগ্য নহে।] আরও এক কথা, ধর্ম্ম যোগীর চক্ষুর অগোচর ইহা তুমি কেমন করিয়া বুঝিয়াছ? (উত্তর যেরূপ চক্ষু থাকিলেও [অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়] শব্দ চক্ষুর গোচর নহে ইহা বুঝা যায়। তদ্রূপ চক্ষু থাকিলেও ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বলিয়া ধর্ম্ম চক্ষুর গোচর নহে ইহা বুঝা যায়।

(প্রত্যুত্তর) যোগীর চক্ষু থাকিলেও ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা এই ভাবে তুমি বুঝিতে পার না [অর্থাৎ যোগী চক্ষুর দ্বারা ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না এইরূপ বুঝিবার সামর্থ্য তোমার হইতে পারে না।] কারণ—তোমার কাছে উভয়ই পরোক্ষ [অর্থাৎ যোগীর চক্ষু এবং যোগিগত ধর্ম্মের অপ্রত্যক্ষ এই উভয়ই তোমার প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। পরের চক্ষু বা পরের চক্ষু কি করে, বা না করে কিছুই প্রত্যক্ষ করা যায় না।] অতএব ধর্ম্ম যোগীর চক্ষুর গোচর নহে ইহা বলা উচিত নহে। তোমার উত্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের ইহা শেষ উত্তর। আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য

এই যে, কর্ত্তব্যসাধ্য ধর্ম্ম [শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানজন্য ধর্ম্ম] চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় হয় এই কথা বলা অতি সাহস। (উত্তর) চর্ম্মচক্ষু তোমার বা আমার কাছে তাহা অতি সাহস ইহা সত্য। কিন্তু সর্ব্বার্থদর্শী যোগিগণের পক্ষে এই পথটা দুর্গম নহে। [অর্থাৎ যোগিগণ যোগরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষের প্রভাবে চক্ষুর দ্বারা অতীন্দ্রিয় অদৃষ্টের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কিন্তু যোগবলহীন ব্যক্তি চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।]

মূল

যচ্চ ত্রিকালানবচ্ছিন্নো যজেতেত্যাদিলিঙাদিযুক্তশব্দৈকশরণাবগমো ধর্ম্মঃ কথং ততোঽন্যেন প্রমাণেন পরিচ্ছিদ্যতামিত্যুচ্যতে, তদপি প্রক্রিয়ামাত্রম্। কিমিব হি ত্রিকালস্পর্শাস্পর্শাভ্যাং কৃত্যম্। যথা বয়ং গমনাদি-ক্রিয়াণাং দেশান্তরপ্রাপ্ত্যাদিপ্রয়োজনতাং জানীমস্তথাঽগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াণাং স্বর্গাদিফলতাং জ্ঞাস্যন্তি যোগিন ইতি কিমত্র সাহসম্? যদি হি বাহ্যেন্দ্রিয়েষেবমর্থঃ, ন তেষু অতিশয়ো বিষহ্যতে, তদলমনুবন্ধেন।*

মনঃকরণকং জ্ঞানং ভাবনাভ্যাসসম্ভবম্।
ভবতি ধ্যায়তাং ধর্ম্মে কান্তাদাবিব কামিনাম্॥

মনো হি সর্ব্ববিষয়ং ন তস্যাবিষয়ঃ কশ্চিদস্তি। অভ্যাসবশাচ্চাতীন্দ্রিয়েষ্বপ্যর্থেষু পরিস্ফুটাঃ প্রতিভাসাঃ প্রাদুর্ভবন্তো দৃশ্যন্তে।

যথাহ—কামশোকাময়োন্মাদচৌরস্বপ্নাদ্যুপপ্লুতাঃ।
অভূতানপি পশ্যন্তি পুরতোঽবস্থিতানিব॥ ইতি।

অনুবাদ

অনিত্য এবং লিঙ্প্রভৃতি-আখ্যাতঘটিত (যজেত) ইত্যাদি বিধিবাক্য হইতে জ্ঞায়মান ধর্ম্মকে কেমন করিয়া তদ্ভিন্ন প্রমাণের দ্বারা

* প্রজ্ঞাস্বগতানিবর্ত্তনমহুবন্ধঃ।

(শব্দপ্রমাণব্যতিরিক্ত প্রমাণের দ্বারা) [অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা] জানা যাইতে পারে ? এই কথা যে বলিতেছ, তাহাও যোগহীনতার ব্যাপার। [অর্থাৎ তুমি যদি যোগী হইতে, তাহা হইলে এই কথা বলিতে না।] কারণ—ধর্ম্মের ত্রৈকালিকত্ব বা অত্রৈকালিকত্ব [অর্থাৎ নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব] কি করিতে পারে ? [অর্থাৎ ধর্ম্মের পক্ষে যোগজ-প্রত্যক্ষের বাধক হয় না।] যেরূপ আমরা গমনপ্রভৃতিক্রিয়ার দেশান্তরপ্রাপ্তিপ্রভৃতি প্রয়োজন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তদ্রূপ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার প্রয়োজন স্বর্গাদি ইহা যোগিগণ প্রত্যক্ষ করিবেন। অতএব ইহাতে সাহস কি ? [অর্থাৎ ধর্ম্ম যোগিগণের যোগপ্রভাবে চক্ষুর গোচর হয় এই কথা বলা অনুচিত নহে। যদি বহিরিন্দ্রিয়গুলির প্রতি বিদ্বেষ হয় [বহিরিন্দ্রিয়গুলির অতীন্দ্রিয় বিষয়ে কার্য্যকারিতার প্রতি বিশ্বাস না হয়], যোগিগণের বহিরিন্দ্রিয়গত উৎকর্ষ সহ্য না হয় [অর্থাৎ যোগিগণের বহিরিন্দ্রিয়গুলি আমাদের ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিককার্য্যকারী ইহাও বিশ্বাস না কর], তাহা হইলে যোগীদিগের চক্ষু ধর্ম্মের গ্রাহক হয় না এইরূপ নিজ সিদ্ধান্তের অপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। [অর্থাৎ তোমাদের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহাই থাক, আমি তাহার পরিবর্ত্তনের জন্য কোন জিদ করিব না।]

যোগিগণের নিয়ত চিন্তার বলে মনের দ্বারা ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়, যেরূপ কামিগণের চিন্তার দ্বারা অভিমতরমণীবিষয়ক মানস-প্রত্যক্ষ হয়। [অর্থাৎ যোগিগণ যোগপ্রভাবে এইরূপ চিন্তাশক্তিসম্পন্ন হন, যাহার বলে চিন্তিতবস্তুমাত্রকেই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, সুতরাং ঐ উপায়ে ধর্ম্মকেও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।] কারণ – মন সর্ব্ববিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে, মন যাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না এইরূপ বিষয় নাই, এবং চিন্তার অভ্যাসবশতঃ অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলিতেও সুস্পষ্ট মানস-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। (কার্য্যের দ্বারা তাদৃশ বিষয়ে মানস-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় ইহা বুঝা যায়) এইরূপ কথা আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। কামার্ত্তগণ, শোকার্ত্তগণ, রোগজন্য উন্মাদে বিকৃতমস্তিষ্কগণ, এবং চৌরবিষয়কস্বপ্নাদির দ্বারা উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ অঘটমান বিষয়-

গুলিকে যেন সম্মুখে অবস্থিত বলিয়া দেখিয়া থাকেন। (ইহাও মানস-প্রত্যক্ষ) এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের কথা।

মূল

নন্বেতেষাং মিথ্যাজ্ঞানত্বান্ন যোগিবিজ্ঞানে দৃষ্টান্তত্বং যুক্তম্। ন, স্ফুটাভাসমাত্রতয়া দৃষ্টান্তত্বোপপত্তেঃ। নহি শব্দঘটয়োরপি সর্ব্বাত্মনা তুল্যত্বম্। তত্র কামশোকাদিভাবনাভ্যাসভুবাং প্রতিভাসানাং বাধক-বৈধুর্য্যাদপ্রামাণ্যং ভবিষ্যতি, নেতরেষাং তদভাবাৎ। স্ফুটাভাসত্বন্তূভয়ত্রাপি তুল্যম্। নন্বভ্যাসোঽপি ক্রিয়মাণো নাত্যন্তমপূর্ব্বমতিশয়মাবহতি লঙ্ঘনা-ভ্যাসবৎ। যোঽপি হি প্রতিদিনমনন্যকর্ম্মা লঙ্ঘনমভ্যস্যতি, সোঽপি কতিপয়পদপরিমিতমবনিতলমভিলঙ্ঘয়তি নতু পর্ব্বতমম্বুধিং বেতি। উচ্যতে।

লঙ্ঘনং দেহধর্ম্মত্বাৎ কফজাড্যাদিসম্ভবাৎ।
মা গাৎ প্রকর্ষং জ্ঞানে তু তস্য কঃ প্রতিবন্ধকঃ॥
লঙ্ঘনাদৌ তু পূর্ব্বৈস্তৈঃ প্রযত্নসমুপার্জ্জিতঃ।
ন দেহেঽতিশয়ঃ কশ্চিদন্যেদ্যুরবতিষ্ঠতে॥
তত্র কেবলমভ্যাসাৎ প্রক্ষয়ে কফমেদসোঃ।
শরীরলাঘবং লব্ধ্বা লঙ্ঘয়ন্তি যথোচিতম্॥
ইহ বিজ্ঞানজন্যস্তু সংস্কারো ব্যবতিষ্ঠতে।
ক্রমোপচীয়মানোঽসৌ পরাতিশয়কারণম্॥
যথানুবাকগ্রহণে সংস্থাভ্যাসনকল্পিতঃ।
স্থিরঃ করোতি সংস্কারঃ পাঠস্মৃত্যাদিপাটবম্॥

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, কামার্ত্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞানগুলি ভ্রমজ্ঞান বলিয়া যোগীদিগের জ্ঞানের পক্ষে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না—এই কথা বলিতে পার না, কারণ—কেবল মাত্র স্ফুটজ্ঞান বলিয়া

ভ্রমেরও (প্রমাজ্ঞানের পক্ষে) দৃষ্টান্তভাব যুক্তিসঙ্গত। শশ এবং ঘট উভয়ের সর্ব্বপ্রকারে সাম্য নাই। [অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে সাম্য অপেক্ষিত হইলে কেহ কাহারও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।] তন্মধ্যে কামার্ত্ত প্রভৃতির কামশোকাদিজন্য-নিয়তচিন্তাসমুৎপন্ন জ্ঞানগুলির বাধক-নিশ্চয়ের দ্বারা দুর্ব্বলতানিবন্ধন অপ্রামাণ্য হইবে [অর্থাৎ কামার্ত্ত-শোকার্ত্তপ্রভৃতির নিয়তচিন্তাপ্রসূত মনোজন্য ধ্যেয়বিষয়ের সম্মুখীনতা-বিষয়ক জ্ঞানগুলির বাধক থাকায় সেই জ্ঞানগুলি দুর্ব্বল, সুতরাং তাহারা অপ্রমাণ], কিন্তু অপর জ্ঞানগুলি [অর্থাৎ যোগীর জ্ঞানগুলি] অপ্রমাণ নহে, কারণ—তাহাদের বাধককৃত দুর্ব্বলতা নাই। কিন্তু উভয় জ্ঞানেই স্ফুটাভাসত্ব সমান। [অর্থাৎ উভয় জ্ঞানের স্ফুটাভাসত্ব লইয়া সাদৃশ্য আছে।] আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, অভ্যাস করিলেও তাহার দ্বারা অভ্যস্যমানগত কোন অভূতপূর্ব্ব আত্যন্তিক উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় না, যেরূপ লঙ্ঘনের অভ্যাস লঙ্ঘনগত উৎকর্ষের সাধক হয় না।

[তদ্রূপ যোগীদের নিয়ত-মানসপ্রত্যক্ষরূপ ধ্যানের অভ্যাস-দ্বারা ধ্যানের কোন উৎকর্ষ সাধিত হইবে না, যাহার বলে যোগিগণ অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন; ব্যবধান বা দূরত্বের প্রতি-বন্ধকতায় যে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না, যোগপ্রভাবে তাহাদেরও প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু যাহারা স্বতঃ অতীন্দ্রিয়, যোগিগণ তাহাদের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না।] কারণ—যে ব্যক্তি প্রতিদিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া লঙ্ঘনের অভ্যাস করে, সেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা কয়েক পা বেশী পৃথিবী লঙ্ঘন করিতে পারে, কিন্তু সে পর্ব্বত (অত্যুচ্চ পর্ব্বত) বা সমুদ্র (বিস্তৃত সমুদ্র) লঙ্ঘন করিতে পারে না। [অর্থাৎ সেরূপ লঙ্ঘনের অভ্যাসে লঙ্ঘনগত প্রকর্ষ হয় না, পরন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত বিষয় লঙ্ঘিত হয়; কিন্তু অনুল্লঙ্ঘনীয় বিষয়ের লঙ্ঘন সম্পাদিত হয় না। লঙ্ঘনের শক্তি যদি বাড়িত, তাহা হইলে সেই লঙ্ঘয়িতার কাছে ক্রমশঃ অনুল্লঙ্ঘনীয় কিছুই থাকিত না। তদ্রূপ যোগবলে চিন্তাশক্তিসমুদ্ভব প্রত্যক্ষের অভ্যাসে প্রত্যক্ষগত প্রকর্ষ সম্পাদিত হয় না, যাহার বলে

অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও প্রত্যক্ষ করিতে যোগী সমর্থ হইবেন। পরন্তু তাদৃশ প্রত্যক্ষের অভ্যাসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অধিক বিষয়ের (যোগের পূর্ব্বাবস্থায় যাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই এইরূপ স্থূল বিষয়ের) প্রত্যক্ষ সম্পাদিত হয়, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ সম্পাদিত হয় না। ইন্দ্রিয় ক্ষমতার বাহিরে যায় না। সুতরাং অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অসম্ভব] এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ।

এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতেছি—লঙ্ঘন দেহের ধর্ম্ম বলিয়া এবং কফজন্যজড়তাপ্রভৃতি প্রতিবন্ধককারণের সম্ভাবনা থাকায় প্রকর্ষলাভ করিতে সক্ষম না হোক [অর্থাৎ দেহের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন ঘটায় অস্থির দেহ ক্রিয়াপ্রকর্ষ লাভ করিতে পারে না, কারণ—আশ্রয় স্থায়ী না হইলে তন্নিষ্ঠ ধর্ম্ম (ক্রিয়াদিরূপ) প্রকর্ষলাভে অক্ষম], কিন্তু জ্ঞানের প্রকর্ষলাভপক্ষে কেহ প্রতিবন্ধক হয় না। কিন্তু পূর্ব্বদিন যে দেহে প্রযত্নের দ্বারা লঙ্ঘনাদিগত কোন প্রকর্ষ উৎপন্ন হয় নাই, পরদিন সেই দেহে লঙ্ঘনাদিগত প্রকর্ষ হয় দেখা যায়। সেই পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, কেবলমাত্র লঙ্ঘনের অভ্যাসবশতঃ কফ এবং মেদের বিশেষরূপ ক্ষয় হওয়ায় লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি শরীরকে লঘু করিয়া উপযুক্তভাবে লঙ্ঘন করিতে পারে। কিন্তু এই স্থলে (জ্ঞানের স্থলে) বিজ্ঞানজন্য সংস্কার থাকে। এই সংস্কার ক্রমশঃ প্রকর্ষলাভ করিয়া জ্ঞানগত প্রকর্ষের কারণ হয়। (এই স্থলে উক্ত সংস্কারের আশ্রয় আত্মা স্থায়ী পদার্থ, এবং সংস্কারও বহুদিনস্থায়ী, সুতরাং তাহার প্রকর্ষলাভ অব্যাহত। অতএব তাদৃশসংস্কারসম্পন্ন যোগীর আত্মায় যোগবললব্ধ চিত্তশুদ্ধির প্রভাবে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, যে জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম বিষয়েরও গ্রাহক হয়। বিশুদ্ধসংস্কারসম্পন্ন আত্মার সহিত যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ মনের সংযোগে তাদৃশ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাহাই যোগজ অলৌকিক মানস-প্রত্যক্ষ, এই প্রত্যক্ষে বিষয়গত অণুত্বাদি প্রতি-বন্ধক নহে। যোগ ঐ সকল প্রতিবন্ধকের অপসারক।) যেরূপ ঋক্, যজুঃ এবং সামবেদের শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য্যরূপ স্থাষ্য পথে অবস্থানপ্রভৃতি চিত্তশোধক উপায়ের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান-দ্বারা সম্পাদিত স্থায়ী সংস্কার

পঠিত বিষয়ের স্মরণাদিকার্য্যে নিপুণতা অর্জ্জন করে। [অর্থাৎ বেদ-শিক্ষাকালে বিদ্যার্থী ব্রহ্মচর্য্যাদি ন্যায়পথে বারংবার অবস্থিতির দ্বারা সমুজ্জ্বল সংস্কার অর্জ্জন করে, তাহার ফলে কোন পঠিত অংশ বিস্মৃত হয় না, পরন্তু দিনদিন স্মৃতি বাড়িতে থাকে, যাহার ফলে সমগ্র বেদ তাহার মুখাগ্রে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ন্যায্য পথে অনবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে চিত্ত-শুদ্ধির অভাবে স্মৃতিশক্তি মলিন হয়। যোগিগণের যোগপ্রভাবে প্রত্যেকবস্তুগোচর স্বভাবতঃ উজ্জ্বল সাত্ত্বিক সংস্কারগুলি একই সময়ে যমনিয়মাদিরূপ একই ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া যোগপ্রভাবজন্য বিদ্যাশক্তির বলে পরিজ্ঞাত সর্ব্ববিষয়ের যুগপৎ স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহার পর ঐ স্মৃতিগুলি উপনয়সন্নিকর্ষরূপে উক্ত সর্ব্ব বিষয়ের অলৌকিক মানস-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে।]* (এই পক্ষে যোগের সংস্কারের উদ্‌বোধন-দ্বারা উপনয়সন্নিকর্ষের সাহায্যে অলৌকিক মানস-প্রত্যক্ষে কারণতা।)

মূল

যথা বা পুটপাকেন শোধ্যমানং শনৈঃ শনৈঃ।
হেম নিষ্প্রতিকাশং তদ্ যাতি কল্যাণতাং পরাম্॥
তথৈব ভাবনাভ্যাসাদ্ যোগিনামপি মানসম্।
জ্ঞানে সকলবিজ্ঞেয়সাক্ষাৎকারে ক্ষমং ভবেৎ॥
অস্মদাদেশ্চ রাগাদিমলাবরণধূসরম্।
মনো ন লভতে জ্ঞানপ্রকর্ষপদবীং পরাম্॥
প্রত্যহং†ভাবনাভ্যাসক্ষপিতাশেষকল্মষম্।
যোগিনাস্তু মনঃ শুদ্ধং কমিবার্থং ন পশ্যতি॥

* যোগীদিগের প্রত্যক্ষের অবস্থা এইরূপ ইহা মনে করিয়াই গ্রন্থ এইস্থলে সংস্কারের আলোচনা করিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয়।

† প্রত্যাহেত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

যথা চ তেষাং রাগাদি প্রয়ানক্রমবকল্পতে।
তথাপবর্গচিন্তায়াং বিস্তরেণাভিধাস্যতে॥
তদেবং ক্ষীণদোষাণাং ধ্যানাবহিতচেতসাম্।
নির্ম্মলং সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানং ভবতি যোগিনাম্॥

অনুবাদ

অথবা যেরূপ প্রসিদ্ধ সুবর্ণ বারংবার পুটপাকের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে শোধনদ্বারা (মালিন্যনিবৃত্তিপূর্ব্বক) অতুলনীয়ভাবে অত্যধিকসৌন্দর্য্য লাভ করে, তদ্রূপই যোগিগণেরও মন বারংবার ধ্যানের দ্বারা (শোধিত হইয়া) সর্ব্ববিষয়সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের সাধনে সমর্থ হয়। (এই পক্ষে এই প্রত্যক্ষটীর উপর উপনয়সন্নিকর্ষের সাহায্য নাই। এই প্রত্যক্ষটী কেবলমাত্র যোগজন্য জন্মজন্মান্তরানুভূতবিষয়কসংস্কারের উদ্‌বোধনের সাহায্যে উৎপন্ন মানস-প্রত্যক্ষ।) পক্ষান্তরে সংসারী আমাদিগের মন বিষয়ানুরাগপ্রভৃতিমলের আবরণে দূষিত হইয়া জ্ঞান-প্রকর্ষের উৎকৃষ্ট উপায় লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যোগীদিগের মন বারংবার ধ্যানের দ্বারা সমস্ত মালিন্য দূর করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া কোন্ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে না পারে? [অর্থাৎ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে।] এবং যে উপায়ে যোগীদিগের বিষয়ানুরাগপ্রভৃতি দোষগুলি নিবৃত্ত হয়, তাহা মোক্ষের আলোচনার অবসরে বিস্তারপূর্ব্বক বলিব। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, এইরূপে দোষগুলি নিবৃত্ত হইলে নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা জন্মজন্মান্তরানুভূতবিষয়ক সংস্কারের উদ্‌বোধনশোধিত মনের সাহায্যে একাগ্রচিত্ত যোগীদিগের সর্ব্ববিষয়ক যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

মূল

অপিচানাগতং[†]জ্ঞানমস্মদাদেরপি কচিৎ।
প্রমাণং[*] প্রাতিভং শো মে ভ্রাতাগন্তেতি দৃশ্যতে॥

* প্রমাণমিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

† অনাগতমিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

নানর্থজং ন সন্দিগ্ধং ন বাধবিধুরীকৃতম্।
ন দুষ্টকারণঞ্চেতি প্রমাণমিদমিষ্যতাম্॥
ক্বচিদ্ বাধকযোগশ্চেদস্তু তস্যাপ্রমাণতা।
যত্রাপরেদ্যুরভ্যেতি ভ্রাতা তত্র কিমুচ্যতাম্॥
কাকতালীয়মিতি চেন্ন প্রমাণপ্রদর্শিতম্।
বস্তু তৎ কাকতালীয়মিতি ভবিতুমর্হতি॥

নন্বনর্থজমিদং জ্ঞানম্, ভ্রাতুস্তজ্জনকস্য তদানীমসত্ত্বাৎ। স্যাদেতদেবম্, যদি তদাঽস্তিত্বেন ভ্রাতরং গৃহ্ণীয়াৎ। কিন্তু ভাবিনমেনং গৃহ্ণাতি। ভাবিত্বঞ্চ তদস্যাস্ত্যেবেতি কথমনর্থজং তদ্জ্ঞানম্। ননু ভাবিতয়া গ্রহণমঘটমানম্, ভাবিত্বং হি নাম সাবধিঃ প্রাগভাবঃ, অভাবস্য চ ভাবেন ভ্রাত্রা সহ কঃ সম্বন্ধঃ? বস্ত্ববস্তুনোর্বিরোধাৎ। তদেতদসম্যক্। তদ্দেশসম্বন্ধস্য তত্র প্রাগভাবো ন তু ধর্ম্মিণঃ। স হি বিদ্যত এব *। স চ কুতশ্চিদ্ভোজনোৎকণ্ঠাদেঃ কারণাৎ স্মরণপদবীমুপারূঢ়ঃ শ্বস্তনাগমনবিশিষ্টত্বেন প্রতিভাতীতি প্রাতিভস্য স এব জনক ইতি। তস্মাদনর্থজত্বাভাবাৎ প্রমাণং প্রাতিভম্।

অনুবাদ

আরও এক কথা, আমাদেরও কোন সময়ে 'আগামী কল্য আমার ভ্রাতা আসিবে' এই প্রকার অনাগতবিষয়ক যে জ্ঞান দেখা যায়, তাহাই প্রাতিভ প্রমাণ। (এই প্রাতিভ প্রমাণ অতিরিক্ত প্রমাণ না কৢপ্ত প্রমাণের অন্তর্গত?—ইহা পরে বিবেচিত হইবে, যোগজ-প্রত্যক্ষ যোগীদিগের হয়, কিন্তু প্রাতিভ জ্ঞান সংসারীদের হয়, অনাগতবিষয়ক যোগজ-প্রত্যক্ষের ন্যায় ইহাও অনাগতবিষয়ক বলিয়া এই স্থলে ইহার আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইল।) এই প্রাতিভ জ্ঞানটী অনর্থজন্য নহে [অর্থাৎ অর্থাজন্য নহে], সংশয়াত্মক নহে, বাধনিশ্চয়ের প্রতিঘাতে দুর্ব্বল নহে,

* আদর্শপুস্তকে প্রাগভাবত ইত্যধিকঃ পাঠো বর্ত্ততে, স চ ন সঙ্গচ্ছতে নশ্যতে।

এবং দুষ্টকারণজন্য নহে, সুতরাং ইহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর। যদি কোন স্থলে ইহার বাধক-নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে সেইস্থলে তাহা অপ্রমাণ হোক। কিন্তু যে স্থলে পরদিনে ভ্রাতা সত্যই আসে, সেই স্থলে কি বলিবে? যদি বল যে, সেই স্থলে কাকতালীয়ন্যায়ে তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য যে, প্রমাণজ্ঞাপিত সেই বস্তু কাকতালীয়ন্যায়ে ঘটিতে পারে না। [অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা যাহা সুনিশ্চিত, তাহার অস্তিত্ব বিসংবাদিত হয় না। বিসংবাদিত স্থলেই কাকতালীয়ন্যায়ের প্রবৃত্তি দেখা যায়। প্রমাণের দ্বারা যাহার ভাবী আগমন স্থিরীকৃত, তাহা সত্যে পরিণত হইবেই, তাহা সন্দেহদোলায় অবস্থান করিবে না। এই জন্যই পরদিনে তাহার সত্যতা উপলব্ধ হইল। অতএব এই স্থলে কাকতালীয়ন্যায়ের প্রসক্তি নাই।]

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, এই প্রাতিভ-জ্ঞানটী অনর্থজন্য (অর্থজন্য নহে), কারণ—সেই জ্ঞানের কারণ বলিয়া অভিমত বিষয়ভূত ভ্রাতা সেই সময়ে (সেইস্থানে) নাই। তোমাদের আপত্তি ঠিক হইত, যদি সেই সময়ে ভ্রাতাকে সেই স্থানে বর্তমান বলিয়া গ্রহণ করিতে, কিন্তু ভ্রাতাকে অনাগতভাবে গ্রহণ করিতেছ, এবং সেই সময়ে ভ্রাতার অনাগতভাবটী বর্তমানই আছে, অতএব সেই জ্ঞানটী (প্রাতিভ-জ্ঞানটী) কেমন করিয়া অর্থজন্য না হইবে? আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের আপত্তি এই যে, অনাগতভাবে বস্তুর গ্রহণ যুক্তি-সঙ্গত নহে। কারণ—অনাগতভাবটী সীমাবদ্ধ প্রাগভাব, এবং অভাবের (প্রাগভাবের) ভাবভূত (বর্তমান) ভ্রাতার সহিত কি সম্বন্ধ? [অর্থাৎ কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না] কারণ—বস্তু এবং অবস্তু (অভাবের) বিরোধ আছে। [অর্থাৎ একই বস্তুতে অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব উভয়ই থাকে না।] সেই এই প্রতিবাদ অসঙ্গত। কারণ—সেই স্থলে তদ্দেশ-সম্বন্ধের (স্বীয় গৃহের সহিত সংযোগের) প্রাগভাব, কিন্তু ধর্ম্মীর প্রাগভাব নহে। [অর্থাৎ নিজ ভ্রাতার নিজগৃহে আগামী দিবসে আগমন ভাবী বলিয়া নিজ গৃহের সহিত সংযোগও ভাবী, সুতরাং ঐ সংযোগের প্রাগভাব নিজ ভ্রাতাতে আছে; কিন্তু ভ্রাতার প্রাগভাব নাই। ভ্রাতার

প্রাগভাবের কথা হইলে বিরোধ হইত। কারণ—ভ্রাতা যখন বিদ্যমান, তখন তাহার প্রাগভাব থাকিতে পারে না।] কারণ—ধর্ম্মীভূত সেই ভ্রাতা বিদ্যমান আছেই, এবং সেই ভ্রাতা ভোজনোৎকণ্ঠা প্রভৃতি কোন কারণে স্মরণের বিষয় হইয়া আগামিদিবসীয় আগমনের কর্ত্তৃরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সুতরাং সেই ভ্রাতাই প্রাতিভ-জ্ঞানের জনক। ইহাই আমাদের মত। অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, প্রাতিভ-জ্ঞান অর্থজন্য বলিয়া প্রমাণ।

মূল

প্রমাণঞ্চ সৎপ্রত্যক্ষমেব, ন প্রমাণান্তরম্। শব্দলিঙ্গসারূপ্যানিমিত্তানপেক্ষত্বাৎ। ননু প্রত্যক্ষমপি মা ভূৎ, ইন্দ্রিয়ানপেক্ষত্বাৎ। মৈবম্। মনস এব তত্রেন্দ্রিয়ত্বাৎ। পূর্ব্বোৎপন্নচাক্ষুষবিজ্ঞানবিশেষণস্য বাহ্যস্য বস্তুনো মনো গ্রাহকমিতি নাদ্ধাত্বভাব ইত্যুক্তম্। শব্দাদ্যুপায়ান্তরবিরতৌ চ জায়মানমনবদ্যং জ্ঞানং মানসং প্রত্যক্ষং ভবতি সুরভি কেতককুসুমং মধুরা শর্করেতি জ্ঞানবদিত্যুক্তম্। অতএব নানিয়তনিমিত্তকং জ্ঞানম্, প্রত্যক্ষাতিরিক্তস্যার্থনাম্নঃ প্রত্যয়স্যাভাবাৎ। ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমপূর্ব্বকমিতি হি বদন্তি। আগমগ্রহণঞ্চ নিদর্শনার্থম্। অনুপায়স্য জ্ঞানস্য তেষামসত্ত্বাৎ। ন চ সিদ্ধদর্শনম্ প্রতিভা, অস্মদাদেরপি ভাবাৎ তস্মান্ন প্রমাণান্তরং প্রাতিভম্ অপি তু প্রত্যক্ষমেব। ননু প্রত্যক্ষমপি নেদং ভবতি, তদ্ধি বর্ত্তমানৈকবিষয়ম্। যথোক্তম্—সম্বদ্ধং বর্ত্তমানঞ্চ গৃহ্যতে চক্ষুরাদিনেতি। * তথা এষ প্রত্যক্ষধর্ম্মশ্চ বর্ত্তমানার্থতয়ৈবেতি †। মৈবম্। অনাগতগ্রাহিণঃ প্রত্যক্ষস্য প্রদেশান্তরে স্বয়মেবোক্তত্বাৎ। রজতং গৃহ্যমাণং হি চিরস্থায়ীতি গৃহ্যতে ইতি ভবানেবাবোচৎ। তস্মাৎ প্রত্যক্ষমনাগতগ্রাহি শ্বো মে ভ্রাতা আগন্তেতি সিদ্ধম্। এবকাস্মদাদীনামিবানাগতে ভ্রাতরি

* শ্লোকবার্ত্তিকে সূ. ৪ শ্লো. ৮৪।

† বর্ত্তমানার্থ তৈব ইতি মুদ্রঃ পাঠঃ।

যোগিনাং ভবিষ্যতি ধর্ম্মে প্রত্যক্ষমিতি। * তস্মাদ্ যৎ সর্ব্বজ্ঞনিষেধায় কথ্যতে—

> যজ্জাতীয়ৈঃ প্রমাণৈস্তু যজ্জাতীয়ার্থদর্শনম্।
> ভবেদিদানীং লোকস্ত তথা কালান্তরেঽপ্যভূৎ ॥ †

ইতি। তদপাস্তং ভবতি।

অনুবাদ

আর প্রাতিভ-জ্ঞানটী প্রমাণ হইলে প্রত্যক্ষ-প্রমাণই হইবে; প্রমাণান্তর হইবে না। [প্রত্যক্ষপ্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণ হইবে না] কারণ—জ্ঞায়মান শব্দ লিঙ্গ এবং সাদৃশ্যরূপ কারণকে অপেক্ষা করিয়া ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, ঐ জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ-প্রমাণও না হোক, কারণ—ইন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করিয়া ঐ জ্ঞানটী উৎপন্ন হয় নাই।—এই কথা বলিতে পার না। কারণ—মনই সেই জ্ঞানের সাধক ইন্দ্রিয়। পূর্ব্বে যে বিষয়ের চাক্ষুষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, মন তাদৃশ বাহ্য বস্তুর গ্রাহক হয়, অতএব অন্ধাদির অভাব হইল না [অর্থাৎ মন যদি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বস্তুমাত্রের গ্রাহক হইত, তাহা হইলে অন্ধ বধির এই সকল থাকিত না, নেত্রাদিহীন হইয়াও যদি মনের দ্বারা রূপাদি-প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তবে অন্ধাদি হইবে কে? সুতরাং মনের দ্বারা চক্ষুরাদির কার্য্যসম্পাদন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। যে রূপ দেখিয়াছে বা শব্দ শুনিয়াছে, তাহাদেরই মন রূপশব্দাদির গ্রহণে সমর্থ, অতএব অন্ধাদির মনের দ্বারা রূপাদির গ্রহণ সম্ভবপর নহে] এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং শব্দপ্রভৃতি কৃপ্ত উপায় না থাকিলে যে জ্ঞান নির্দ্দোষ-ভাবে উৎপন্ন হয়, তাহা 'সুগন্ধি কেতকপুষ্প', 'মধুর চিনি' এই প্রকার জ্ঞানের ন্যায় প্রমাণভূত মানস-প্রত্যক্ষ এই কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি।

* শ্লোকবার্ত্তিকে সূ. ২ শ্লো. ১১৪।

† প্রবৎস্যতীতি পাঠো ন যুক্তঃ।

অতএব [অর্থাৎ এইরূপ স্থলে জ্ঞান নিয়তপ্রত্যক্ষস্বরূপ হওয়ায়] জ্ঞানের কারণ নিয়ত হয় না এই কথা বলিতে পার না [অর্থাৎ একজাতীয় জ্ঞানের কারণ নিয়ত (অনবরত) ঘটে না এই কথা বলিতে পার না] কারণ—প্রত্যক্ষভিন্ন যোগীর জ্ঞান হয় না। [অর্থাৎ যোগীর জ্ঞান যখনই হয়, তখনই প্রত্যক্ষই হয়। অন্য জ্ঞান হয় না। সুতরাং ঐ স্থলে একজাতীয় জ্ঞানের কারণ নিয়তই ঘটে।] ঋষিদিগের যে জ্ঞান, তাহাও আগমজন্য এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এবং আগমের গ্রহণ একজাতীয় জন্য জ্ঞান বুঝাইবার জন্য, তাঁহাদেরও অজন্য জ্ঞান হয় না। এবং প্রাতিভ-জ্ঞানটী সিদ্ধপুরুষের জ্ঞান নহে; কারণ—আমাদেরও প্রাতিভ-জ্ঞান হয়। অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, প্রাতিভ-জ্ঞান প্রমাণান্তর নহে, পরন্তু উহা প্রত্যক্ষই।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, এই প্রাতিভ-জ্ঞানটী প্রত্যক্ষাত্মক নহে, কারণ—সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান কেবলমাত্র বর্ত্তমান বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হয়। সেই কথাই কুমারিল বলিয়াছেন, যে বিষয়টী চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ এবং বর্ত্তমান, তাহা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। (সৌগতের মতে বিশেষ প্রত্যক্ষের বিষয়, বেদান্তিপ্রভৃতির মতে সামান্য প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু কুমারিল ঐ সকল মতে প্রত্যক্ষের বিষয়কথনে ন্যূনতা হয় মনে করিয়া বলিলেন যে, যাহাই বহিরিন্দ্রিয়সম্বন্ধ বর্ত্তমান অথচ যোগ্য তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। সামান্য বা বিশেষ প্রত্যক্ষের নিয়মিত বিষয় নহে।) আরও এক কথা, এবং বর্ত্তমানবিষয়গ্রাহিত্বই প্রত্যক্ষের অসাধারণ ধর্ম্ম। এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষীর কথা, এই কথা বলিতে পার না। কারণ—স্বয়ংই স্থানান্তরে প্রত্যক্ষ অনাগত বিষয়কে প্রকাশ করে এই কথা বলিয়াছ। রজতগ্রহকালে ঐ রজত চিরস্থায়ী [অর্থাৎ বহুদিন থাকিবে] এই ভাবেই গৃহীত হইয়া থাকে; এই কথা তুমিই বলিয়াছ। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, আগামী কল্য আমার ভ্রাতা আসিবে এই প্রকার প্রত্যক্ষটী অনাগত বিষয়ের গ্রাহক ইহা সিদ্ধ হইল। আরও এক কথা, অনাগত ভ্রাতার আগমনবিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ যেরূপ হইয়া

থাকে, তদ্রূপ যোগীদের অনাগত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইবে, এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তবাদীদের কথা। সেইজন্য সর্ব্বজ্ঞপ্রতিষেধের জন্য বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ লোকের যে জাতীয় প্রমাণের দ্বারা (যেরূপ প্রমাণের দ্বারা) যে জাতীয় বিষয়ের (যেরূপ বিষয়ের) প্রত্যক্ষ হয়, কালান্তরেও তাহাই হইয়াছিল। [অর্থাৎ কালান্তরে যোগিগণ অলৌকিক উপায়ে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই প্রকার ত্রিবিধ বস্তুর এবং অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ লোক লৌকিক উপায়ে কেবলমাত্র বর্ত্তমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ করেন, ইহা ঠিক নহে, কারণ—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই তিন কালেই লৌকিক উপায়েই বর্ত্তমান অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, বিষয় এবং উপায়ের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে।] এই কথা যে বলিয়া থাক, তাহার খণ্ডন হইল।

মূল

তত্রৈতৎ স্যাৎ। সর্ব্বজ্ঞতা যোগিনাং কিমেকেন জ্ঞানেন বহুভির্ব্বা ? ন তাবদেকেন, ন হ্যেকস্মিন্ জ্ঞানে পরস্পরবিরোধিনোঽর্থাঃ শীতোষ্ণবদবভাসন্তে। নাপি বহুভিঃ, তানি হি ক্রমেণ বা ভবেয়ুর্যুগপদ্বা, ন যুগপজ্ জ্ঞানানি সম্ভবন্তি, সূক্ষ্মান্তঃকরণসাপেক্ষত্বাৎ। ক্রমভাবিভিস্তু জ্ঞানৈরশেষত্রিভুবনকুহরনিহিতনিখিলপদার্থসার্থসাক্ষাৎকরণমেষাং মন্বন্তরকোটিভিরপি দুর্ঘটমিতি কথং সর্ব্বজ্ঞা যোগিনঃ ? উচ্যতে। যুগপদেকয়ৈব বুদ্ধ্যা সর্ব্বত্র সর্ব্বান্ অর্থান্ দ্রক্ষ্যন্তি যোগিনঃ।

যত্তু বিরুদ্ধত্বাদিতি তদপ্রয়োজকম্, বিরুদ্ধানামপি নীলপীতাদীনামেকত্র চিত্রপ্রত্যয়ে ভাসনাৎ। একত্র চ মেচকপ্রত্যয়ে সন্নিহিতপদার্থব্যতিরিক্তসকলবস্ত্বভাবগ্রহণং * পূর্ব্বস্য দর্শিতত্বাৎ। শীতোষ্ণয়োরপি কচিদবসরে ভবতি যুগপদুপলম্ভঃ, তদ্যথা প্রতপতি হুতবহবিস্ফুলিঙ্গনিকরানুকারিকিরণে তরুণোষ্মণি গ্রীষ্মে হিমশকলশিশিরপয়সি সরসি নিমগ্ননাভিদগ্ধ-

* গ্রহণস্য পূর্ব্বমিতি দুঃ পাঠঃ।

দেহস্থ পুংসো যুগপদেব সরঃসলিলসূর্য্যাতপবর্ত্তিনৌ শীতোষ্ণস্পর্শাবনুভবপথমবতরতঃ। নম্বেকেন জ্ঞানেন সর্ব্বানর্থান্ ভূতভাবিনঃ পরোক্ষানপি পশ্যন্তো যোগিনঃ কথমখিলত্রৈলোক্যবৃত্তান্তদর্শিনঃ সকলজগদ্গুরোরীশ্বরাদ্ বিশিষ্যেরন্। অস্তি বিশেষ ঈশ্বরস্য তথাবিধং নিত্যমেব জ্ঞানম্, যোগিনাস্তু যোগভাবনাভ্যাসপ্রভবমিতি।

অনুবাদ

সেই পক্ষে (যোগিপ্রত্যক্ষস্বীকারপক্ষে) এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। (সকল বিষয় একটীমাত্র জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় যোগিগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন, না ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় এই রীতিতে সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়ায় যোগিগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন?) এইরূপ আশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, একটীমাত্র জ্ঞানের দ্বারা যোগীদের সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হয়, না বহু জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হয়? তন্মধ্যে ১ম পক্ষটী সঙ্গত নহে, কারণ—এক জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ—একটীমাত্রজ্ঞানে পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়গুলি শীতস্পর্শ এবং উষ্ণস্পর্শের ন্যায় প্রতীয়মান হয় না। বহুজ্ঞানের দ্বারা ও সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হয় না, কারণ—সেই জ্ঞানগুলি ক্রমশঃ হয়, না যুগপৎ হয়? যুগপৎ জ্ঞানগুলি হইতে পারে না, কারণ—সেই জ্ঞানগুলির পক্ষে সূক্ষ্ম (অণু) মন কারণ। [অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র মন হইতে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞান এক সঙ্গে হইতে পারে না।] কিন্তু ক্রমোৎপন্ন জ্ঞানগুলির দ্বারা সমস্তত্রিভুবনরূপ-দুর্জ্ঞেয়স্থানস্থিত সকলপদার্থের প্রকাশ কোটিমন্বন্তরের দ্বারাও ইঁহাদের পক্ষে (যোগীদিগের পক্ষে) সম্ভবপর নহে [অর্থাৎ কোটিকোটিজীবনেও একমাত্র পৃথিবীর পদার্থগুলির জ্ঞানের শেষ করা যায় না, সমস্ত ত্রিভুবনের সমস্ত বস্তুর জ্ঞান তো দূরের কথা। ঐ সকল পদার্থের মধ্যে কত প্রকার বৈচিত্র্য আছে, তাহাদের মধ্যে একটী একটী করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞানসম্পাদন কোটি মন্বন্তরেও অসাধ্য, একটী জীবনে সম্পাদন তো দূরের কথা], অতএব যোগিগণ কি উপায়ে

সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন? এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতেছি। যোগিগণ যুগপৎ একই বুদ্ধির দ্বারা সকলস্থানস্থিত সকলবিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। বিষয়গুলি পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া একজ্ঞানের বিষয় হয় না এই কথা যে বলিয়াছ, তাহা ঠিক নহে। কারণ—পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও নীলপীতপ্রভৃতি বর্ণ একমাত্রচিত্রপ্রত্যয়ের বিষয় হইয়া থাকে। এবং একমাত্রমেচকপ্রত্যক্ষে (অন্ধকারপ্রত্যক্ষে) সন্নিকৃষ্টপদার্থভিন্ন সকল বস্তুর অভাব গৃহীত হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কোন সময়ে শীতস্পর্শ এবং উষ্ণস্পর্শেরও একসঙ্গে প্রত্যক্ষ হয়। তাহার উদাহরণ—যে কালে সূর্য্যের কিরণগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত উত্তপ্ত সেই গ্রীষ্মকালে হিমখণ্ডের ন্যায় শীতলজলপূর্ণ সরোবরে নাভিদেশ-পর্য্যন্তনিমগ্নশরীর পুরুষের নিকট যুগপৎ সরোবরের জলগত শৈত্য এবং সূর্য্যকিরণগত উষ্ণতা অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে। আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যোগিগণ এক জ্ঞানের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সকল বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারায় সমস্ত ত্রিভুবনের বৃত্তান্তদর্শী এবং সমস্ত জগতের গুরু জগদীশ্বর হইতে কেমন করিয়া তাঁহাদের বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইতে পারে? [অর্থাৎ কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না।] (উত্তর) সর্ব্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞানই ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য ; তাহা ঈশ্বরে আছে। কিন্তু যোগীদের জ্ঞান সর্ব্ববিষয়ক হইলেও তাহা নিত্য নহে, পরন্তু যোগজনিতনিরন্তরধ্যানজন্য ; ইহাই আমাদের (সিদ্ধান্তবাদীদের) কথা।

মূল

নন্বু নাদৃষ্টপূর্ব্বেঽর্থে ক্বচিদ্ ভবতি ভাবনা।
আগমাত্তু পরিচ্ছিন্নে ধর্ম্মে ভাবনয়াঽপি কিম্॥

চোদনৈব ধর্ম্মে প্রমাণমিতি সাবধারণপ্রতিজ্ঞার্থঃ প্রথমমাগমাদবগত-ধর্ম্মস্বরূপেষু সৎস্বপি যোগিষু ন বিপ্লবত এবেতি ।

উচ্যতে। যোগিবন্তোবায়ং প্রকারঃ। পশ্চাদপি প্রবর্ত্তমানে ধর্ম্মগ্রাহিণি প্রত্যক্ষে চোদনৈবেত্যবধারণং শিথিলীভবত্যেব। অপিচেশ্বরজ্ঞানং সাংসিদ্ধিকমেব ধর্ম্মবিষয়ং বেদস্য কারণভূতং বক্ষ্যামঃ। তস্মিন্নপি সতি ন চোদনৈবেত্যবধারণার্থসিদ্ধিঃ। তস্মান্ন ধর্ম্মগ্রাহকং যোগিপ্রত্যক্ষং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ সংসম্প্রয়োগজত্বাদিত্যাদিসাধনমপ্রযোজকম্।

প্রমাণান্তরবিজ্ঞাতপ্রমেয়প্রতিপাদকঃ।
ধর্ম্মোপদেশকঃ শব্দঃ শব্দত্বাদ্ ঘটশব্দবৎ ॥
প্রত্যক্ষঃ কস্যচিদ্ ধর্ম্মঃ প্রমেয়ত্বাদ্ ঘটাদিবৎ।
ইত্যাদয়শ্চ সুলভাঃ সন্ত্যেব প্রতিহেতবঃ ॥
তেন নিষ্প্রতিঘযুক্তিসাধিতাং যোগবুদ্ধিমখিলার্থদর্শিনীম্।
কিং বিড়ম্বয়িতুমুচ্যতে মুধা দুষ্টহেতুনিকুরুম্বশম্বরম্ ॥

তদিত্থমপি জৈমিনীয়ং সূত্রমসঙ্গতার্থম্। লক্ষণপরত্বন্ত্বস্য নিরস্তমেব।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, যে বিষয়টী পূর্ব্বে অজ্ঞাত, সেই বিষয়টাকে লইয়া কোন সময়ে ধ্যান হয় না। কিন্তু ধর্ম্ম আগম হইতে পূর্ব্বে গৃহীত হইলে [অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক ধ্যান সুসম্পন্ন করিতে হইলে ধর্ম্মেরও পূর্ব্বে জ্ঞান প্রয়োজন। ঐ প্রয়োজননির্ব্বাহের জন্য পূর্ব্বে আগমকে যদি অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে] ধর্ম্মবিষয়ক ধ্যানেরও প্রয়োজন কি ? [অর্থাৎ আগমগৃহীতধর্ম্মের ধ্যান পিষ্টপেষণতুল্য।] আগমই ধর্ম্মের পক্ষে প্রমাণ এই প্রকার দৃঢ়তরপ্রতিজ্ঞার্থ পূর্ব্বে আগম হইতে গৃহীত ধর্ম্মের স্বরূপ লইয়া যোগিগণ ধ্যানতৎপর হইলেও বাধিত হইতেছে না। এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষীর কথা। উত্তর বলিতেছি। যোগিগণের পক্ষে এইরূপ ভাব আছে সত্য, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক মানস-প্রত্যক্ষ আগমজন্য জ্ঞানের পশ্চাৎ উৎপন্ন হইলেও ধর্ম্মের পক্ষে একমাত্র আগম প্রমাণ এই প্রকার অবধারণ শিথিল হইতেছে এই

পক্ষে কোন সংশয় নাই। আরও এক কথা, ঈশ্বরের নিত্যপ্রত্যক্ষই ধর্ম্ম-বিষয়ক (ধর্ম্মের পক্ষে প্রমাণ), সেই প্রত্যক্ষই বেদের কারণ, এই কথা পরে বলিব। তাহাও থাকিলে (ঈশ্বরের তাদৃশ প্রত্যক্ষ থাকিলে) ধর্ম্মের পক্ষে একমাত্র আগমই প্রমাণ ইহা সিদ্ধ হয় না। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, যোগীর প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের গ্রাহক হয় না, কারণ—প্রত্যক্ষ বিদ্যমান বস্তুর গ্রাহক হইয়া থাকে, এবং প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ('অশ্বমেধেন যজেত' ইত্যাদি স্থলে বিধিবাক্যের প্রবৃত্তিকালে ধর্ম্ম অনাগত, সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষ হয় না) ইত্যাদি সাধন ধর্ম্মের অপ্রত্যক্ষের পক্ষে প্রযোজক নহে।

যে শব্দ হইতে ধর্ম্মের উপদেশ হয়, তাহা শব্দ বলিয়া অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত প্রমেয়ের জ্ঞাপক, যেরূপ ঘটশব্দ। [অর্থাৎ কোন শব্দ নূতন করিয়া কোন বস্তুকে প্রকাশ করে না, যাহা অন্য প্রমাণের দ্বারা গৃহীত, এইরূপ বিষয়কে প্রকাশ করে। সুতরাং ঘটশব্দও প্রত্যক্ষ-প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা গৃহীত ঘটরূপ অর্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। প্রমাণান্তরের দ্বারা ঘট বলিয়া যদি কোন বস্তু জানা না থাকিত, তাহা হইলে ঘটশব্দও ঘটনামক অর্থের প্রকাশক হইত না। অতএব ধর্ম্ম-বোধক শব্দের পক্ষেও এইরূপ ব্যবস্থা, তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে ধর্ম্মের পক্ষে একমাত্র আগম প্রমাণ থাকিল না।] আর যেরূপ ঘটপ্রভৃতি বস্তু প্রমেয় বলিয়া কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মও প্রমেয় বলিয়া এই বিশ্বজগতে কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে, এই সকল প্রতিহেতু সুলভ আছেই। [অর্থাৎ ধর্ম্মের অপ্রত্যক্ষের পক্ষে তোমরা হেতু দেখাইয়াছ, তদ্রূপ আমরাও ধর্ম্মের প্রত্যক্ষের পক্ষে প্রতি-হেতু দেখাইতেছি। ঐরূপ প্রতিহেতু কষ্টসাধ্যও নহে এবং এতাদৃশ প্রতিহেতুর উচ্ছেদ করিবারও উপায় নাই।] সেইজন্য নির্ব্বাধযুক্তির দ্বারা প্রমাণিত এবং নিখিলবিষয়ের গ্রাহক যোগজ-প্রত্যক্ষকে উচ্ছেদ করিবার জন্য দুষ্ট হেতুসমূহের চিত্রকে বৃথা কেন বলিতেছ? [অর্থাৎ যোগজ-প্রত্যক্ষ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান নিখিল বিষয়ের গ্রাহক, সেই পক্ষে নির্ব্বাধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি। তোমরা উহার বিপক্ষে যে সকল

যুক্তি দেখাইতেছ, তাহা অসঙ্গত। কারণ—যোগজ-প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের গ্রাহক নহে এই পক্ষে যে সকল হেতু দেখাইয়াছ, তাহা দুষ্ট, সুতরাং দুষ্ট হেতু-চিত্রের প্রদর্শন ব্যর্থ।] সেই জন্য জৈমিনির প্রত্যক্ষসূত্র এই প্রকার হইলেও তাহার অর্থ অসঙ্গত। কিন্তু ইহার (এই সূত্রের) প্রত্যক্ষলক্ষণে তাৎপর্য্য নাই, ইহা বলিয়াছি।

মূল

যদপি কৈশ্চিৎ প্রত্যক্ষলক্ষণমুক্তম্—আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থসন্নিকর্ষাদ্ যদুৎপদ্যতে জ্ঞানং তদন্যদনুমানাদিভ্যঃ প্রত্যক্ষমিতি, তদপি ত্রয়দ্বয়-সন্নিকর্ষজন্মনাং সুখাত্মাদিজ্ঞানানামব্যাপকমতিব্যাপকঞ্চ ব্যভিচার্য্যাদি-বোধানামিত্যুপেক্ষণীয়ম্।

ঈশ্বরকৃষ্ণস্তু প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টমিতি প্রত্যক্ষলক্ষণমবোচৎ। তদপি ন মনোজ্ঞম্। অনুমানাদিজ্ঞানানামপি বিষয়াধ্যবসায়স্বভাব-ত্বেনাতিব্যাপ্তেঃ। যত্তু রাজা ব্যাখ্যাতবান্ প্রতিরাভিমুখ্যে বর্ত্ততে, তেনাভিমুখ্যেন বিষয়াধ্যবসায়ঃ প্রত্যক্ষমিতি তদপ্যনুমানাদাবস্ত্যেব। ঘটোঽয়মিতিবদগ্নিমান্ পর্ব্বত ইত্যাভিমুখ্যেনৈব প্রতীতেঃ। স্পষ্টতা তু সর্ব্বসংবিদাং স্ববিষয়ে বিদ্যত এব। অথ মন্যসে, সামান্যবিহিতস্য বিশেষেণ বাধাদনুমানাদিব্যাবৃত্তিঃ সেৎস্যতি সামান্যেনাধ্যবসায় উৎকৃষ্টঃ, স লিঙ্গ-শব্দাভ্যাং বিশেষিত ইতি তদিতরোঽধ্যবসায়ঃ প্রত্যক্ষমিতি স্থাস্যতি। যদ্যেবং প্রত্যক্ষলক্ষণমিদানীমব্যাকরণীয়মেব। শব্দলিঙ্গগ্রহণে বর্ণিতে সতি তদ্বৈলক্ষণ্যাদেব প্রত্যক্ষং জ্ঞাস্যত ইতি। তস্মাদিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নপদোপাদানমন্তরেণ নানুমানাদিব্যবচ্ছেদ উপপদ্যতে ইতি ইদমপি ন প্রত্যক্ষলক্ষণমনবদ্যম্।

অলমতি বিস্তরেণ পরদর্শনগীতমতো।
বিগতকলঙ্কমস্তি নহি লক্ষণমক্ষধিয়ঃ॥
তদমলমক্ষপাদমুনিনৈব নিবদ্ধমিদম্।
হরতি মনাংসি লক্ষণমুদারধিয়াম্॥

এবং প্রমাণজ্যেষ্ঠেঽস্মিন্ প্রত্যক্ষে লক্ষিতে সতি।
কথ্যতেঽবসরপ্রাপ্তমনুমানস্য লক্ষণম্ ॥

অনুবাদ

যাহাকে কেহ কেহ প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন, আত্মা, বহিরিন্দ্রিয়, মন এবং বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অনুমিতিপ্রভৃতি হইতে ভিন্ন সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ। তাহাও পদার্থত্রয়ঘটিত কিংবা পদার্থদ্বয়ঘটিত সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সুখ এবং আত্মা প্রভৃতির প্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত হইতেছে, এবং ভ্রমাত্মক-প্রত্যক্ষপ্রভৃতি জ্ঞানে অতিব্যাপ্ত হইতেছে। (প্রমা-প্রত্যক্ষের লক্ষণ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্ত হইতেছে।) অতএব সেই লক্ষণটী উপেক্ষণীয়। কিন্তু সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রতিবিষয়াধ্যবসায় প্রত্যক্ষ এই বলিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাও মনোমত নহে। কারণ—অনুমান প্রভৃতি অন্য জ্ঞানগুলিরও প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ই স্বভাব, সুতরাং সেই সকল জ্ঞানে প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু রাজা* যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রতিশব্দের অর্থ আভিমুখ্য, সেইজন্য সম্মুখীনভাবে গ্রাহ্যবিষয়ের নিশ্চয় প্রত্যক্ষ, ইহাই তাঁহার ব্যাখ্যা, তাহাও অনুমান প্রভৃতি জ্ঞানে আছে [অর্থাৎ অনুমানপ্রভৃতি জ্ঞানও সম্মুখীন-ভাবে গ্রাহ্যবিষয়ের নিশ্চয়স্বভাব। সুতরাং তাদৃশ নিশ্চয়ে প্রত্যক্ষলক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইতেছে।] কারণ—ইহা ঘট এইরূপ প্রত্যক্ষের ন্যায় এই পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত এইরূপ অনুমানও সম্মুখীনভাবে নিশ্চয়স্বরূপ। (প্রত্যক্ষ স্পষ্ট প্রতীতি, এবং অনুমান অস্পষ্ট প্রতীতি, ইহাও নহে, সকল প্রতীতিই স্পষ্ট, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।) কিন্তু সকল প্রতীতিই নিজ নিজ বিষয়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট নহে। যদি মনে কর যে, (অনুমানাদি স্থলে) সাধারণভাবে সাধ্যবোধক প্রতিজ্ঞাদিদ্বারা (অনুমানস্থলে ব্যাপকধর্ম্মাবচ্ছিন্নবোধক প্রতিজ্ঞাদির দ্বারা এবং শাব্দ-স্থলে ব্যাপকভাবে বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা), সমর্থিত বিষয়ের বিশেষের দ্বারা [অর্থাৎ ব্যাপ্য হেতুবিশেষের দ্বারা]

* ভোজরাজ।

অনুমানস্থলে এবং শাব্দস্থলে পূর্ব্বসমর্থিত বিষয়ের নিয়মাদিসঙ্কোচক বাক্য-বিশেষের দ্বারা বাধাবশতঃ [অর্থাৎ সাধারণ হেতুর দ্বারা মোটামুটিভাবে সাধ্যের সাধন হইলেও প্রত্যক্ষীকৃত হেতুবিশেষের দ্বারা সাধ্যবিশেষের অনুমান হয়, তখন আর সাধারণভাবে সাধ্যের সাধন হয় না। হেতুবিশেষের দ্বারা সাধ্যসামান্যের সাধনপক্ষে বাধা পড়িল। উদাহরণ, যাহাতে গুণ আছে তাহা দ্রব্য—এইরূপে কোন বস্তুর গুণ দেখিয়া পূর্ব্বে তাহাকে দ্রব্য বলিয়া অনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যরূপে নির্দ্ধারণ করিবার পর তদ্‌গত গন্ধরূপ হেতু প্রত্যক্ষ করিয়া যদি তাহাকে পৃথিবী বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়, তখন তাহাকে যে কোন একটা দ্রব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা চলে না ; এবং শাব্দস্থলেও ব্যাপকভাবে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদন পূর্ব্বে করিয়া বাক্যবিশেষের দ্বারা সেই বিষয়েরই সঙ্কোচসাধন সম্ভবপর হয়, উদাহরণ—'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এইরূপ বিধি সর্ব্বলোকের পক্ষে সর্ব্বকালের জন্য অসঙ্কোচে করিয়া পরে

"শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥"

মনুস্মৃতি—৪।৯৫

এইরূপ স্বতন্ত্র বিধিবাক্যের দ্বারা পূর্ব্ববিহিত বিষয়ের নিয়মসঙ্কোচ এবং কালসঙ্কোচ করিতে হইল। ব্যাপকভাবে কোন বিষয়ের সমর্থন করিয়া পরে তাহার সঙ্কোচসাধনের ব্যবস্থা অনুমান এবং শাব্দে সঙ্ঘটিত হয়, প্রত্যক্ষে এইরূপ ঘটে না। অতএব পূর্ব্বানুমিত বা শ্রুত সামান্যভাবটার বিশেষের দ্বারা বাধা হইল, সুতরাং] অনুমানাদির ব্যাবর্ত্তন সিদ্ধ হইবে (সুতরাং অনুমানাদির ব্যাবর্ত্তন সম্পন্ন করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না।) সামান্যের দ্বারা যে অধ্যবসায় (যাহা বিষয়সঙ্কোচের পূর্ব্ববর্ত্তী) তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। [অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া গৃহীত হয় নাই।] কারণ—তাহা লিঙ্গবিশেষ ও শব্দবিশেষের দ্বারা বিশিষ্ট। [অর্থাৎ যাহা লিঙ্গজন্য জ্ঞান তাহা অনুমিতি, এবং যাহা শব্দজন্য জ্ঞান তাহা শাব্দ।] অতএব তদ্‌ভিন্ন নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ হইবে। (সাংখ্যমতে উপমিতি বলিয়া কোন নিশ্চয় নাই।) এই কথা যদি বল, তাহা হইলে

প্রত্যক্ষলক্ষণের আলোচনা এখন কর্ত্তব্য নহে। কারণ—শব্দজন্য এবং লিঙ্গজন্য জ্ঞানের বর্ণনা হইলে তাহা হইতে বৈলক্ষণ্যবশতঃই প্রত্যক্ষকে জানা যাইবে—ইহাই আমার কথা। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন' এই পদের উল্লেখ না করিলে অনুমিতি-প্রভৃতি জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তন সঙ্গত হয় না। অতএব এই প্রত্যক্ষ-লক্ষণও (ঈশ্বরকৃষ্ণের তথাকথিত প্রত্যক্ষ-লক্ষণও) নির্দ্দোষ নহে।

অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এই কারণে [অর্থাৎ অনুমিতি-প্রভৃতির ব্যাবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না বলিয়া] অন্য দর্শনে কথিত প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দ্দোষ হয় না। সেই জন্য অক্ষপাদ মুনিরই রচিত এই প্রত্যক্ষের লক্ষণটী বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্দিগের প্রীতিকর হইয়াছে। প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সর্ব্বপ্রথম, সুতরাং তাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অতঃপর অনুমানের লক্ষণ করা উচিত বলিয়া তাহার লক্ষণ বলা হইবে।

প্রত্যক্ষখণ্ড সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

					অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মূল	১ম	পৃষ্ঠা	৯ম	পঙ্ক্তি	যদেবং স্বরূপম্	যদেবংস্বরূপম
"	৬ষ্ঠ	"	১ম	"	কাম	কথ
"	৯ম	"	২য়	"	বিনশ্যত্তা-	বিনশ্যত্তা
"	"	"	৭ম	"	লিঙ্গনি	লিঙ্গিনি
অনুবাদ	১২শ	"	২য়	"	ব্যাপার-যোগে	ব্যাপৃত হওয়ায়
"	১৮শ	"	৬ষ্ঠ	"	অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে।	[অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ ব্যাপ্তিগ্রহণ অনুমানসাপেক্ষ, সেই অনুমানেও ব্যাপ্তিগ্রহণ অনুমানসাপেক্ষ এইরূপে অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে।]
"	২২	"	২১	"	প্রত্যক্ষাদি-ব্যাপারের	প্রত্যক্ষাদি ব্যাপারের
মূল	২৪	"	১ম	"	কচিত্ত	কচিত্
অনুবাদ	৩৯	"	২১	"	আত্মার	আত্মার পক্ষে
"	৩৯	"	২১	"	এক	পদার্থদ্বয়ঘটিত
"	"	"	২৩-২৫	"	(এই স্থলে……… সন্নিকর্ষ ও)	(…উপলক্ষণ মাত্র। রূপ প্রভৃতির……সন্নিকর্ষ)
"	৪২	"	৮	"	সুখ-	সুখ
"	৪৪	"	২১	"	ধারায়	সন্তানে
"	"	"	২২-	"	অন্য ধারাভুক্ত লোকও	অন্য লোকও
"	৪৪	"	২৩-২৪	"	ক্ষণিকবস্তু-সন্তান-বাদী বৌদ্ধের প্রতি ইহা আমাদের কথা	[অর্থাৎ দীপ যেরূপ সকলের পক্ষে সমান কার্য্য করে, সুখও সেইরূপ কার্য্য করুক।]
মূল	৫৮	"	৭ম	"	প্রবেশোঽপি	প্রবেশেঽপি
অনুবাদ	৫৯	"	১১শ	"	শব্দবোধের	শাব্দবোধের
মূল	৬৪	"	১ম	"	তচ্ছত্তা	তচ্ছ্‌ত্তা
অনুবাদ	৬৬	"	১ম	"	যেরূপ	যাহার দৃষ্টান্তরূপে
মূল	৭৮	"	৫ম	"	তিপয়	তিশয়

					অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনুবাদ	৭৯	পৃষ্ঠা	৮ম	পঙ্ক্তি	হপ্র্'ত	হইতে
,,	৮৫	,,	২১	,,	পটাদি	পাষাণাদি
,,	৮৬	,,	২য়	,,	লক্ষরেণ	লক্ষণের
,,	৯২	,,	১৬	,,	উন্মুক্ত	সমর্থ
,,	৯৪	,,	১০ম	,,	শব্দানুবোধ	শব্দানুবেধ
,,	,,	,,	১১শ	,,	শব্দানুবোধরহিত	শব্দানুবেধরহিত
মূল	,,	,,	২য়	,,	তরঙ্গা	তরঙ্গা-
অনুবাদ	৯৬	,,	৮ম	,,	প্রত্যক্ষ	প্রমাত্মকপ্রত্যক্ষ
,,	৯৬	,,	১৭	,,	বুদ্ধদেব	বৌদ্ধেরা
মূল	৯৭	,,	৫ম	,,	তস্মিন্নস্তং	তস্মিন্ স্তং
,,	১০০	,,	ফুটনোট		যুক্ত	যক্ত্
অনুবাদ	১০৩	,,	৫	পঙ্ক্তি	উদ্বদ্ধ	উদ্বুদ্ধ
,,	১০৪	,,	১৬	,,	জ্যোতিষী	জ্যোতিষি
,,	১১২	,,	১৮	,,	বলায়	বলার
,,	১২১	,,	৯	,,	জ্ঞানটী	যে জ্ঞানটী
,,	১২২	,,	১১	,,	দ্বারা	দ্বারাই
,,	১২৫	,,	১১-১২	,,	জন্য (বস্তুত্বের অস্তিত্বের জন্য) বস্তুত্বের	জন্য বস্তুত্বের
মূল	১৩৯	,,	১ম	,,	নির্ব্বিকল্পকে নৈব	নির্ব্বিকল্পকেনৈব
,,	,,	,,	৬ষ্ঠ	,,	সতাং	সত্তাং
,,	১৪২	,,	৭ম	,,	স	সা
,,	১৪৪	,,	.ম	,,	মঅনস্থ	মনস্থ
অনুবাদ	১৫৮	,,	১১	,,	যাগাদিধর্ম্মের	যাগাদি ধর্ম্মের
,,	১৭০	,,	১৫	,,	অপরিবর্ত্তনের	পরিবর্ত্তনের
,,	১৭২	,,	১৩	,,	লক্ষণগত উৎকর্ষের	লক্ষণগত অলৌকিক উৎকর্ষের
মূল	১৭৮	,,	১ম	,,	সৎপ্রত্যক্ষমেব,	সৎ প্রত্যক্ষমেব
,,	১৮৬	,,	১৭	,,	মত্তো !	মত্তো
,,	,,	,,	১৮	,,	বিষয় ॥	বিষয়ঃ ।
,,	,,	,,	১৯	,,	মিদম্ ।	মিদং